উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৭৮১.৭৬ (-১২০.৮৩)
নিফটি : ২৩,৩৯৮.১০ (-৭৯.৭০)

নকল সূর্য তৈরির দোরগোড়ায় ভারত ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৪° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ২৪° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ / ২৫° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ২৪° সর্বনিম্ন

মহসিন নকভির সঙ্গে ‘সৌজন্য’ সইকিয়ার
বয়কট হরমনদের ১১

শিলিগুড়ি ২৮ ভাদ্র ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 15 September 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 119

দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির মানচিত্র
নদীর সম্ভাব্য গতিপথ ধরে বসতি, কৃষিজমি, স্কুল, রাস্তা ও বাঁধের ঝুঁকি চিহ্নিত করা

শুধু বাঁধ নয়, নদীকে জায়গা
‘রুম ফর দ্য রিভার’ মডেলে শুধু বাঁধ উঁচু নয়, প্রয়োজনমতো নদীকে অতিরিক্ত জায়গা দিয়ে বন্যার চাপ কমানো

ভাঙনের আগেই পুনর্বাসন
সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলির তালিকা তৈরি করে বাড়ি, রাস্তা, পানীয় জল ও জীবিকার ব্যবস্থা সহ আগাম পুনর্বাসন

স্বাধীন নদী–ব্যবস্থাপনা সেল
নদীবিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ, সেচ বিশেষজ্ঞ, পঞ্চায়েত ও ভাঙনপীড়িত মানুষকে নিয়ে নিয়মিত নজরদারি ও পরিকল্পনা

টাকার কাজের ফল মাপা
বাঁধ বা তীররক্ষা প্রকল্পের পর নদীর গতিপথ কীভাবে বদলাল, প্রতি বছর তার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ও রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা

একদিন যে নদীখাত শুকিয়ে গিয়েছিল, ফিরেছে তার জল। বদলেছে গঙ্গার স্রোতও। তিন নদী আর এক মরা নদীপথের টানে ক্রমশ সরে যাচ্ছে ভূতনির মাটি। নদী কি এবার মুছে দেবে আস্ত একটি জনপদ? আজ শেষ পর্ব।

নদীর সঙ্গে যুদ্ধ নয়

ভূতনির ভবিষ্যৎ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

নদী না ডাঙা বোঝা দায়। নৌকায় পারাপার ভূতনিবাসীর। মালদায়। ছবি : কল্লোল মজুমদার

ভূতনির ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্নের কোনও শর্টকাট উত্তর নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূতনিকে বাঁচানোর রাস্তা খুঁজতে গেলে নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে, শুধু বাঁধ দিয়ে নদীকে থামানো যায়- প্রথমেই এই ভুল ধারণা থেকে বেরোতে হবে। গবেষণা বলছে, গঙ্গার মতো নদীর ক্ষেত্রে কোথাও বাঁধ, কোথাও নদীতীর সুরক্ষা, কোথাও নদীকে জায়গা দেওয়া, কোথাও আগাম পুনর্বাসন- সব মিলিয়েই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান তৈরি করতে হবে। ভূতনির জন্য এখন সেই সমন্বিত পরিকল্পনাই জরুরি।

গবেষক অনিন্দিতা সাহার বক্তব্য, ‘ভূতনির সমস্যা শুধু নদীর জল নয়। সমস্যা নদীর চলন। নদী কোথায় পলি ফেলছে, কোথায় স্রোত ঘুরছে, কোথায় পুরোনো খাত জেগে উঠতে পারে, কোথায় বাঁধ নদীর চাপকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে— এই সবকিছুকে একসঙ্গে না দেখলে ভূতনির ভবিষ্যৎ বোঝা যাবে না।’ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, ‘ভূতনি নিয়ে পরিকল্পনামাফিক কাজ হবে। বিশেষজ্ঞ, গবেষক সহ রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের পরামর্শ মেনেই পদক্ষেপ হবে।’

২০২৫ সালে সায়েন্স অফ দ্য টোটাল এনভায়রনমেন্ট-এ প্রকাশিত গবেষণায় এস পোদ্দার ও সহ গবেষকরা ১৯৯০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত মালদা ও মুর্শিদাবাদের ৬০০-র বেশি গ্রাম নিয়ে নদীতীরের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু জমিভাঙনের হিসেব নয়, কোন গ্রাম বারবার ভাঙনের মধ্যে পড়ছে, কোথায় নদী পলি ফেলছে, কোন এলাকা ভবিষ্যতে বেশি অস্থির হতে পারে, তারও সম্ভাবনা নির্ণয় করা হয়েছে। ‘মার্কভিয়ান ট্রানজিশন মডেল’ ব্যবহার করে তাঁরা নদীতীরের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার প্রবণতাও হিসেব করেছেন। অর্থাৎ নদীর অতীতের মানচিত্রকে শুধু ইতিহাস হিসেবে না দেখে ভবিষ্যতের ঝুঁকি বোঝার হাতিয়ার করেছিলেন গবেষকরা।

একাধিক গবেষকের মতে, ভূতনির সমস্যাগুলিকে এক মানচিত্রে আনতে সেই গবেষণা মডেল হতে পারে। কোথায় বাঁধ দিতে হবে, শুধু তার হিসেব নয়, নদী আগামীতে কোথায় যেতে পারে, কোন খাতে প্রবাহিত হতে পারে, প্রশাসনের কাছে তার সম্ভাব্য মানচিত্র থাকতে হবে। নদী গবেষক সোমনাথ মণ্ডল বলেন, ‘তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি গ্রাম, বসতি, কৃষিজমি, স্কুল, রাস্তা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেচ কাঠামো এবং বাঁধকে সেই মানচিত্রে বসাতে হবে। পাঁচ বছর, দশ বছর এবং কুড়ি বছরের আলাদা ঝুঁকি-চিত্র তৈরি করতে হবে। তারপর সেইমতো পরিকল্পনা ছকে কাজ শুরু করতে হবে।’

এরপর দশের পাতায়

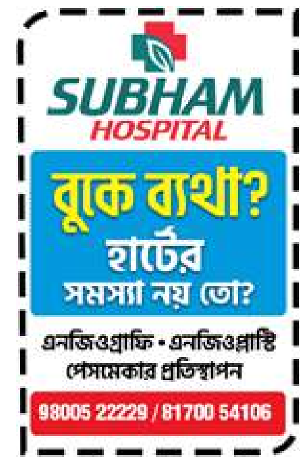

বিধান মার্কেটের অটোস্ট্যান্ডে গণেশপুজোয় উপচে পড়া ভিড়। -সূত্রধর

শারদ অর্ঘ্যের ঢাকে কাঠি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : চারিদিকে মানুষে মানুষে ছয়লাপ। শুধু কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে বললে ভুল হবে। গণেশ চতুর্থীতেই শারদপুজোর পালে সুবাতাস। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপ। রাস্তায় ভিড়। ছোটদের হাতে বেলুন। কোথাও পুজো, কোথাও গান। সোমবার শহর শিলিগুড়ি যেন আগেভাগেই উৎসবের পোশাক পরে নিল।

ভুটিয়া মার্কেট হয়ে বিধান মার্কেটের দিকে যাচ্ছিল টোটো। তাতে সওয়ার স্ত্রীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করছিলেন সুব্রত দাস, ‘প্রথমে তাহলে বিধান রোডের দুই পাশের মণ্ডপই ঘোরা হোক, নাকি?’ সুব্রতের কথায় সায় দিয়ে মানসী বললেন, ‘পরে আরও ভিড় বাড়তে পারে। এটা দেখে তারপর প্রধাননগর হয়ে রেগুলেটেড মার্কেটে চলো।’ শহরের রাস্তায় তখন উৎসবের রং। পরিষ্কার। বান্ধবীদের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে রয়্যাল মোড়ে পুজোমণ্ডপের ভিতরে ঢুকে থমকে গিয়েছিলেন ঐষিতা সরকার। নানা রঙের আভায় গণেশের বিশালাকার মূর্তি দেখে হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন, ‘বাবা সবাইকে ভালো রেখো।’

একসময় শিলিগুড়িতে বিশ্বকর্মাপুজোয় ঢাকে কাঠি পড়লেই শুরু হত উৎসবের মরশুম। গত কয়েক বছরে অবশ্য গণেশপুজো সেই জায়গা নিয়েছে। গণেশ চতুর্থী থেকেই শহরে লেগে যায় উৎসবের ছোঁয়া। এদিন সকাল থেকেই পাড়ায় পাড়ায় পুজোমণ্ডপে পুজো-অর্চনা চলল। সন্ধ্যার পর শহরের রাস্তায় পরিষ্কার ধরা পড়ল সেই উৎসবের ছবি। বাড়ল ভিড়। হাতে হাতে মোবাইল। তা হাতে নিয়ে মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেন অনেকেই। ছোটরাও। তার মধ্যেই রাস্তায় বাড়তে থাকল যানজট।

গণেশের প্রিয় মোদক কিনতে সকাল থেকেই দোকানগুলিতে ভিড় ছিল দারুণ। মাটিগাড়া হাসপাতাল মোড় যাওয়ার ঠিক কাছেই পুজোর প্রস্তুতিতে হাত লাগিয়েছিলেন আরতি মণ্ডল, মন্দিরা রায়রা। থালায় দূর্বা ও মিষ্টি সাজাতে সাজাতেই আরতি বলে উঠলেন, ‘আমাদের ছোট করেই এই পুজোর আয়োজন। আনন্দের বহর কিন্তু অনেকটাই বড়।’

সেই আনন্দেই শামিল হয়েছিল বছর দশের ইশান দে। স্কুল থেকে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মিকি মাউসের ছবি ছাপা সাদা জামা ও প্যান্ট পরে বাবার সঙ্গে স্কুটারে বেরিয়ে পড়েছিল সে। হইহই আনন্দে ভেসে যখন কলেজপাড়া দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপে পৌঁছাল

এরপর দশের পাতায়

হিমালয়ের জলবায়ু ও ব্রিকস বার্তা

শুভদীপ ব্যানার্জি

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : চিকেনস নেকের নিরাপত্তার মতো হিমালয়ের কোলে আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষা ও প্রকৃতি সংরক্ষণে যৌথ উদ্যোগের বার্তা দিয়েছে ব্রিকস সম্মেলন। দু’দিনের এই সম্মেলন রবিবার শেষ হয়েছে। যেখানে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কাঁধে ঠেলে দেওয়া মেনে নেওয়া হবে না বলে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সম্মেলন। প্রস্তাবে সবুজ রক্ষার সমান দায় নিতে বলা হয়েছে উন্নত দেশগুলোকেও।

ব্রিকস সম্মেলনের ঠিক আগে প্রকৃতির ভয়াবহ রূপ দেখেছে নেপাল। চিনের দিক থেকে আচমকা নেমে আসা হড়পার প্রভাবে মৃত্যুমিছিল লম্বা হয়েছে। বিপর্যস্ত হয়েছে নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা। সিকিমেও ঘনঘন ধস গোটা হিমালয় অঞ্চলের নিরাপত্তায় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যাতে উত্তরবঙ্গের বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আলোচনায় উঠে আসছে। হড়পা বিধ্বস্ত নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ ওই বিপর্যয়ের দায় ঠেলেছিলেন আমেরিকা, চিন এবং ভারতের ওপর।

সবুজ রক্ষায় জোটের সংকল্প

তাঁর অভিযোগ ছিল, এই দেশগুলির পরিবেশ ধ্বংসকারী কার্যকলাপের পাপ বহন করছে নেপাল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোনও দেশের নাম না করে ব্রিকস সম্মেলনের দাবি তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে বলা হয়েছে, উন্নতির সমান সুযোগ পাক বিশ্বের সব দেশ। প্রকৃতির ওপর শিল্পায়নের প্রভাব ও কার্বন নিঃসরণ কমানো, বিশ্বের গড় উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে রেখে চলার দায়িত্ব সব দেশের। রাষ্ট্রসংঘের এই নীতি মেনে ক্ষতিপূরণের দায় নিতে হবে পশ্চিমকে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভয়ংকর পরিস্থিতিতে রয়েছে গোটা দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশ। প্রতি বছর বন্যা, খরায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারান। যেসব জায়গায় অনাবৃষ্টির জলবায়ু নয়, সেখানেও কমছে গড় বৃষ্টিপাত। হিমালয়ের কোলে নেপাল, ভুটান ছাড়াও ভারতের পার্বত্য রাজ্য এবং উত্তরবঙ্গের মতো এলাকায় চিনের হিমবাহ গলে গেলে কিংবা বাঁধে আটকে রাখা জল হঠাৎ ছাড়া হলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা।

সাম্প্রতিক অতীতে বন্যায় ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশেরও। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পরিবেশ এবং সবুজকে বাঁচাতে

এরপর দশের পাতায়

মঙ্গলগ্রহের বিজেপিতে...

জগদীশের দাবিতে জল

প্রসেনজিৎ সাহা ও অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৪ সেপ্টেম্বর : বিজেপি তাঁকে নেবে না। অথচ বিজেপিতে তাঁদের যোগদানের দিনক্ষণ কার্যত ঘোষণা করে দিলেন জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। তিনি কোচবিহারের সাংসদ। তৃণমূলের টিকিটে জিতেছিলেন। কাগজে-কলমে তিনি এখন এনসিপিআই-এর সাংসদ। অথচ সোমবার তিনি ঘোষণা করলেন, শুধু তিনি নন, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পুজোর আগেই বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন এনসিপিআই-এর ২০ জন সাংসদের মধ্যে ১৭ জনই।

বিজেপির নেতৃত্বের সঙ্গে সবরকম আলোচনাও শেষ হয়ে গিয়েছে বলে মন্তব্য করেন জগদীশ। কোচবিহার জেলার সিতাইয়ে নিজের বাড়িতে সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা তৈরি আছে। আদালতে একটি মামলা চলছে। আশা করছি, শীঘ্র রায় চলে আসবে। তারপর তিন সাংসদ ছাড়া বাকি ১৭ জন বিজেপিতে যোগ দেবেন। যে তিনজন বিজেপিতে যোগ দেবেন না, তাঁদের মন্ত্রক দেওয়া হবে। তাঁরা এনডিএ-কে সমর্থন করবেন। এনডিএ-র সঙ্গে থাকবেন।’

সাংসদের এই দাবিতে বিজেপিতে তো বটেই, এনসিপিআই-এ জগদীশের

কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ।

সতীর্থদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়েছে। দলের খোদ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কোচবিহারে সাংসদের ঘোষণায় যেন জল ঢেলে দিয়েছেন। ব্যঙ্গ করে শমীক বলেন, ‘তাঁরা যে বিজেপিতে যোগ দিতে চান, সেটা হয়তো মঙ্গলগ্রহের বিজেপি। তাঁর ইচ্ছে হয়েছে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার। বিজেপি তাঁকে নেবে কি না, সেটা বিজেপির ব্যাপার।’

বিজেপির রাজ্য সভাপতির ভাষায়, ‘যে কেউ যখন-তখন বিজেপিতে যোগ দিতে চাইবেন আর বিজেপি তাঁকে নিয়ে নেবে- এমন কথা ভাবার কারণ নেই।’ কেন এই মনোভাব শমীকের। তিনি বলেন, ‘২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর, ২ মে-র পর ২৭

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পুরনিগমের নতুন ওয়ার্ডকে বর্ধিত নম্বর

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভীতি তৈরি হয়েছে যেন।

যেদিন প্রথম জানাজানি হল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ৬৩টি হচ্ছে, সেদিন থেকেই সমাজমাধ্যম-পাড়ার চায়ের ঠেকে আলোচনা চলছে, তবে কি ফের লাইনে দাঁড়াতে হবে নথিপত্রে বদল আনার জন্য! সোমবার পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত একটি বৈঠক হয় পুরনিগমে। প্রশাসক আর বিমলা আশ্বাস দিয়েছেন, নাগরিকদের ভোগান্তি কমাতে সচেতনভাবেই কাজ করবে প্রশাসন।

এর আগে প্রকাশ্যে আসা এক নোটিফিকেশনে দেখা গিয়েছিল, ১ নম্বর ওয়ার্ড ভেঙে ১ ও ২ হবে। ৪ নম্বর ওয়ার্ড ভেঙে হতে চলেছে ৫ আর ৬। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে ২ নম্বর হিসেবে পরিচিত ওয়ার্ডের নম্বর হবে ৩। একইভাবে ৩ নম্বরটি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তকমা পাবে। এভাবে প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডের পরিচয় বদলে যাওয়ার কথা। সেই দেখে মাথায় হাত পড়ে আমআদমির।

এদিন প্রশাসক অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, একমাত্র নতুনভাবে গঠিত ওয়ার্ড পরিচিতি পাবে বর্ধিত নম্বরে। সেইমতো প্রস্তাব যাবে ওপরমহলে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ির ১৪টি ওয়ার্ডকে ভেঙে নতুন ১৬টি ওয়ার্ড হবে। নতুন করে তৈরি হওয়া ওয়ার্ডগুলির নম্বর নির্ধারণ হবে ৪৮ থেকে ৬৩ পর্যন্ত।

এরপর দশের পাতায়

মানুষের চাকরি বাঁচাতে রাজপথে রোবট

পোল্যান্ডে এআই-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন এবং পোল্যান্ডের ‘নাস্ক’-এর যৌথ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিশ্বে প্রতি চারটি চাকরির মধ্যে অন্তত একটিতে জেনারেটিভ এআই-এর সরাসরি প্রভাব পড়বে। গবেষকরা বলছেন, চাকরি পুরোপুরি উধাও হওয়ার চেয়ে আগামীদিনে কাজের ধরন বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ওয়ারশ, ১৪ সেপ্টেম্বর : হলিউডের সায়েন্স ফিকশন সিনেমায় আমরা সাধারণত কী দেখি? অত্যাধুনিক রোবট বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিদ্রোহ করে মানুষের অস্তিত্বই মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু বাস্তব ছবিটা যে কত অদ্ভুত হতে পারে, তা সম্প্রতি দেখিয়ে দিল পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ। সেখানে মানুষের চাকরি কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়, বরং এআই-এর থাবা থেকে মানুষের কর্মসংস্থান বাঁচাতে প্ল্যাকার্ড হাতে রাজপথে নামল একদল রোবট!

গত সপ্তাহে ওয়ারশ-এ পোল্যান্ডের ডিজিটাল বিষয়কমন্ত্রকের সামনে এক অভাবনীয় দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন সাধারণ মানুষ। দেখা গেল, প্রায় তিরিশটি হিউম্যানয়েড (মানুষের মতো দেখতে রোবট) এবং চারপেয়ে যান্ত্রিক কুকুর (রোবট ডগ) ফুটপাথে গোল হয়ে ঘুরছে। তাদের হাতে নানা রঙের পতাকা। আর লাউডস্পিকারে তারস্বরে বাজছে স্লোগান- ‘কর্মক্ষেত্র বাঁচান’, ‘আর অপেক্ষা নয়, নিয়মকানুন চালু হোক’ ইত্যাদি।

তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যন্ত্রের নিজস্ব কোনও চেতনা তৈরি হয়নি বা তারা আচমকা কোনও শ্রমিক সংগঠনে যোগ দেয়নি! এই আস্ত বিক্ষোভটির নেপথ্যে ছিলেন রক্তমাংসের মানুষই। ‘ডেমোক্র্যাটিজম’ নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে এই অভিনব প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়েছিল। বিক্ষোভের উদ্যোক্তা গ্রেগর্জ কুলিস জানিয়েছেন, এআই এবং রোবোটিক্স আগামীদিনে মানুষের কাজের বাজারকে কীভাবে বদলে দিতে চলেছে, তা নিয়ে বড়সড়ো বিতর্ক উসকে দেওয়াই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

■ ফুটপাথে ঘুরছে তিরিশটি হিউম্যানয়েড (মানুষের মতো দেখতে রোবট) এবং চারপেয়ে যান্ত্রিক কুকুর (রোবট ডগ)

■ লাউডস্পিকারে তারস্বরে বাজছে স্লোগান– ‘কর্মক্ষেত্র বাঁচান’, ‘আর অপেক্ষা নয়, নিয়মকানুন চালু হোক’

■ ‘ডেমোক্র্যাটিজম’ নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে এই প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়েছিল

গ্রেগর্জের মতে, প্রযুক্তি এখন আর শুধু কল্পবিজ্ঞানের পাতায় আটকে নেই। বাস্তবের মাটিতে মানুষের কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের জায়গাগুলো হুহু করে দখল করতে শুরু করেছে। তাই এখনই কর্মীদের সুরক্ষার জন্য কড়া নিয়ম চালু করা দরকার। এই অভিনব প্রতিবাদের আঁচ এত জোরালো ছিল যে, পোল্যান্ডের ডিজিটাল বিষয়কমন্ত্রী ক্রিস্টফ গাওকোস্কি তাঁর দপ্তরের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দেখা করেন।

বিক্ষোভটা দেখতে নাটুকে মনে হলেও এর পেছনে আতঙ্কটা কিন্তু একশো শতাংশ খাঁটি। একদিকে যখন ‘অ্যানথ্রপিক’-এর মতো প্রথম সারির এআই গবেষক সংস্থাগুলি সতর্ক করছে যে, আগামী এক দশকের মধ্যে উন্নত এআই মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে চরম সংকট হয়ে দাঁড়াতে পারে, তখন পরিসংখ্যানও চোখ রাঙাচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

■ এআই এবং রোবোটিক্স আগামীদিনে মানুষের কাজের বাজারকে কীভাবে বদলে দিতে চলেছে, তা নিয়ে বিতর্ক উসকে দেওয়াই ছিল লক্ষ্য

চায়ের ভুবন থেকে চিরবিদায় রামঅবতারের

নাগরাকাটা, ১৪ সেপ্টেম্বর : সমাপ্তি ঘটল দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ির সঙ্গে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের। চায়ের ভুবন ছেড়ে এবার পরলোকে পাড়ি উত্তরের চা শিল্পের 'জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া'র। রবিবার গভীর রাতে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রামঅবতার শর্মা (৭১)। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়াতেই ডুয়ার্সজুড়ে নামে শোকের ছায়া ।

কয়েক মাস ধরেই তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। মূলত শিরদাঁড়ার সমস্যায় ভুগছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই গত জুন মাসে চা বণিকসভা 'ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন' (আইটিপিএ)-এর ডুয়ার্স শাখার সচিব পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যান। সেখানেই রবিবার রাতে তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, পুত্র, মেয়ে ও জামাইকে। ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'এই ক্ষতি অপূরণীয়।' রামঅবতারের পরিচিতি কেবল একজন চা বাগান বিশেষজ্ঞ হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একাধারে সুলেখক, প্রাবন্ধিক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিক। চা কেন্দ্রিক অন্তত ২৩টি বইয়ের রচয়িতা তিনি। পাশাপাশি চা বাগান, চা সংস্কৃতি এবং চা সমাজের ওপর লিখেছেন অজস্র তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ।

পেশাগত জীবনের শুরু সরস্বতীপুর চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে। এরপর জুরন্তী সহ অসমের একাধিক চা বাগানে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের আওতায় আসার পর একসময়ের বন্ধ হিলা চা বাগান তাঁর হাত ধরেই নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছিল। ১৯৯৮ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি ওই বাগানে ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলান। এরপর তিনি বদলি হন নিগমের আরেক সরকারি বাগান কালচিনির মহুয়াতে। দার্জিলিংয়ের রংনিত, রঙ্গারুন, পান্ডাম, রংমুক-সিডার মতো তৎকালীন সরকারি চা বাগানগুলিতেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।২০১৪ সালে

পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগমের ৫টি সরকারি চা বাগানের জেনারেল ম্যানেজার পদ থেকে রামঅবতার অবসরগ্রহণ করেন। অবসরের পর তিনি চা বণিকসভা 'টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া' (টাই)-র উত্তরবঙ্গ শাখার সচিবের দায়িত্ব সামলান। পরে আইটিপিএ-র সচিব পদেও আসীন হন। এর পাশাপাশি অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে চা বিষয়ে পড়িয়েছেন 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টি ম্যানেজমেন্ট', 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যান্টেশন ম্যানেজমেন্ট' ও 'স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট'-এ। ডুয়ার্সের চা শ্রমিক আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেতা মোহন শর্মার কথায়, 'শ্রমিকদরদি চা কর্তা হিসেবে ওঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।' জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম নেতা জিয়াউল আলমের বক্তব্য, 'উনি ডুয়ার্সের বৃহত্তর চা সমাজের অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।'

> শ্রমিকদরদি চা কর্তা হিসেবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
>
> **মোহন শর্মা**
> চা শ্রমিক আন্দোলনের নেতা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Quotation for the work of – Providing round the clock security services by deploying security guards (without Arms) for guarding at office compound of Malda Division, P.W.D., Malda, Northern Circle, P.W.D., Malda Inspection Bungalow and other offices under Malda Division, P.W.D., Malda in the District of Malda for a period of 12 (Twelve) Months. Tender ID: 2026_WBPWD_5023961_1. e-NIQ No. 14 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online): 16/09/2026 from 11:00 AM. Bid submission closing date & time (online): 01/10/2026 upto 3:00 PM Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder. Executive Engineer, PWD Malda Division, Malda. ICA-T17883(3)/2026

NOTICE

E-Tender are invited for providing of
1) Ten Contractual Drivers for Govt. Vehicles under the CMOH, Darjeeling Vide NIeT No. DHFWS/03 of 2026-27 (3RD CALL)
2) One A/C Motor Cab/Maxi Cab with Engine capacity more than 1490 CC for Accounts Section, the CMOH Office Darjeeling, Vide NIeT No. DHFWS/05 of 2026-27 (3RD CALL) For more details visit to www.tenders.wb.gov.in and www.wbhealth.gov.in or office of the undersigned.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health Darjeeling

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: 55-ENGG-RNY-2026-27। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং. ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ে এবিএসএস প্ল্যান অনুযায়ী নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ের প্রথম প্রবেশপথের বিল্ডিং ও এন্ট্রি পোর্চ সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৭,৭৪,৩৩,৬৪৩.২২ টাকা; বায়নার অর্থ: ১৫,৪৮,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জরুরীকালীন বিদ্যুৎ যোগানের সংবর্ধন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৫-২৬-আরটি-১ তারিখঃ ১১-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ রঙ্গিয়ায়- রঙ্গিয়ার নতুন পাওয়ার হাউসে সমস্ত সা-সরঞ্জাম সহিত ৭৫০ কেভিএর ১ টি ডিজি সেটের ব্যবস্থা করার সঙ্গে জরুরীকালীন বিদ্যুৎ যোগানের সংবর্ধন। টেন্ডার রাশিঃ ৩৫,১৩,৯২২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩০৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE

Tender Reference No. NIeQ_01 of EE/RD/PHED of 2026-2027, Tender ID:- 2026_PHED_5019851_1. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 28/09/2026 upto 5:00 P.M. Tender invited by the undersigned for Supply of different dia. CI/DI Specials under Raiganj Division, PHE Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in. Sd/- Executive Engineer, Raiganj Division, P.H.E. Dte. ICA-T17867(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
Tender Ref No : WBPWD/EE/CED/eNIT-26/2nd Call/2026-27
(Tender ID : 2026_WBPWD_5023954_1)

EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work : (1) Annual Comprehensive Maintenance of Unitary AC machines and maintenance of 8.5 Tr 11 Tr Ductable Split type AC machine and 22 Tr DX AHU type AC machines installed at different buildings of Alipurduar District Hospital Alipurduar. Bid Submission Start Date : 16.09.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 21.09.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 23.09.2026 after 01:00 P.M. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D, Cooch Behar Electrical Division. ICA-T17898(2)/2026

দিব্যাংগজনের জন্যে আরাম এবং নিম্নতম আবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৬০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৯-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৪-এপি-I-২০২৬। কাজের নামঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে স্টেশনসমূহে দিব্যাঙ্গজনের জন্যে আরাম এবং নিম্নতম আবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৫,৪৭,৬৪৩.৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,১১,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এলসি গেট নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি/এপিডিজে/১৫ তারিখঃ ১০-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-১৫-২০২৬-২৭। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের নন ইন্টারলকড এলসি গেটে এলসি গেট নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৫,২২,৩৬৯.৯৯/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৩,১০,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১২-১০-২০২৬ তারিখে ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি)/আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

E.E./T.B.C.D., P.W.D., invites online e-tender for the works of:- 1. Repairing of Potholes by Patching at Different Stretches from ch.0.00 km to ch. 3.0 km of Bagdogra–Fulkadabri Road, under Teesta Bridge Construction Division PWD, Coochbehar, in the year of 2026-27. 2. Repair and Renovation of Doors, Windows and Ventilators in the Courtrooms and chambers, along with the new installation of a urinal and wash basin in the washroom attached to the Chamber of the Ld. Additional District and sessions Judge, Mekhliganj Sub-divisional Court, Under Teesta Bridge Construction Division, P.W.D., Mekhliganj, Cooch Behar. during the year 2026-2027. Tender Id-2026_WBPWD_5023535_1, 2026_WBPWD_5023535–_2. e-NIT No. 12 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD. Bid Submission start date (online) 12.09.2026 from 11.30 hrs. Bid Submission closing date (online) 18.09.2026 upto 12.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E., P.W.D., TBCD., Mekhliganj, Coochbehar ICA-T17875(3)/2026

এলসি গেট নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২৫ তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে টিভিইউ< ১০,০০০ সহিত নন-ইন্টারলকড এলসি গেটসমূহে এলসি গেট নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ২,৪২,৪১,৩০৯.৪৬ টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,৮৪,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

A.E. P.W.D. Malda Sub-Division-I invites Tender, vide NIe-T No.- 14of 2026-2027, for 1. Construction of Car Parking Shed near CJM Court and toilet at ground floor of DLSA building at Court Complex of Malda sadarCourt, Malda under Malda Division, PWD. Tender ID : 2026_WBPWD_5023812_1. 2. Construction of Entrance gate towards Netaji more at Malda sadar Court Complex, Malda under Malda Division, PWD. During the year 2025-26. Tender ID : 2026_WBPWD_5023812_2 3. Providing, Sinking and Development of Deep Tube Well with new Submersible Pump Set for the office of the Superintending Engineer, PWD, Northern Electrical Circle, Malda under Malda Division, PWD. Tender ID : 2026_WBPWD_5023812_3. Bid Submission Starting Date & Time– 15/09/2026 upto 11:00 A.M. Last date and time for Submission of Tender is – 22/09/2026 upto 11:00 A.M. Other details may be seen Website: https://wbtenders.gov.in & from this office Notice Board. Sd/- Bibhor Majumder, Assistant Engineer, P.W.D. Malda Sub-Division-I, Malda. ICA-T17878(2)/2026

Government of West Bengal
ABRIDGE TENDER NOTICE
SNIT No.- WBIW/EE/MID/SNIT-03/2026-27

The **Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda** invites above mentioned SNIT under the head of "Emgnt Rest Work SDS (M)" work. Last date of Bid Submission **18-09-2026 & Time upto 12:00 Hrs.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.iwd.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২৭; তারিখ ঃ ০৯-০৯-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ:- হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এলাকায় ড্রেনেজ সিস্টেম সহ নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৬,৫৩,৫৭০.৭৩/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,১৩,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে সময় ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE

Tender Reference No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_14 of 2026-2027, Tender ID- 2026_PHED_5023960_1 to 2026_PHED_5023960_4. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online): - 19/09/2026 up to 04:00 P.M. Tender invited by the undersigned for 04 (Four) nos. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website https://tenders.wb.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T17866(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridge e-Tender Notice

e-Tenders are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, financially sound and experienced agency/ farm for the work of "Different Works related to different PWSS" against NIe-T No.: 42/ALD/2026-27. Both Technical and financial bid submission closing date (online) for Tenders: 23-09-2026 upto 02:00 P.M. Details may be viewed in the https://tenders.wb.gov.in website. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. ICA-T17864(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_13 of 2026-2027
Tender ID- 2026_PHED_5023823_1 to 2026_PHED_5023823_5

Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 28/09/2026 upto 04:00 P.M. Tender invited by the undersigned for 05 (Five)nos. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website https://tenders.wb.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T17863(3)/2026

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-BID

Online quotations are invited on behalf of Siliguri Jalpaiguri Development Authority from resourceful, bonafide and experienced agencies for the following work 01/Admn/Rajbaridighi Park / 2026-27 i.e. Operation and maintenance of Rajbaridighi Park including Children Park with provision of display advertisement Earnest Money Rs. 20,000/- Tender Documents Sale / Dounload Start Date & Time 15.09.2026 at 4:00 PM and Bid Submission End Date & Time - 28.09.2026 up to 6.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals -01.10.2026 at 11:00 AM Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. All details can be obtained from the website -www.sjda.org or Log in http//wbtenders.gov.in or contact Administrative Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647.

Sd/-
Chief Executive Officer

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-QUOTATION

Notice Inviting e-Quotation by the E.E./NBDD Vide **eNIQ No. 36 of 2026-27, eNIQ No. 37 of 2026-27 of the E.E., NBDD.** Details of the works will be seen in the above mentioned eNIQ in the website:- **www.wbtenders.gov.in** & **www.northbengaldev.wb.gov.in**

Executive Engineer
North Bengal Development Department

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
NIT Ref No: Date Corrigendum of WB/PWD/EE/NBCD/NIT/15/2026-27
e-Tender Id: 2026_WBPWD_ 5021437 _1

The following correction should be read at the Page No. 3, Sl. No. 12: Date & Time Schedule of NIT No. 15 of 2026-27 of E.E./P.W.D./N.B.C.D.

Particulars	Read as Date and Time
Page 3, Point No. 12, Date and Time Schedule: Sl. No. 5, Bid Submission End Date	21.09.2026 up to 02.00 P.M.
Page 3, Point No. 12, Date and Time Schedule: Sl. No. 6, Date of Technical Bid Opening	23.09.2026 after 02.00 P.M.

All other terms and conditions of this e-NIT will remain unchanged. All other details will be available in the website: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer (PWD), North Bengal Construction Division, Siliguri ICA-T17891(1)/2026

রঙ্গিয়া মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. পিএনইউ-এনবিকিউ-২৬-৩

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-টিওআই-৩৮-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ ০৩ (তিন) বৎসরের জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৯-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১২.৩০ ঘণ্টায়। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙ্গিয়া মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. পার্কিং-২০২৬-৮

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-এমএক্স-৮৮-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	রঙ্গিয়া মণ্ডলে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-আরএনবাই-এছপিকিউ-এমএক্স-৭০-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	রঙ্গিয়া মণ্ডলের সকপেটা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৯-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১২.৪০ ঘণ্টায়। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন ট্রেনে ট্রেন সাইড ভেন্ডিংয়ের চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : এমওবি-টিভিএস-এমএলডিটি। অকশন শুরু : ২৫.০৯.২০২৬, সকাল ১০টা। সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, ট্রেন নং নিম্নলিখিতমতো: এএ/১, এমএমএস-মোবজেন-৯৮৪৫৬-১-২৬-১, ১৩৪০১ ও ১৩৪০২। এএ/২, এমএমএস-মোবজেন-৯৮৪৬৪-১-২৬-১, ১৩৪১৯ ও ১৩৪২০। এএ/৩, এমএমএস-মোবজেন-২৮৪৮৬০-১-২৬-১, ১৩৪০৪ ও ১৩৪০৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-192/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন ট্রেনে ট্রেন সাইড ভেন্ডিংয়ের চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : টিভিএস-এমএলডিটি-সেপ-২৬। অকশন শুরু : ২৫.০৯.২০২৬, সকাল ১১.৩০। সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, ট্রেন নং নিম্নলিখিতমতো: এএ/১, এমএমএস-মোবজেন-৬৭১৮-১-২৬-১, ১৩৪১৫ ও ১৩৪১৬। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-191/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE

Tender Reference No. WBPHED/EE/MD/NIeT_22/MD (2nd Call) of 2026-2027, Vide NIeT memo no. 3495/MD, Dt- 11/09/2026, Tender ID- 2026_PHED_5023696_1 to 2026_PHED_5023696_7. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 28/09/2026 upto 5:00 P.M. Tender invited by the undersigned for different type work of different PWSS under Malda Division, PHE Dte. Website: https://tenders.wb.gov.in & https://wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte. ICA-T17862(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER CORRIGENDUM NOTICE
e-N.I.T No.:-WBIW/EE/TCD-I/e-NIT-03/2026-27
(i) Tender Id : 2026_IWD_5022948_1
(ii) Tender ID : 2026_IWD_5022948_2

Addition of extra clauses in company details of PQ credentials at Para 3.2B. My Document [OID * Cover] and subsequently bid submission end date has been extended up to 03.10.2026 till 11:30 Hrs and technical bid opening date on 05.10.2026 after 11:00 Hrs. under Teesta Canal Division No-I, Islampur, Uttar Dinajpur. Other details may be seen in the www.wbiwd.gov.in & www.tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Teesta Canal Division No-I, Islampur, Uttar Dinajpur. ICA-T17851(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Darjeeling Wildlife Division, Darjeeling
e-TENDER NOTICE

1. 1/SDS/DWLD/2026-27 : Supply of fencing materials with maintenance Start date is 15/09/2026 10:00 A.M. Closing date is 23/09/2026 up to 11:00 A.M. Opening date : 25/09/2026 11:00 A.M. https://www.wbetender.gov.in/ https://www.westbengalforest.gov.in Sd/- Deepak M, IFS, Divisional Forest Officer, Darjeeling Wildlife Division. ICA-T17835(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE, Malda Sub-Division, SS, P.W. Dte. invites Online e-Tender WBPWD/AE/MSD/SS/NI(e)T-02/2026-2027 for "Repair of E.E chamber and Malda Sub-Division along with A.E chamber under Malda Division Social Sector for the year 2026-27 in the District of Malda." Bid submission Closing Date on 21.09.2026 at 12:00 P.M. Tender ID : 2026_WBPWD_5023892_1. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Assistant Engineer, Malda Sub-Division, Social Sector, P.W. Dte. ICA-T17879(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

A.E., Islampur Electrical Sub-Division, P.W.Directorate invites online tender for the following NIT: NIT No: WBPWD/AE/IESD/e-NIT-01 OF 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5023873_1. Bid submission end date:- 21.09.2026 upto 12.00 PM. Details of Tender may be downloaded from website: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Islampur Electrical Sub-Division ICA-T17876(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGE e-TENDER NOTICE

e-NIT No.-WBIW/EE/MID/eNIT-02/2026-27. Tender Id: - 2026_IWD_5023531_1 to 9. The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda invites above mentioned e-NIT for 9(Nine) nos. works under the head of AE Maintenance. Last Date of Bid Submission 29/09/2026 & Time upto 11.00 Hrs Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in/ & www.tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Irrigation Division Green Park, Malda. ICA-T17845(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD e-NIT

e-tender has been invited against NIT No. 3/2026-27 under CORE SECTOR Programme by the Executive Engineer (A-I), Cooch Behar (A-I) Division for the work of Installation of STW (Solar) amounting to Rs 34.66870 lakh vide e-Tender Id: 2026_WRDD_1042010_1. Last date & time of Bid submission is 29.09.2026 up to 4.00 pm. Other details may also be seen from the office notice board & in https://wbtenders.gov.in website. Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer (A-I)
Cooch Behar (A-I) Division
ICA-T17841(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender

e-N.I.T. No. 10 of 2026-27 of Assistant Engineer, Mal Sub-Division, P.W.D. Tender Reference No: WBPWD/AE/MAL/NIeT/10 MAL/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5023938_1. Bid Submission Closing Date: 22.09.2026, 12:00 P.M. Technical Bid Opening Date: 24.09.2026, 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Mal Sub-Division, Mal, Jalpaiguri ICA-T17892(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-50/2026-2027
Tender ID: 2026_WBPWD_5023883_1

EE, CED, P.W.Dte., invite online e-tender for the following work: Name of Work: Electrical Works related to Special Repair and up-gradation of infrastructures of UBKV in connection with the upcoming Accreditation of UBKV at Pundibari campus of Uttar Banga Krishi Vidyalaya, Pundibari, Cooch Behar-reg. Bid Submission Start Date: 18.09.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date: 05.10.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 07.10.2026 after 01:00 PM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division ICA-T17874(3)/2026

বিক্রয়

Sale 6.5 Katha Land at Deshbandhu Para Siliguri Ph 9832688449. (K)

কিডনি চাই

O+ কিডনি চাই বয়স 40 এর মধ্যে কোনও স্ব-হৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক থাকলে অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No. 9679967639. (C/123839)

কর্মখালি

চা ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 14,000/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M:- 9332730160, 7602616901. (C/123550)

•

Ashalata Basu Vidyalaya, an English Medium High School urgently requires a teacher in Chemistry. Candidates with Post Graduate degrees with B.Ed may apply with testimonials within 22nd September'2026. Principal, Ashalata Basu Vidyalaya, Old Police Line, Jalpaiguri-735101 E-mail-ashalatabasuvidyalaya@gmail.com (C/123151)

অ্যাফিডেভিট

I, Arati Baraik, D/O Kapil Chik Baraik, resident of Hospitalpara, P.O & P.S Matelli, Dist Jalpaiguri, W.B do hereby declare that I have changed my name from Arati Baraik to Arati Chik Baraik and henceforth I shall be known as Arati Chik Baraik in all purpose, Vide Affidavit No. 15322 sworn before the Executive Magistrate at Mal on 09.09. 2026. Arati Chik Baraik and Arati Baraik both are same and one identical person. (C/123841)

•

I, Mrs. Durgi Devi, Wife of Service No. G-2850959N, Rank-Hav/GD Assam Rifles, Late Govind Goutam, aged 53 yrs, resident of Bharat Singh Jote. My daughter's name has been wrongly recorded in my husband PPO Book & Service record PPO No. 23498-07-2175-8 recorded as Vidhya Goutam, in place of Bidya Goutam. I declare that before the LD Notary Public at Siliguri Court on 19.06.26 (Date), That Bidya Goutam and Vidhya Goutam is the same and one identical person. (C/123837)

আজ টিভিতে

ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু উইথ টম হ্যাঙ্কস রাত ৯.০০ হিস্ট্রি টিভি এইটিন এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আক্রোশ, দুপুর ১.৩০ নায়ক-দ্য রিয়াল হিরো, বিকেল ৫.০০ মহাগুরু, রাত ৯.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ বালক গণেশ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ফ্রম জেবা, বেলা ১১.৩০ বালক গণেশ, দুপুর ১.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.৪৫ সংঘর্ষ, রাত ৯.০০ গোত্র
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ সুলতান দ্য সেভিয়র, বেলা ১১.৫৫ জোয়ার ভাটা, দুপুর ২.২৫ সিঁদুর নিয়ে খেলা, বিকেল ৫.৩০ শিমুল পারুল, রাত ৮.১০ আগমন, ১১.১০ চাওয়া পাওয়া
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মৌন মুখর
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন
স্টার গোল্ড : সকাল ৯.৩৫ বেবি, দুপুর ১২.৪১ কভি খুশি কভি গম, বিকেল ৪.৫৯ ভোলা শংকর, সন্ধে ৭.৫০ চেন্নাই এক্সপ্রেস, রাত ১০.৪৯ বাগি থ্রি
জি আনমোল সিনেমা-টু : দুপুর ১.১৬ মাহো, বিকেল ৪.০২ মাস মশালা, সন্ধে ৬.৫৯ ভাই

গুড মর্নিং, আকাশে অঙ্কনের (গণেশ চতুর্থী) গান সকাল ৭.০০ আকাশ আট

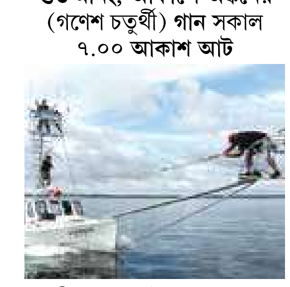

ব্লুফিন ব্লাডলাইনস : হরপুন হান্টার্স রাত ৮.৪৯ ডিসকভারি সায়েন্স

মেরা বিগ ব্রাদার, রাত ৯.৩১ অল্লুডু অধুর্স

বাগি থ্রি রাত ১০.৪৯ স্টার গোল্ড

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ২৪ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৮ ভাদ, সংবৎ ৪ ভাদ্রপদ সুদি, ৩ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৬, অঃ ৫।৪০। মঙ্গলবার, চতুর্থী দিবা ৮।২। স্বাতীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৪৮। ইন্দ্রযোগ দিবা ২।৫১। বিষ্টিকরণ দিবা ৮।২ গতে ববকরণ রাত্রি ৭।৩৩ গতে বালবকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, অপরাহ্ণ ৪।৪৮ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।৪৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-নৈর্ঋতে, দিবা ৮।২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৬।৫৮ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।৫ গতে ২।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৩৬ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, দিবা ৬।৫৮ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৮।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৪৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৮।২ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ৮।৩০ গতে ২।৫১ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৮।২ মধ্যে নির্ণয়সিন্ধুমতে বরদাচতুর্থী। সিদ্ধিবিনায়ক ব্রত। শ্রীশ্রীগণেশ পুজো। গণেশ চতুর্থী। সৌভাগ্যচতুর্থীব্রত। শিবাচতুর্থী। শ্রীশ্রীপার্বতীপুজো। অদ্য কলকাতায় চন্দ্রোদয় দিবা ৯।২ গতে এবং চন্দ্রাস্ত রাত্রি ৮।১০ গতে। মহারাষ্ট্রে দশদিনব্যাপী শ্রীশ্রীগণেশপুজো। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পুজো। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২।৪০ গতে ২।১৬ মধ্যে ও ৩।২ গতে ৪।৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৬ মধ্যে ও ৮।৪০ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ৩।৪ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। টাকা দিয়ে কাউকে সাহায্য করতে যাবেন না। বৃষ : সংসারের বেহিসেবি খরচে চাপে পড়তে হতে পারে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : মা-বাবার পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে হাত দিয়েও সরে আসতে হতে পারে। সিংহ : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করে ফেলুন। বাড়ির কোনও পুরোনো সম্পদ বেচে লাভবান হবেন। কন্যা : পরিবেশ, পরিস্থিতি দেখে কথা বলুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে ঝামেলা মেটার সম্ভাবনা নেই। তুলা : টাকাপয়সা নিয়ে বাড়ির কোনও গুরুজনের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। বৃশ্চিক : কোনও আত্মীয়ের কথা শুনে দাম্পত্যে অশান্তি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বুঝেশুনে কথা বলুন। ধনু : বাড়ির কোনও গোপন ঘটনা নিয়ে প্রতিবেশীদের আলোচনায় সমস্যা বাড়বে। পড়ুয়ারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। মকর : আর্থিক সমস্যা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় যাবেন না। ব্যবসা নিয়ে বাবার পরামর্শে লাভবান হবেন। কুম্ভ : পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা সাফল্য পাবেন। মীন : বাবার পরামর্শে ব্যবসার আর্থিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। শিল্পীদের সামাজিক সম্মান আরও বাড়বে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন মহকুমা পরিষদের ভূমিকায়

এইও-কে কাজের ‘নির্দেশ’ অরুণের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক (এইও)-কে কাজের ‘নির্দেশ’ বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের। তৃণমূল বোর্ডের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের পদত্যাগের পর মহকুমা পরিষদে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। বসানো হয়নি প্রশাসকও। উঠেছে অচলাবস্থার অভিযোগ। এমন আবহে সোমবার মহকুমা পরিষদে যান অরুণ মণ্ডল। তিনি এইও-র সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। উন্নয়নমূলক কাজের খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি বেশকিছু কাজের নির্দেশও দেন বলে সূত্রের খবর। এনিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। বিরোধীদের প্রশ্ন, কোন অধিকার বলে বিজেপি নেতা এইও-কে নির্দেশ দিতে পারেন? তাদের অভিযোগ, বিজেপির জেলা সভাপতি সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের কটাক্ষ, ‘তৃণমূল এবং বিজেপি পৃষ্ঠার এপিঠ আর ওপিঠ। তৃণমূল আমলে পরিষদের কাজে দলীয় নেতাদের হস্তক্ষেপ দেখা যেত। বিজেপিও সেভাবেই চলছে। এতে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাব।’

যদিও অরুণের সাফাই, ‘পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁয়ের চেম্বারে বসেছি। পুজোর সময় যাতে উন্নয়নের কাজ হয়, এইও-র কাছে সেই আবেদন রেখেছি। শুভেচ্ছা বিনিময়ও হয়েছে।’ অন্যদিকে, অজয়ের বক্তব্য, ‘তৃণমূল জমানায় দলের জেলা সভাপতি থেকে প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব - পরিষদের সভাঘরে বসে বৈঠক করেছিলেন। কার্যত তৃণমূল নেতাদের হস্তক্ষেপে সব চলত। কিন্তু বিজেপির জেলা সভাপতি আমার চেম্বারে বসেছিলেন। সরকারি কাজে

> “ তৃণমূল এবং বিজেপি পৃষ্ঠার এপিঠ আর ওপিঠ। তৃণমূল আমলে পরিষদের কাজে দলীয় নেতাদের হস্তক্ষেপ দেখা যেত। বিজেপিও সেভাবেই চলছে। এতে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাব।
>
> -সমন পাঠক
> দার্জিলিং জেলা সম্পাদক, সিপিএম

তিনি কোনও হস্তক্ষেপ করেননি।’ অজয়ের সংযোজন, ‘তৃণমূলের বোর্ড পরিষদের তহবিল প্রায় শেষ করে দিয়েছে। বেশকিছু কাজ হচ্ছে। উন্নয়ন থমকে থাকার অভিযোগ ভিত্তিহীন।’

এদিন বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার সঙ্গেও বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, রোমাকে অজয়ের সঙ্গে মিলে কাজ করতে বলা হয়েছে। তাহলে কি রোমার জন্য বিজেপির দরজা খুলে যাচ্ছে? নাকি পরিষদের অচলাবস্থা কাটাতে রোমাকে সহকারী হিসাবে চাইছে বিজেপি? বিজেপির জেলা সভাপতির দাবি, ‘পরিষদে যেহেতু গিয়েছিলাম, রোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে মাত্র।’ অন্যদিকে, রোমা জানিয়েছেন, মানুষ কাজ চাইছেন। দলীয় ভেদাভেদ ভুলে উন্নয়ন করা জরুরি। তাঁর সংযোজন, ‘কাজের পরিসর তৈরি হলে করব। ওরা (বিজেপি) সেই রাস্তা দিতে চাইছে।’

তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ এবং সদস্য সহ মোট পাঁচজন কয়েকদিন আগে প্রাক্তন সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তৃণমূল আমলে তাঁদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল বলে সোচ্চার হয়েছিলেন। যতদিন বোর্ড রয়েছে, ওই সদস্যরা কাজ করতে চান বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে কি বিজেপি রোমাকে কাজের সুযোগ করে দিতে চাইছে, জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

চাঁদ ও শুক্রের যুগলবন্দি। সোমবার বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

একই ডর্মিটরির উদ্বোধন চারবার !

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : একই ডর্মিটরি, ওয়েটিং রুমের উদ্বোধন হল চারবার! শুনতে অবাক লাগলেও এমনই কাণ্ড ঘটেছে শিলিগুড়ির তেনজিং নরগে বাস টার্মিনাসে। এনিয়ে চর্চা চলছে।

চলতি বছরের শুরুতে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের ঠিক আগে ওই ডর্মিটরি, ওয়েটিং রুমের পাশাপাশি ক্যাফেটেরিয়ার উদ্বোধন করেছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)–এর তৎকালীন চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। যদিও পরিকাঠামো ছাড়া উদ্বোধনে খুব একটা লাভ হয়নি। যার ফলে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাত মাসের ব্যবধানে ফের টার্মিনাসের ডর্মিটরি, ওয়েটিং রুমের উদ্বোধন করলেন পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। প্রতিমন্ত্রীর কথায়, ‘ক্যাফেটেরিয়া চালুরও ভাবনা রয়েছে আমাদের। আপাতত, মহিলা, পুরুষ ও স্টাফদের জন্য আলাদা আলাদা ডর্মিটরি চালু হল। প্রতিটাই নন এসি। আরও কয়েকটি চালু করা যায় কিনা, সে ব্যাপারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।’

তেনজিং নরগে টার্মিনাস থেকে উত্তরবঙ্গের নানা রুটের বাস চলে। ফলে যাত্রীর চাপও এখানে মারাত্মক। দূরদুরান্তের যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ২০০৬ সালে বাম আমলে প্রথমবার ডর্মিটরি ও ওয়েটিং রুমের উদ্বোধন হয়েছিল। তৃণমূল আমলের শুরুতে

তা বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৪-১৫ সালে ফের এক দফা উদ্বোধন হয়েছিল। এরপরও বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। চলতি বছরের শুরুতে তার উদ্বোধন করেন পার্থপ্রতিম। এদিন আনন্দময়ের হাত ধরে চতুর্থবার উদ্বোধন হল। প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, ‘মহিলা ডর্মিটরিতে ৬টি ও পুরুষ ডর্মিটরিতে ১৪টি বিছানা রয়েছে। স্টাফদেরটিতে রয়েছে ৪টি বিছানা।’ নিগম সূত্রে খবর, ডর্মিটরিতে ১২ ঘণ্টায় ৩০০ টাকা চার্জ নেওয়া হবে। ওয়েটিং রুমগুলোতে ঘণ্টা প্রতি চার্জ কুড়ি টাকা।

প্রায়ই বাসে যাতায়াত করেন মানসী দাস। তিনি বললেন, ‘এ ধরনের ডর্মিটরি কিংবা ওয়েটিং রুম থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, আশপাশের হোটেলগুলোতে নিরাপত্তা বলতে তো কিছুই নেই।’ তবে এবার থেকে যাতে তা নিয়মিত চালু থাকে, সেই দাবি জানাচ্ছেন যাত্রীরা। বিজন দাস নামে এক যাত্রীর কথা, ‘কুড়ি বছর ধরে টার্মিনাস দিয়ে যাতায়াত করছি। কতবার যে ডর্মিটরি, ওয়েটিং রুম চালু আর বন্ধের কথা শুনলাম। নতুন সরকারের আমলে ঠিকঠাক পরিষেবা মিলবে, এই আশা রাখি।’

এদিকে, মাল্লাগুড়ি সংলগ্ন নিগমের ক্যাটেল ফিডে ফের একবার আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাস তৈরির প্রসঙ্গ ওঠে এদিন। বিগত সরকারের আমলে এনিয়ে একাধিকবার চর্চা হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। শেষের দিকে শোনা গিয়েছিল, পূর্ত দপ্তর জমিটির সমীক্ষা করেছে। এদিন আনন্দময় বর্মন বলেছেন, ‘আমরা ডিপিআর করব। আন্তর্জাতিক মানের টার্মিনাসের পাশাপাশি শপিং মল, ক্যাফেটেরিয়া বানানো হবে।’ তাঁর সংযোজন, ‘পুজোর মরশুমে রাজ্যে ছয়শো বাস আসার কথা। দেড়শো বাস পেতে পারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। এর মধ্যে সিএনজি, ইলেক্ট্রিক বাসও রয়েছে। পুজোর মরশুমে সেসব ব্যবহার করা হবে।’

দত্তকের হিড়িক দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : বাঘ, রেড পান্ডা কিংবা ভালুক। দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় নিজের পছন্দের বন্যপ্রাণীকে দত্তক নিতে পারেন যে কোনও মানুষ। চলতি বছর দত্তকে নজির গড়েছে পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক। চলতি বছর এখনও পর্যন্ত ১৫টি প্রাণীকে দত্তক নিয়েছেন পশুপ্রেমীরা। অনুদান হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা।

এই দত্তক নেওয়ার অর্থ কিন্তু কোনও প্রাণীকে কিনে নেওয়া বা বাড়িতে নিয়ে আসা নয়, দত্তক নেওয়া প্রাণীরা চিড়িয়াখানাতেই থাকে। তবে তাদের খাতির-যত্ন বাড়ে। যিনি দত্তক নিচ্ছেন, তিনি ওই চিড়িয়াখানায় কিছু বাড়তি সুবিধা পান। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক বলেন, ‘দত্তক কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় চিড়িয়াখানা পরিচর্যা সংক্রান্ত সরকারের অনেক টাকা সাশ্রয় হয়েছে। পশুপ্রেমীরা তাঁদের দত্তক নেওয়া প্রাণীকে চিড়িয়াখানা খোলা থাকার সময় যখন-তখন দেখতে পারেন। পুরো বিষয়টি স্বচ্ছতা রেখেই করা হয়।’

হিমালয়ের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশ্বজুড়ে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার খ্যাতি রয়েছে। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের পর্যটকরা রেড পান্ডা, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, তুষারচিতার মতো শিডিউল-১ প্রাণী দেখার জন্য এই চিড়িয়াখানায় পা রাখেন। পরিসংখ্যান বলছে, বিগত বছরগুলিকে পিছনে ফেলে চলতি বছর ‘পশু দত্তক কর্মসূচি’-তে রেকর্ড গড়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা।

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষে প্রায় পাঁচটি প্রাণী দত্তক নেওয়া হয়েছিল। অনুদান হিসেবে সংগৃহীত হয়েছিল প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। সেবার রেড পান্ডা, এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার এবং তুষারচিতার মতো বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী দত্তক নিয়েছিলেন পর্যটকরা। লাগাতার প্রচার ও সচেতনতার ফলে ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষে দত্তক নেওয়া প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে হয় দশ। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা অনুদান সংগৃহীত হয়। গত বছর রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সাইবেরিয়ান টাইগার সহ একাধিক প্রজাতির প্রাণী দত্তক নেওয়া হয়েছিল। সেখানে এবার ১৫টি প্রাণী দত্তক নিয়েছেন পর্যটকরা।

‘পশু দত্তক কর্মসূচি’ নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন

দত্তক কর্মসূচিতে সাড়া মিলছে।

কর্পোরেট অফিস কর্তৃপক্ষকে সচেতন করা হয়। দত্তক নেয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও কর্পোরেট সংস্থাও। চিড়িয়াখানাগুলিতে দত্তক নিয়ে পশুপ্রেমীদের আরও আগ্রহী করতে উদ্যোগী বন দপ্তর।

দত্তক নেওয়া পশুর অভিভাবক যাতে নিজের পছন্দের পশু সম্পর্কে সব তথ্য অনলাইনে দেখতে পারেন, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। দত্তক নেওয়া অনুদানের ব্যবহার প্রসঙ্গে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক বলেন, ‘অনুদানের পুরো টাকা বন্যপ্রাণীর পুষ্টিকর খাদ্য, উন্নত চিকিৎসা এবং খাঁচা পরিচর্যার কাজে ব্যবহার করা হয়। অভিভাবকরা যখনই তাঁদের দত্তক নেওয়া প্রাণীর খবর নিতে চান, আমরা সেই তথ্য দিয়ে থাকি।’

পৃথক দুর্ঘটনায় আহত ছয়

চোপড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানা এলাকায় জাতীয় সড়কে সোমবার পৃথক চারটি দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন ছ’জন। এদিন সকালে সোনাপুরের নলবাড়ি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নেমে যায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাস। শিলিগুড়িগামী বাসটির সামনে একটি ছোট গাড়ি চলে আসায় বাসচালক নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেননি। তবে চালকের তৎপরতায় বাসটি উলটে না যাওয়ায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। চোপড়া থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় যাত্রীদের উদ্ধার করে অন্য বাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

অন্যদিকে, এদিন বিকেলে চোপড়ার সুভাষনগর এলাকায় মোটরবাইক ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশু সহ দুজন জখম হয়। এদিকে, এদিন সন্ধ্যায় চোপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মোটরবাইক উলটে গেলে দুজন জখম হন। কালাগছ এলাকায় ইসলামপুরগামী একটি ছোট চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে গাড়িটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনায় দুজন জখম হয়েছেন। সব মিলিয়ে দুর্ঘটনাগুলিতে ছ’জন জখম হন। তাঁদের মধ্যে চারজনকে দলুয়া ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল এবং দুজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জাতীয় সড়কের বেহাল দশার কারণে প্রায় প্রতিদিনই এমন দুর্ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।

স্বামীর মঙ্গলকামনায় মহিলাদের তিজ উৎসবের ব্রত পালনের পার্বণ ছিল সোমবার। ডুয়ার্সের নদীর ধারে মহিলারা সমবেতভাবে তিজ পালন করেন। অন্যদিকে নাগরাকাটা, মেটেলি, চালসা, বানারহাট, বাগ্রাকোটের মতো নানা স্থানে ঘরে ঘরেও তা পালিত হয়। এদিন সবেতন ছুটির দাবি ওঠে চা বাগানে।

মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : খাদ্য সুরক্ষায় একাধিক অনিয়ম প্রকাশ্যে আসতেই শহরজুড়ে লাগাতার অভিযান শুরু হয়েছে। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনও সেই অভিযান জারি ছিল। এদিন খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের তরফে যৌথভাবে অভিযান চালানো হয়। মাটিগাড়া ও সেবক রোড এলাকায় পৃথকভাবে অভিযান চলে। অভিযান পর্বে পৃথক তিনটি জায়গা থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ বেশকিছু খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার হয়। তড়িঘড়ি সেসব বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেইসঙ্গে পৃথক তিনটি ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের তরফে সুয়োমোটো অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

শহরজুড়ে নিয়ম মেনে অভিযান শুরু হলেও এখনও তেমন কোনও পরিবর্তন নজরে পড়ছে না। এখনও স্বাস্থ্যবিধি উড়িয়ে ব্যবসা চালানোর অভিযোগ সমানে প্রকাশ্যে আসছে। এদিনের অভিযানে তা আরও একবার প্রমাণিত হল।

জানা গিয়েছে, এদিন প্রথমেই শহর লাগোয়া মাটিগাড়া এলাকার একটি শপিং মলে থাকা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর একটি বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ কয়েকটি জুস পাওয়া গিয়েছে। সেইসঙ্গে ওই শপিং মলে থাকা একটি খাবারের দোকান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ টি-ব্যাগ ও কিছু খাদ্যসামগ্রীর হদিস মিলেছে। পৃথক দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে মাটিগাড়া থানায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, সেবক রোড এলাকায় একটি বারে অভিযান চলাকালীন মেয়াদ উত্তীর্ণ চিজ মিলেছে। ঘটনায় ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পরিদর্শন

খড়িবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে এবং রোগীদের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শুনতে সোমবার দুপুরে আচমকা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান রাজ্য হেলথ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। জরুরি বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ ও কিচেন পরিদর্শন করেন তিনি। অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভিযোগ শোনেন।

এদিন দুর্গা মুর্মুকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক। তিনি বলেন, ‘সিজার মেশিন থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও অ্যানাস্থেটিস্ট হাসপাতালে না থাকায় সিজার ব্যবস্থা দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে।’ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে সিজার ব্যবস্থা চালু করার আশ্বাস দিয়েছেন দুর্গা মুর্মু। বিধায়ক বলেন, ‘গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালোভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ইউনিট যাতে এখন চালু করা যায়, তার উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’

লোহাগড়ের পুজোয় বৌদ্ধরাও

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৪ সেপ্টেম্বর : আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, কাশবনে দোলা, কুমোরটুলির ব্যস্ততা বলে দিচ্ছে মা আসছেন। নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা ভারতীয় গ্রাম লোহাগড়েও সেজন্য শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। মিরিক ব্লকের চেঙ্গা-পানিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই গ্রামে মেরেকেটে ৩ হাজার মানুষের বাস। বেশিরভাগই শ্রমজীবী। পরিবারে অনটন থাকলেও সম্প্রীতিতে কোনও খামতি নেই এখানে। হিন্দু ও বৌদ্ধ– দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন লোহাগড় চা বাগানে। সকালে বাড়িতে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির সামনে ধূপ জ্বেলে তারপর পুজোর ভোগ দিতে যান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। একইভাবে হিন্দু ধর্মের লোকেরাও বৌদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সম্প্রীতির এই বাঁধন গ্রামটিকে অনন্য করে তুলেছে। কবির ভাষায় লোহাগড় যেন বলছে, ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’।

পাহাড়ের কোলে অবস্থান লোহাগড়ের। চা বাগানের ফুটবল ময়দানে মনোকামনা ইউথ ক্লাব প্রতিবার পুজোর আয়োজন করে, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৯০ সালে। ৩৬ বছর ধরে এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষেরা দুর্গাপুজো আয়োজন করে আসছেন। উৎসবের আলোয় মুছে যায় ভেদাভেদ। পুজোর আয়োজন

লোহাগড়ের গত বছরের পুজো। -ফাইল চিত্র

থেকে ভোগ, অঞ্জলি নিবেদন, প্রসাদ বিলি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান– সবকিছু হয় একসঙ্গে।

বাগানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী তথা পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা ফুলমন তামাংয়ের কথা, ‘আমি বৌদ্ধ ধর্মের। কিন্তু ১৯৯০ সালে যখন এখানে পুজোর সূচনা হয়েছিল, তখন থেকে আয়োজনে যুক্ত। প্রথম কয়েকবছর বাগান কর্তৃপক্ষ অনুদান হিসেবে কিছু টাকা দিত। তবে পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়। যদিও পুজো বন্ধ হয়নি। বাগানের শ্রমিক, কর্মচারী এবং বাসিন্দারা চাঁদা দেন। অন্য বছরগুলিতে রাজ্য সরকারের অনুদান পেয়েছি। তাতে উপকার হয়েছে। কিন্তু এবছর পাওয়া যাবে কি না বুঝতে পারছি না।’

লোহাগড়ের বাসিন্দারা সারাবছর উৎসবের দিনগুলির অপেক্ষায় থাকেন। গ্রামে ৩৫টি পরিবার বৌদ্ধ ধর্মের। বাকিরা হিন্দু। কিন্তু উৎসবের দিনগুলিতে সবাই মিলেমিশে একাকার। বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী পিংকি তামাং বললেন, ‘আমাদের এখানে দুর্গাপুজোর সময় কে হিন্দু কে বৌদ্ধ- সব ভুলে যাই। থালায় ভোগ, ফুল সাজিয়ে, নতুন জামাকাপড় পরে অঞ্জলি দিই। সকলে আনন্দে মাতি।’ একই কথা বললেন রোহিতা তামাং, দীক্ষা তামাং, রেশমি তামাং সহ অন্যরা। তাঁরা জানালেন, পুজোর চারদিন বাড়িতে আমিষ রান্না হয় না। পুজো কমিটির সম্পাদক অমৃত শর্মার কথা, ‘আমি পুজোর সময় পুরোহিতের সহকারীর কাজ করি। নিয়ম নিষ্ঠায় পুজো হয়। সবাই মিলে মায়ের ভোগ রান্না করেন।’

স্থানীয় বাসিন্দা প্রেমপ্রকাশ রাই বললেন, ‘হিন্দু, বৌদ্ধ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুজোয় অংশ নেন। তবে সরকারি অনুদান না পেলে এবার আয়োজনে খানিকটা সমস্যা হবে বটে, তবে পুজো হবেই।’ বেঁচে থাকুক লোহাগড়ের সম্প্রীতি।

হদিস মেলেনি ২ ছাত্রের

নদীতে তল্লাশি এনডিআরএফ, পুলিশের

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজের কাছে নদীতে নেমে তলিয়ে নিখোঁজ দুই দশম শ্রেণির ছাত্রের খোঁজে সোমবার দিনভর তল্লাশি চালাল এনডিআরএফ, রাজ্য পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ ও সিভিল ডিফেন্স। রবিবার বিকেলে মালদার ইংরেজবাজার শহরের বাসিন্দা প্রাগজ্যোতি দাস ও বাংলাদেশের নাগরিক মহম্মদ সফিউল হাসান নওসাদ নামে দুই ছাত্র তলিয়ে যায়। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা দিব্যাংশ সাহা কোনওমতে বেঁচে যায়। তিনজনই ফুলবাড়ির জটিয়াকালীর একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র এবং স্কুলের হস্টেলে থাকত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার হস্টেল থেকে পোশাক কেনার জন্য মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে গিয়েছিল তিনজন। কেনাকাটার পর স্কুলে ফেরার পথে টোটোয় করে মহানন্দা ব্যারেজে যায় তারা। কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর নদীতে

নদীতে তল্লাশি চালাতে নেমেছেন ডুবুরি। সোমবার।

নামে। পুলিশ সূত্রে দাবি, ফোনে অভিভাবকদের অনুমতি পাওয়ার পরই স্কুল থেকে তাদের বেরোতে দেওয়া হয়েছিল।

সোমবার সকাল ৮টা থেকে ব্যারেজের কাছে স্পিডবোট ও ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। উদ্ধারকারীরা বিশেষ পদ্ধতিতে দড়ি ধরে নদীর মাঝবরাবর হেঁটেও খোঁজ চালান। এ দিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়েও দুই ছাত্রের সন্ধান মেলেনি। মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের অভিযান শুরু হবে, বলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল পঙ্কজ ঝাঁ।

প্রাগজ্যোতির বাড়ি মালদার সিঙ্গাতলায়। তার মা অর্পিতা দাস বলেন, 'আমাদের অনুমতি নিয়েই ছেলেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। ও তো সাঁতারও শিখেছে। কিন্তু কী করে ডুবে গেল, বুঝতে পারছি না।'

ব্যারেজের ডাউনস্ট্রিমে ঘটনাস্থল থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত বড়জোর এক কিলোমিটার দূরে। রবিবার বিকেলে দুই ছাত্র তলিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটি লক গেট অনেকটা খোলা থাকায় সেখানে জলের স্রোত ছিল। তলিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানাজানি হতেও সময় লাগে। ফলে দেহ বাংলাদেশের দিকে ভেসে গিয়েছে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় মৎস্যজীবী শংকর সরকার বলেন, তিন ছাত্রকে নদীতে নামতে বারণ করেছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'নদীতে জাল বসানোর জন্য এসেছিলাম। সেই সময় দেখি তিনজনে স্নান করছে। বারণ করলেও শোনেনি। আমরা নামতে নামতে দুজন তলিয়ে যায়। একজন কোনওমতে বেঁচে যায়। সে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ধরে ফেলেছিলাম।'

এ দিন সকাল থেকে ফাঁসিদেওয়া ও এনজেপি থানার পুলিশ উদ্ধারকারীদের কাজে সহযোগিতা করে। ঘটনাস্থলে ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বনানী মজুমদার ও এনজেপি থানার আইসি রঞ্জন দাস। প্রিন্সিপাল পঙ্কজ ঝাঁ বলেন, নওসাদের স্থানীয় অভিভাবকেরা ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। তার বাবাকেও খবর দেওয়া হয়েছে। ভারতে আসার ভিসার জন্য তিনি আবেদন করেছেন।

ছাঁটাইয়ের অভিযোগে উত্তেজনা

চোপড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর : ভোলাগছ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিককে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে সোমবার উত্তেজনা ছড়াল। তাঁদের জায়গায় নতুন লোক নিয়োগ এবং কাজ ছাড়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। এ দিন বিদ্যুৎকেন্দ্রের গেটের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করেন একাংশ শ্রমিক।

কেন্দ্রে পাঁচ ঠিকাদারের অধীনে মোট ৭০ জন শ্রমিক পাম্প চালানো, আবর্জনা পরিষ্কার ও ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করেন। শ্রমিক মকলেশ্বর রহমানের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই সরানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি নিত্য পাল। আর দলের জেলা কমিটির সদস্য সুবোধ সরকার হুমকির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'বিদ্যুৎকেন্দ্রে এখন আমাদের দলের সমর্থক স্থানীয় শ্রমিকদের সুযোগ দেওয়া উচিত।' আবার ঠিকাদার মহেন্দ্র দাস চাপ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রোজনামচা।। কোচবিহার শহরের তোর্ষায় ছবিটি তুলেছেন প্রীতম দে।

নান্টুদের প্রকাশ্যে 'সন্ধি' নিয়ে চর্চা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : কয়েক দিন আগে তাঁদের প্রকাশ্যে হাতাহাতির ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই ঘটনায় শোকজ করা হয়েছিল বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নান্টু পাল এবং জেলা ওবিসি মোর্চার সভাপতি প্রণয় দাসকে। সোমবার তাঁদের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে ওবিসি মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব। সেখানেই দুই নেতার মধ্যে 'সন্ধি' করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুজনের হাত মিলিয়ে দেওয়া হয়। দলের একাংশের প্রশ্ন, দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে শোকজ করা হয়েছে এমন দুই নেতাকে এভাবে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত?

ওবিসি মোর্চার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুমিত পাল এদিন নান্টু ও প্রণয়কে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। ঘটনার দিন তাঁরা ভুল করে মাথা গরম করে ফেলেছিলেন, সে জন্যই প্রকাশ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছিল বলে দুই নেতাই স্বীকার করেন। সুমিতেরও দাবি, ঘটনাটি অনিচ্ছাকৃতভাবেই ঘটেছিল। তাঁর বক্তব্য, দলীয় নির্দেশেই দুই নেতাকে নিয়ে এই সাংবাদিক বৈঠক করা হয়েছে। সুমিত বলেন, 'প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনার কথা বললে দিল্লি নেতৃত্বের কাছে দ্রুত সেই বার্তা পৌঁছাতে পারে। এই ধরনের কাজ যাতে আগামীদিনে তাঁরা আর না করেন এবং এভাবে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অধিকার যে দল তাঁদের দেয়নি সেটাও তাঁদের বলে দেওয়া হয়েছে।' তাঁর দাবি, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে দুই নেতাকেই সতর্ক করা হয়েছে।

যদিও বিজেপিরই একাংশের বক্তব্য, বিষয়টি প্রকাশ্যে এনে দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার বিষয়টিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়েছে। দলীয় নেতৃত্ব সাধারণত শোকজ, তার জবাব কিংবা সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে দাবি করেন। সেখানে দুই নেতাকে প্রকাশ্যে এনে ভুল স্বীকার করানো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।' প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার পর শোকজ হওয়া দুই নেতার বিরুদ্ধে দল কী সিদ্ধান্ত নেয়, সে দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

> আমাদের ভুল হয়েছিল। একই পরিবারে থাকলে ভুলত্রুটি হতে পারে। আগামীদিনে এই ধরনের ঘটনা না হওয়াটাই ভালো।
>
> **প্রণয় দাস** সভাপতি
> জেলা ওবিসি মোর্চা, বিজেপি

প্রণয় বলেন, 'আমাদের ভুল হয়েছিল। একই পরিবারে থাকলে ভুলত্রুটি হতে পারে। সবাই যাতে সতর্ক হন সে জন্যই হয়তো প্রকাশ্যে বলা। আগামীদিনে এই ধরনের ঘটনা না হওয়াটাই ভালো।' যদিও এখনও বেসুরো নান্টু, 'আমার বলার কিছু ছিল না। প্রণয় ছোট ছেলে। ওর ভুল স্বীকার করার কথা ছিল। দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে যেতে বলা হয়েছিল, তাই গিয়েছি।'

সুদেবের সম্পত্তির তদন্তে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশি পাসপোর্ট সহ ফুলবাড়ি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে গ্রেপ্তার হওয়া সুদেব রায়ের বিপুল সম্পত্তির উৎস নিয়ে এনজেপি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কোন উৎস থেকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন পোড়াঝাড়ে তিনি বিরাট বাড়ি তৈরি করলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত টাকা রয়েছে তা দেখার পাশাপাশি প্রয়োজনে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার পথে হাঁটতে পারে পুলিশ।

গত শুক্রবার ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে সুদেবকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতের কাছে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের পাসপোর্ট সহ সেদেশের বিভিন্ন পরিচয়পত্র মিলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০০৬ সালে সুদেব বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে প্রথম ভারতে আসেন। ভারতে এসে তিনি এদেশের পাসপোর্ট বানিয়ে নেন। এরপর দুই দেশের পাসপোর্ট নিয়ে যাতায়াত করতেন।

একদফায় তাঁর বাংলাদেশের পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তা পুনর্নবীকরণ না করে চোরাপথে হিলি সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের পাসপোর্ট পুনর্নবীকরণ করে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত শুরু করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফুলবাড়িতে ধরা পড়ে যান। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৬ সালে সুদেব বাংলাদেশে বিয়ে করেন। গত শুক্রবার ফের সেখানে গিয়ে স্ত্রীকে ভারতে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই ধরা পড়েন। বর্তমানে সুদেব চারদিনের পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন। পুলিশের কাছে সুদেব জানিয়েছেন, তাঁর এক ভাই জাপানে থাকেন। ভারতে বাবার কেনা জমি বিক্রি করে কাওয়াখালিতে বাড়ি করেছেন।

অশোকের সওয়াল

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরায় পাহাড়ি জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া নাগাল্যান্ড, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যকেও বিশেষ সাংবিধানিক সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রেও সেই মডেল অনুসরণ করা উচিত বলে জানালেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্য। ষষ্ঠ তফশিল ও স্বায়ত্তশাসনের ওপর নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে 'ভারতীয় সংবিধানে স্বশাসন এবং ষষ্ঠ তফশিল' শীর্ষক একটি বই লিখেছেন তিনি। লাদাখে সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে আন্দোলন নিয়েও বিশদ পর্যবেক্ষণ করেছেন। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে এই বইটির উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানিয়েছেন অশোক।

মন্ত্রীর সামনেই ক্ষোভ স্থানীয়দের

কালিম্পংয়ে সপ্তাহে জল শুধু একদিন

রণজিৎ ঘোষ

কালিম্পং, ১৪ সেপ্টেম্বর : কালিম্পং শহরের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছে শহরবাসীর মধ্যে। পাহাড়ি এই শহরে জলের একাধিক উৎস ও অজস্র প্রাকৃতিক ঝোরা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে তীব্র জলকষ্টের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। বর্তমানে পুরসভা এলাকায় সপ্তাহে মাত্র একদিন সরকারিভাবে জল সরবরাহ করা হচ্ছে, তাও অনিয়মিত। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জলের জন্য মোটা টাকা খরচ করে বাইরে থেকে জলের ট্যাংকার নিতে বাধ্য হচ্ছেন বাসিন্দারা। দু'দিন আগে পার্বত্য ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী বিশাল লামাকে সামনে পেয়ে এখানকার বাসিন্দারা জলকষ্ট নিয়ে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন। মন্ত্রী সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কালিম্পংয়ে পানীয় জলের ভয়াবহ সমস্যা রয়েছে। আমার বিষয়টি নিয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি কিছুদিনের মধ্যেই পাহাড় সফরে আসবেন। আমরা সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি।'

কালিম্পং পুরসভায় বর্তমানে ২৩টি ওয়ার্ড রয়েছে। আসন পুনর্বিন্যাসের পরে ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ২৫টি হচ্ছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার। বর্তমানে সেটা বেড়ে এক লক্ষ ছুঁয়েছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। অথচ এই শহরে এখনও সুষ্ঠু পানীয় জল পরিষেবা নেই। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চোখ মেললে জলের পাইপলাইন চোখে পড়বে, কিন্তু তাতে জল আসে না। মণি থাপা নামে এক শহরবাসীর কথায়, 'সপ্তাহে একদিন মাত্র জল আসে। তাও সুতোর মতো কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়। এই অবস্থায় শহরের বেশিরভাগ মানুষ পানীয় জল থেকে শুরু করে সংসারের নানা কাজে প্রয়োজনীয় সমস্ত জলই কিনে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন।'

ইংরেজ আমলে ন্যাওড়া নদী থেকে লাভা ও ডেলো হয়ে কালিম্পং শহর পর্যন্ত পানীয় জলের পাইপলাইন বসানো হয়েছিল। কিন্তু সেই পাইপলাইন পরবর্তীতে মেরামত না হওয়ায় সেভাবে জল আসে না। সেই লাইন মেরামত বা পাইপগুলি বদলে দিলেই শহরের পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক হতে পারে।

স্থানীয়রা বলছেন, শুধুমাত্র কালিম্পং শহরেই প্রায় ৭০টি ঝোরা রয়েছে। সেগুলির জল যদি সঠিক পদ্ধতিতে সঞ্চয় করে ওয়ার্ডগুলিতে সরবরাহ করা যায়, তাহলে ন্যাওড়ার

- ইংরেজ আমলে ন্যাওড়া নদী থেকে লাভা ও ডেলো হয়ে কালিম্পং শহর পর্যন্ত পানীয় জলের পাইপলাইন বসানো হয়েছিল
- কিন্তু সেই পাইপলাইন পরবর্তীতে মেরামত না হওয়ায় এখন আর সেভাবে জল আসে না
- সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মন্ত্রী

জল না এনেও সমস্যা মিটতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। অথচ অনেক মানুষ সেই ঝোরা থেকেই জল বয়ে নিয়ে আসছেন।

দু'দিন আগে মন্ত্রী বিশাল লামা কালিম্পং সফরে এসেছিলেন। তাঁকে সামনে পেয়ে কালিম্পং শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রবীণ সিপিএম নেতা তারা সুনদাস পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে প্রচুর তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, 'শহরের জলকষ্ট মেটানোর জন্য জলের উৎসের অভাব নেই। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মানুষকে জলকষ্টে ফেলা হচ্ছে।'

বৃহত্তর বাম ঐক্যের বার্তা সেলিমের

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে বামপন্থার পুনরুত্থান ও সংগঠনকে শক্তিশালী করতে আগামী রাজনৈতিক লড়াইয়ে 'বৃহত্তর বাম ঐক্য' গড়ার বার্তা দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সোমবার সিপিএমের জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দলীয় অবস্থান সম্পর্কে জানান। আসন্ন পুর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিনি এদিন জেলা কমিটির বৈঠকে সদস্যদের আরও জনসংযোগে জোর দেওয়ার বার্তা দেন।

ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে হকার ও রেল কলোনির বাসিন্দাদের উচ্ছেদ, এসআইআর-এ বাদ যাওয়া যোগ্য ভোটারদের দ্রুত নাম তোলা সহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুকে হাতিয়ার করে আন্দোলনে নেমেছেন বামপন্থীরা। তবে আসন্ন শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে বামেরা ময়দানে নামবেন কি না, সে ব্যাপারে এদিন স্পষ্ট কিছু জানাননি সেলিম। যদিও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্য 'শিলিগুড়ি মডেল'-এর উদাহরণ টেনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের পক্ষেই বলে জানিয়েছেন।

পুজোকে কেন্দ্র করে বুকস্টলের মাধ্যমে জনসংযোগ করে সিপিএম। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বামেদের বুকস্টলে 'দুর্গাপুজো' লেখার একপ্রকার নির্দেশ জারি করেছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বামেরা। এদিন সেলিম বলেন, 'এবার রাজ্যজুড়ে পুজোতে বামেদের বুকস্টলের সংখ্যা আরও বাড়বে।'

স্টেশনে আঁধার, প্রশ্নে নিরাপত্তা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ডুবে যায় নকশালবাড়ি রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। স্টেশন থেকে কয়েকশো মিটার দূরের শান্তিনগর রেলগেট এলাকাতেও নেই পর্যাপ্ত আলো। সেই অন্ধকারেই রবিবার গভীর রাতে রেললাইনের ধার থেকে ৫০ বছর বয়সি এক মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনায় ওই এলাকার রেলগেটে গেটম্যান এবং শান্তিনগরে পথবাতির দাবি উঠেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক সপ্তাহ ধরে নকশালবাড়ি স্টেশনের একটি প্ল্যাটফর্মে পর্যাপ্ত আলো জ্বলছে না। রাত বাড়লেই অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম দখল করে সমাজবিরোধীরা। চলে মাদক সেবন ও অসামাজিক কাজকর্ম। পুলিশের নজরদারিও নেই বলে অভিযোগ।

রবিবার মধ্যরাতে গ্রামের একটি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শান্তিনগরের বাসিন্দা ঊষা গুরুং। তারপর স্থানীয়রা রেললাইনের ধার থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করেন। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের অনুমান, অন্ধকারে রেললাইন পারাপার করতে গিয়েই ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ঊষার। সোমবার তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সাধন চক্রবর্তী বলেন, 'শান্তিনগরে প্রায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। উড়ালপুল থাকা সত্ত্বেও অনেক মানুষ এই রেলগেট দিয়েই পারাপার করেন। কিন্তু কোনও গেটম্যানের ব্যবস্থা নেই। ফলে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।'

স্টেশনের দুরবস্থা নিয়ে একই অভিযোগ যাত্রীদের। নকশালবাড়ি স্টেশনে দুটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। কিন্তু একটি প্ল্যাটফর্মে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই।

স্থানীয় এক মহিলার অভিযোগ, মাদক কারবারিরা প্ল্যাটফর্মের লাইটের তার বারবার কেটে ফেলে। অন্ধকারে তারা যাতে মাদকের কারবার করতে পারে। আগে রেল পুলিশের নজরদারি ছিল। বেশ কয়েক মাস ধরে আরপিএফ আর থাকছে না। স্টেশনের পাশেই বাড়ি অমল সিংয়ের। তিনি বলেন, 'অন্ধকার নামলেই স্টেশনে অসামাজিক কাজকর্ম বেড়ে যায়। দুষ্কৃতীদের আড্ডা বসে। মাদক সেবন চলে রাতভর। বাড়ির পাশে এসব অসামাজিক কাজকর্ম দেখে থাকতে হয়।'

স্থানীয়দের দাবি, বহুদিন ধরে প্ল্যাটফর্মটি অন্ধকারে ডুবে আছে। স্টেশন মাস্টারকে আলোর ব্যবস্থা করার জন্য বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। নকশালবাড়ির স্টেশন ম্যানেজার জানকী সাহানি বলেন, 'প্ল্যাটফর্মের অধিকাংশ লাইটই জ্বলছে না। দুইদিন আগেই মেরামত করা হয়েছিল। আবার একই সমস্যা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিককে বিষয়টি জানানো হয়েছে।' পুজোর আগেই সমস্ত বাতি মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

তদন্তে গোয়েন্দারা

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : শিমুলগুড়ির লিচুবাগান এলাকায় ওয়েবেল আইটি পার্কের অফিস ভাড়া নিয়ে কলসেন্টারের আড়ালে প্রতারণাচক্র চালাতেন মাস্টারমাইন্ড সৈকত সিনহা রায়। মাটিগাড়া থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তাঁকে জেরা করে শুধু শিলিগুড়িই নয়, একাধিক জাল কলসেন্টারের হদিস পেয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তি স্বীকার করেছেন, তাঁর জলপাইগুড়ি, কিশনগঞ্জ ছাড়াও দক্ষিণ কলকাতার একাধিক জায়গায় ভুয়ো কলসেন্টার রয়েছে। ওই কলসেন্টারগুলি ঠিক কোথায়, তা নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। শিলিগুড়িতে কবে থেকে তিনি এই কলসেন্টার চালু করেছিলেন এবং কারা তাঁকে সহযোগিতা করেছিল, সেই তথ্য সংগ্রহে বিশেষ জোর দিচ্ছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাতের অভিযানে ন'জন গ্রেপ্তারের পর রুজু হওয়া পৃথক দুটি মামলাই গোয়েন্দা বিভাগের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবারই এই দুই মামলা গোয়েন্দা বিভাগের হাতে যাচ্ছে। অন্যদিকে, সোমবার ভোরে সৈকতকে মাটিগাড়া থানায় আনার পর শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তদন্তভার যাওয়ার পর প্রতারণাচক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কোনও বড় মাথা জালে ধরা পড়ে কি না, সেদিকেই নজর বিভিন্ন মহলের।

আজ বন্ধ বেইলি ব্রিজ

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপরে বেইলি ব্রিজ হয়ে যাতায়াত বন্ধ থাকবে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর সোমবার এক নির্দেশিকায় জানিয়েছেন, দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপরে থাকা বেইলি ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হবে। সেইজন্য মঙ্গলবার ১২ ঘণ্টার জন্য ওই ব্রিজে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। ফলে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি এবং মিরিকের মধ্যে সমস্ত যানবাহন কার্সিয়াং ও সুখিয়াপোখরি হয়ে চলাচল করবে।

বৃদ্ধের মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : সোমবার সকালে অসুস্থ অবস্থায় এক বৃদ্ধকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম সুষেন রায় (৭৫)। তাঁর বাড়ি খড়িবাড়ির গৌরসিংজোতে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চিকিৎসার সময় চিকিৎসকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি বৃদ্ধের পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মৃতের স্বজনরা জানান, ওই বৃদ্ধকে বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়। খবর পেয়ে তদন্তে নামে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সম বেতন

বাগডোগরা, ১৪ সেপ্টেম্বর : সম কাজে সম বেতন, স্থায়ী কাজে ঠিকাদারি প্রথা বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে সরব হল উত্তরবঙ্গ পিএইচই মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। সোমবার মাটিগাড়া ব্লকের পাঁচকেলগুড়ি পিএইচই প্রকল্পের ক্যাম্পাসে সংগঠনের দার্জিলিং জেলার কর্মীসভা হয়। সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দাবিগুলি পূরণের জন্য আবেদন জানানো হলেও তা পূরণ হয়নি।'

ফেডারেশনের অফিস দখল

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের অফিসের দখল নিল বিজেপির সরকারি কর্মচারী সংগঠন। 'রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সংঘ' নামের এই সংগঠনের তরফে রবিবার ওই অফিসে দলের ঝাণ্ডা ও ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার অফিস খোলার পরে বিষয়টি সকলের নজরে আসে।

তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন মেডিকেলে শাখা অফিস খুলেছিল। কলেজ অধ্যক্ষের অফিসের পিছনে থাকা ক্যান্টিনের পাশে একটি ঘর নিয়ে অফিস করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে এই অফিস আর খোলেনি। তৃণমূলের ওই সংগঠনের সিংহভাগ নেতা-নেত্রী ইতিমধ্যেই বিজেপির কর্মচারী সংগঠনে নাম লিখিয়েছেন। মেডিকেলে এখনও দু-তিনজন কর্মচারী দলবদল না করলেও তাঁরা চুপ হয়ে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে বিজেপির সংগঠন ফেডারেশনের অফিস দখল নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 'রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সংঘ'-এর রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক মিহিরবরণ হালদার বলেছেন, 'আমরা একটি অফিসের জন্য কলেজ অধ্যক্ষকে আগেই চিঠি দিয়েছিলাম। এরই মধ্যে দেখা যায় যে ফেডারেশনের অফিসটির দরজার তালা ভেঙে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমরা সেখানেই অফিস করেছি।' তাঁর কথায়, '৪ মে-র পর থেকে ফেডারেশনের অস্তিত্বও নেই। তাই ওই অফিসটিই নেওয়া হয়েছে।'

কোঅর্ডিনেশন কমিটির কমিটির দার্জিলিং জেলা যুগ্ম সম্পাদক গৌতম বণিক বলেছেন, 'আমাদের অফিস দখলের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বাধা দেওয়ায় তারা সেটা করতে পারেনি।'

অভিযানেও টনক নড়েনি বহু মিষ্টি ব্যবসায়ীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : প্রশাসনিক অভিযানের পরও কি আদতে কোনও লাভ হল? গণেশপুজোর দিন সকালে শহর শিলিগুড়ির ছবিটা অন্তত সেই বড়সড়ো প্রশ্নটা ফের তুলে দিল। মোদক, লাড্ডু কিংবা জিলিপি কেনার ধুম শহরের সর্বত্র। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্য সুরক্ষার সরকারি নির্দেশিকাকে একপ্রকার বুড়ো আঙুল দেখিয়েই রমরমিয়ে চলল কেনাবেচা। মিষ্টির মেয়াদের তারিখ লেখা তো দূর, কারিগর বা বিক্রেতাদের মাথায় টুপি কিংবা হাতে গ্লাভস ব্যবহারের বালাইটুকুও নজরে পড়ল না অধিকাংশ দোকানে। উলটে ধুলোবালি ও মাছি ওড়া খোলা রাস্তাতেই দেদার ভাজা হল জিলিপি, সাজিয়ে রাখা হল লাড্ডু ও গজা।

চম্পাসারির এক মিষ্টির দোকানের কর্মচারী বিনয় মাহাতোর সাফাই, 'দাদা, সবকিছুই ভালোমতো বানানো হচ্ছে। আমাদের মিষ্টি খেয়ে কারও কোনওদিন সমস্যা হয়নি। কাজের চাপে সবসময় অত কিছু খেয়াল থাকে না।' মাটিগাড়া থানা সংলগ্ন বাজারের মিষ্টি বিক্রেতার জবাব তো আরও হালকা, 'আপনি একটা খেয়ে দেখতে পারেন, খারাপ লাগলে বলবেন!' তবে নিয়মের তোয়াক্কা না করার এমন দৃশ্য শুধু চম্পাসারিতেই সীমাবদ্ধ নয়। হায়দরপাড়ার এক ব্যস্ত মিষ্টির দোকানে দেখা গেল, খালি হাতেই ঘেমে নিয়ে লাড্ডু প্যাকেট

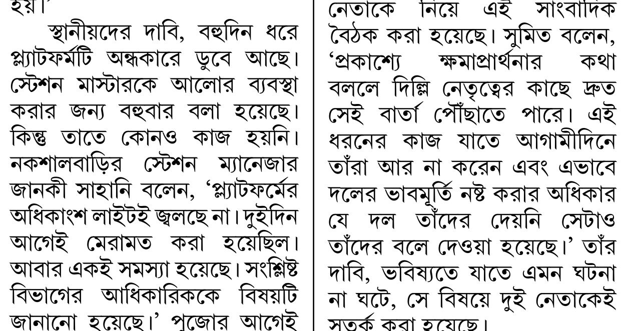

রাস্তার ধারে খোলা অবস্থায় রাখা মিষ্টি। সোমবার শিলিগুড়িতে।

করছেন কর্মীরা। গ্লাভস ব্যবহারের কথা তুলতেই ভুরু কুঁচকে এক কর্মীর বিরক্তিমাখা মন্তব্য, 'দোকানে এখন ভিড় রয়েছে, এসব কথা পরে শুনব।'

গুরুংবস্তি মেন রোডের একটি দোকানে আবার ভেতরের জায়গা ছেড়ে রাস্তার ধারেই ফুটন্ত কড়াইয়ে রস ও গজা বানাতে দেখা গেল। অর্ধেক ঢাকা একটি পাত্র দেখিয়ে বিক্রেতার দাবি, 'এই তো মিষ্টি ঢাকা দেওয়াই আছে!' একই বেপরোয়া ছবি ধরা পড়ল ফুলেশ্বরী, সুভাষপল্লি, এনটিএস মোড় ও এনজেপি সংলগ্ন একাধিক মিষ্টির দোকানে। তবে এই অরাজকতার পেছনে ক্রেতাদের অসচেতনতাও কম দায়ী নয়। অনেকেই উলটে বলছেন, 'সারাজীবন তো এভাবেই খেয়ে এলাম, এখন আর কী হবে!' মাটিগাড়ার রেলগেট সংলগ্ন দোকানে মোদক কিনতে আসা কাবেরী রায়ের বক্তব্য, 'আমরা তো আর অত আইনকানুন বুঝি না। এগুলো তো ব্যবসায়ীদের দেখার কথা।'

যদিও ব্যতিক্রমী ছবিও কিছু চোখে পড়েছে। ফুলেশ্বরীর এক মিষ্টি ব্যবসায়ী প্রকাশ রায় জানান, 'আমরা ক্ষতিকারক রঙের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করেছি। কর্মীদেরও টুপি ও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।' প্রধাননগরের যে দোকানে সম্প্রতি খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর হানা দিয়েছিল, সেখানেও এদিন টুপি-গ্লাভস পরে নিয়ম মেনে মিষ্টি বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে। শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমরা বৈঠকে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে স্বাস্থ্যবিধি কড়াকড়িভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছি। এরপরেও যদি কেউ নিয়ম ভাঙেন, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেব।'

রেখার ক্ষোভ

ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র। বউঠাকুরনি এলাকায় তাঁর মা-সহ পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে অভিযোগ করেন রেখা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

তোপ

দলের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ায় রমেশ মাহাতোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন জাঙ্গিপাড়ার বিজেপি বিধায়ক প্রসেনজিৎ বাগ। এলাকার সহজ সরল মানুষগুলিকে অপরাধী বানাতেই হাজির হয়েছিলেন বলে একসময়ের হাওড়া-হুগলির ত্রাস হুব্বা শ্যামলের ছায়াসঙ্গীকে নিশানা তাঁর।

বিপাকে টুলু

নির্দেশ অমান্য করে সিউড়ি আদালতে অনুপস্থিত থাকায় টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে খুলে গেল আইনি পদক্ষেপের পথ। ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে টুলুর একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সোমবার তাঁর আইনজীবীরা আদালতে হাজিরার জন্য অতিরিক্ত সময় চাইলেও তা মঞ্জুর হয়নি।

ছাত্র সংঘর্ষ

দুই ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে উত্তপ্ত ভাঙড় কলেজ। সোমবার আইএসএফ-এবিভিপির হাতাহাতিতে দুপক্ষের আট জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছেন। দু'পক্ষই একে ওপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে।

বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতে জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই বহিরাগতরা যাতে ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পারে সেই আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। সোমবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। বুধবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানির সম্ভাবনা। সম্প্রতি বহিরাগতদের প্রবেশের ফলে উত্তাল হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। যার জল গড়িয়েছে প্রশাসনিক মহল পর্যন্ত। এবার বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতে আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হল। শুধু যাদবপুর নয়, অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পড়ুয়া ছাড়া বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ বন্ধ করার আর্জি জানানো হয়েছে।

বাগেশ্বর বাবা কাণ্ডে জামিন

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী বা বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোর অভিযোগে চারদিনের মাথাতে জামিন পেলেন কংগ্রেস নেতা অতনু দাস। সোমবার তাঁর চারদিনের পুলিশ হেপাজতের শেষে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। তারপরই তাঁর জামিন মঞ্জুর করে নিম্ন আদালত। এই ঘটনায় অতনু ছাড়াও বাকি দুই কংগ্রেস নেতাও জামিন পেয়েছেন। প্রদীপ প্রসাদ ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কেও জামিন দিয়েছে নিম্ন আদালত। আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা দাবি করেন, 'সত্যের জয় হয়েছে।' পুজোর সময় বাঙালিদের আমিষ খাওয়া নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। তারপরই প্রতিবাদ দেখায় প্রদেশ কংগ্রেস। তখনই বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোর অভিযোগে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ।

বিঘ্নহর্তার আগমন...

কাশবনের মধ্যে দিয়ে আনা হল গণেশমূর্তি নদিয়ায়। সোমবার।

সিপিএমকে বিশ্বকর্মা পুজোয় নবান্নে আমন্ত্রণ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : পুজো নিয়ে সিপিএমকে আবার খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্বকর্মা পুজোয় নবান্নে পুষ্পাঞ্জলি দিতে সিপিএম তথা বাম নেতাদের আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। যাদবপুর থেকে সিপিএমকে নিশানা করা শুরু করেছিলেন। পরে দুর্গাপুজোয় সিপিএমের বুক স্টলে শারদোৎসব লেখা নিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন সিপিএমকে। এদিন গণেশ পুজোর উদ্বোধনে গিয়েও সেই পুজো তর্জার ঢাকে কাঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণের জবাবে পালটা কটাক্ষ করেছে সিপিএম। মুখ্যমন্ত্রীর অতীত স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে শিল্প তাড়ানো দলের নেতা বলে আক্রমণ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

সোমবার বালিগঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সংঘের গণেশ পুজোর উদ্বোধন করে সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অসুরদের থেকে দূরে থাকুন। দেশবিরোধী শক্তি, টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের থেকে দূরে থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ শুধু সাংস্কৃতিক রাজধানী নয়, আধ্যাত্মিক রাজধানীও। পশ্চিমবঙ্গের এই সনাতনী সংস্কৃতিকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।' কৌশলী মুখ্যমন্ত্রী আসন্ন বিশ্বকর্মা পুজোয় সিপিএম তথা বামেদের নবান্নে এসে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বলব নবান্নে বিশ্বকর্মা পুজোয় আমি পুষ্পাঞ্জলি দেব। আপনারাও আসুন। একসঙ্গে সবাই পুষ্পাঞ্জলি দিই। ভালোই লাগবে, পরিবর্তনের স্বাদ আপনারাও পাবেন।' সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'পুজো শব্দ নিয়ে আমাদের কোনও ছুঁতমার্গ নেই। আমরা বিশ্বকর্মা পুজোয় বরাবরই থেকেছি। কলকারখানায়, শ্রমিক সংগঠনের পুজোতে। বিশ্বকর্মা করতে আমাদের নবান্নে যেতে হবে না।'

মিড-ডে মিলে নয় ইসকন

স্কুলে স্কুলে চালু থাকছে পুরোনো নিয়মই

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় মিড ডে মিলের দায়িত্ব থেকে সরানো হল 'অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশন'কে। কলকাতা ছাড়া রাজ্যের চার জেলার একাধিক স্কুলে মিড ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই সংস্থাকে। কিন্তু মাত্র দেড় মাসের মাথায় দায়িত্ব থেকে সরানো হল বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটিকে। রাজ্য সরকারের এভাবে পিছু হটা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কলকাতার পাশাপাশি জেলাগুলিতেও মিড ডে মিল বা পিএম পোষণের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছিল। গত অগাস্টে অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজ্য সরকার। হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের কয়েকটি এলাকার স্কুলে মিড ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 'অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশন'কে। এবার স্কুলশিক্ষা দপ্তরের নোটিফিকেশনে দেখা গেল, তাদের সেই অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলার মিড ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে লিখিত নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। স্কুলগুলিতেও এই নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে। যদিও স্কুলশিক্ষা দপ্তরের দাবি, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরোনো ব্যবস্থাতেই মিড ডে মিল চালু থাকছে।

প্রতীকী ছবি।

কুড়িটির বেশি রাজ্যে অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে খাদ্যশস্য ও তহবিল তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। বিতর্ক এড়াতেই রাজ্য সরকারের এমন তড়িঘড়ি পদক্ষেপ কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধীরা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এত তালগোল পাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে এমনটাই হয়। আসলে এভাবে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এই সরকার বাংলার ক্ষতি করছে।' ইসকন কলকাতার তরফে অনন্ত ভগবান দাস বলেন, 'অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশন আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এটি বেঙ্গালুরুর। ফলে কেন সরানো হল তা বলতে পারব না।'

কলকাতা পুরসভা এলাকার স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার পর থেকে যথারীতি বিতর্ক চলছে। পড়ুয়াদের পাতে ডিম দেওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। তবে ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। এই পরিস্থিতিতে অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশনের অনুমোদন প্রত্যাহারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই যথারীতি চর্চা তুঙ্গে। অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চন্দন গড়াই বলেন, 'পরিকল্পনাহীনভাবে অক্ষয়পাত্রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্কুলে যাঁরা রান্না করতেন তাঁদের বিষয়টাও ভাবা দরকার।' পশ্চিমবঙ্গ মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দরপত্র ছাড়া কোনও সংস্থাকে বরাত দেওয়া যায় না। এটা আমরা বারবার বলেছি।'

বাস, মিনির ভাড়া বাড়ছে না

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে বেসরকারি বাস ও মিনিবাসের ভাড়া না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। তবে জ্বালানি তেল ও যন্ত্রাংশের আকাশছোঁয়া দামের কথা বিবেচনা করে বাস ভাড়া বৃদ্ধি করা নীতিগতভাবে প্রয়োজন বলে সম্মত হয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। সোমবার কলকাতার পরিবহণ দপ্তরে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মালিক সংগঠনগুলির শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান, পুজোর পরই ভাড়া পুনর্মূল্যায়ন নিয়ে মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে সরকার।

বৈঠক শেষে পরিবহণমন্ত্রী জানান, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত সাধারণ মানুষের যাতায়াতে বিঘ্ন এড়াতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস রাস্তায় নামাতে হবে।

পুলিশ হেপাজতে বন্দি মৃত্যু

চন্দ্রকোণা, ১৪ সেপ্টেম্বর: পরিবর্তনের বাংলায় ফের জেল হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনায় কাঠগড়ায় রাজ্য পুলিশ। বাখরাহাট, হালিশহর ও বারুইপুরের পর এবার পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় এক বন্দির মৃত্যুর ঘটনা সামনে এল। পুলিশ সূত্রে খবর, চার দিন আগে রাহুল রুইদাস (২০) নামে এক তরুণকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘাটাল মহকুমা আদালত তাঁকে চার দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠায়। রবিবার রাতে চন্দ্রকোনা থানার শৌচাগার থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওই বন্দির দেহ উদ্ধার করা হয়।

দুই প্রার্থী ঘোষণা ঋত-শিবিরেরও

জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে টানাটানি অব্যাহত

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে আসন্ন উপনির্বাচনে কালীঘাট শিবিরের প্রার্থী ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই 'আসল তৃণমূল' হিসেবে দাবিদার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর— দুই কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল। সোমবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নন্দীগ্রাম আসনে তাঁদের প্রার্থী হচ্ছেন মহম্মদ এতেশামূল হক এবং রেজিনগর কেন্দ্রে লড়বেন সফিউদ্দীন শেখ। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনেই দুই প্রার্থী নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। এদিকে সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই নন্দীগ্রাম আসনের জন্য মনোনয়ন পেশ করবে বিজেপিও। নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের দায়িত্বে থাকা বিজেপির এক রাজ্য নেতা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার নন্দীগ্রামের কদমতলা থেকে মহকুমা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করে গিয়ে মনোনয়ন পেশ করবে দলীয় প্রার্থী। মনোনয়ন পেশের ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই।

তৃণমূলের 'জোড়াফুল' প্রতীক কার দখলে থাকবে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে আইনি নথি জমা ও টানাটানি অব্যাহত। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টের মধ্যে কালীঘাট শিবিরকে তাঁদের স্বপক্ষে চূড়ান্ত নথিপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রতীক এখনও ফ্রিজ বা স্থগিত না হওয়ায় চরম আত্মবিশ্বাসের

> **দুই কেন্দ্রেই আমাদের প্রার্থীরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অফিশিয়াল জোড়াফুল চিহ্নেই এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।**
>
> **ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

সুরে ঋতব্রত দাবি করেন, 'দুই কেন্দ্রেই আমাদের প্রার্থীরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অফিশিয়াল জোড়াফুল চিহ্নেই এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।'

এদিকে রবিবার কালীঘাট তৃণমূলের তরফে নন্দীগ্রাম আসনে টেট দুর্নীতি মামলায় চাকরিহারা সঞ্চিতা প্রধান দে-কে প্রার্থী করার পর থেকেই দলের অন্দরে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা আবু তাহের প্রকাশ্যে শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে নিশানা করে আগেভাগেই দলের পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যদিও কালীঘাট শিবিরের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'নন্দীগ্রামের প্রার্থী অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন। মানুষের সমর্থন মমতা বন্দ্যোপাধ্যের পক্ষেই রয়েছে।' তবে উপনির্বাচনের মুখে নবান্ন প্রশাসন বা কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হেনস্থা করা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিকে সোমবার রাত ৯টা পর্যন্ত সরকারিভাবে উপনির্বাচনের দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিজেপি। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর দুই আসনেই শাসকদলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা নিয়ে এখনও পর্যন্ত ধোঁয়াশা বজায় রেখেছে বিজেপি। তবে সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে যাওয়া নন্দীগ্রাম আসনে প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা হাসি রথকে প্রার্থী করা নিয়ে রাজ্যস্তরে জটিলতা কাটাতে সিদ্ধান্তের ভার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপরে ছেড়েছিল রাজ্য। কারণ দলের একটি শিবিরের তরফে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যালকে ওই আসনে প্রার্থী করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

বিদ্যুতে ছাড়ের জটে শিল্পনীতি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রস্তাবিত নয়া শিল্পনীতি ঘোষণা আপাতত আটকে গেল ইনসেনটিভ (উৎসাহ ভাতা) ও বিদ্যুৎ মাশুলে বিশেষ ছাড়ের জটে। নতুন বিজেপি সরকারের তরফে প্রস্তাবিত খসড়া শিল্পনীতি রূপায়ণে অধিকাংশ বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হলেও, মূলত এই দুটি আর্থিক শর্তকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক শীর্ষ স্তরে দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক দেখা দিয়েছে। সোমবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনি ও নীতিগত জটিলতা কাটিয়ে উঠতে শিল্পনীতি সংক্রান্ত বিশেষ মন্ত্রীগোষ্ঠী ও মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সমন্বয় রেখে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, শিল্পনীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে গঠিত মন্ত্রীগোষ্ঠীর তৈরি খসড়া প্রস্তাবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কার্যালয় থেকে পাঠানো সুপারিশপত্রের কিছু ক্ষেত্রে

আসবে সংশোধিত খসড়া

বৈসাদৃশ্য দেখা দিয়েছে। রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে ঠিক কী হারে আর্থিক উৎসাহ ভাতা প্রদান করা হবে এবং বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফ থেকে কী মেয়াদের জন্য মাশুলে বিশেষ মকুব ঘোষণা করা যাবে— এই দুই বিষয়ে দ্বিবিধ মত উঠেছে। তবে সরকারি কোষাগারের দীর্ঘমেয়াদি বহনক্ষমতা ও বিনিয়োগ আকর্ষণের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য বজায় রেখে এই জট দ্রুত কাটিয়ে ফেলা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী নবান্ন।

নবান্নের প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য, বিগত কয়েক দশকের শিল্প জট কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হারানো ব্যবসায়িক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করাই বর্তমান সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। জাতীয় স্তরে শিল্পোদ্যোগের বিচারে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের শীর্ষ পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার রূপরেখা বেঁধে দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীদের বিশেষ কমিটি এই দিকটি মাথায় রেখেই নীতিমালার প্রতিটি ধারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করছে। এর পাশাপাশি, ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিকাঠামোগত অগ্রাধিকার বিবেচনা করে উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক শিল্প কৌশল ইতোমধ্যে খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে খসড়া অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। খুব শীঘ্রই অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর শীঘ্রই বৈঠক হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সংশোধিত শিল্পনীতির খসড়াটি আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। মন্ত্রিসভার সীলমোহর মিললে চলতি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কিংবা আসন্ন দুর্গাপুজোর সূচনাপর্বের আগেই নয়া শিল্পনীতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার।

দিনহাটার বধূর মৃত্যুতে শাস্তি বহাল

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : নির্ভরযোগ্য মৃত্যুকালীন জবানবন্দিই কোনও অপরাধমূলক মামলায় সাজা প্রদানের জন্য একক ও প্রধান ভিত্তি হতে পারে বলে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। এই নীতি পুনর্ব্যক্ত করে কোচবিহারের দিনহাটায় গৃহবধূর আত্মহত্যায় প্ররোচনা মামলায় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের নিম্ন আদালতের সাজা বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের একক বেঞ্চ অভিযুক্তদের সাজা মকুবের আবেদন খারিজ করে জানান, জবানবন্দি নথিভুক্ত করার সময় মৃতার স্বজনরা উপস্থিত থাকলেই সেই বয়ান প্রভাবিত বা অবিশ্বাস্য হয়ে যায় না।

২০২২ সালে কোচবিহারের দিনহাটায় এক গৃহবধূকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮(এ) ও ৩০৬ ধারায় মৃতার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেছিল নিম্ন আদালত। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মূল অভিযুক্ত স্বামী। তাঁর দাবি ছিল, মৃত্যুকালীন বয়ান নেওয়ার সময় মৃতার পরিবারের লোকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি মানসিকভাবে বক্তব্য দেওয়ার মতো সচেতন ছিলেন কি না, সে সংক্রান্ত কোনও পৃথক ডাক্তারি ফিটনেস সার্টিফিকেট ছিল না।

এই দাবি খারিজ করে বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায় বলেন, 'মৃতা নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। ঘটনার সঠিক তারিখ ও নির্দিষ্ট সময়ও তিনি উল্লেখ করেছেন। ফলে প্রমাণিত, তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সত্য ও নির্ভরযোগ্য মৃত্যুকালীন বয়ান এককভাবে সাজা প্রদানের মূল ভিত্তি হতে পারে। এর জন্য আলাদা ডাক্তারি ফিটনেস সার্টিফিকেট না থাকা মূল সত্যকে বিনষ্ট করে না।'

নির্ভরযোগ্য জবানবন্দিই সাজার ভিত্তি : হাইকোর্ট

পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে গায়ের রং নিয়ে শ্লেষ, বিদ্রুপ এবং অতিরিক্ত পণ আদায়ের দাবিতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল, তা আদালতে প্রমাণিত হয়েছে।

এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে হাইকোর্ট অভিযুক্তদের জামিন খারিজ করে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের কড়া নির্দেশ দিয়েছে। তা না হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারি করতে পারবে নিম্ন আদালত।

পথেই জীবন। সোমবার কলকাতায়।-পিটিআই।

পুরসভায় অসন্তোষ

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : তারাতলাকাণ্ডে পুর ইঞ্জিনিয়ার গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে অসন্তোষ চলছে কলকাতা পুরসভায়। সোমবার শহরের ছোটলালবাড়ির এমআইসি অফিসের সামনের করিডরে অবস্থান বিক্ষোভ করেন বিল্ডিং দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁদের সঙ্গে বিক্ষোভে সামিল হন আর্কিটেক্টরাও। এদিন থেকে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। এদিন সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ আন্দোলনকারীদের ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে করেন পুরকমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। পুর সাব অ্যাসিটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ফাঁসানোর অভিযোগ করেছেন বিক্ষোভকারীরা। পাশাপাশি, বিল্ডিং বিভাগের ডিজি উজ্জ্বল সরকারের অপসারণ দাবি তুলেছেন। যদিও এদিন তিনি পুরসভায় আসেননি। একজন বিক্ষোভকারীর কথায়, 'নরম মাটিতে আঁচড়ানো সহজ, তাই অ্যাসিটেন্ট সাব ইঞ্জিনিয়ারকে ফাঁসানো হচ্ছে।' ধৃত আমিনুরের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তুলেছেন তাঁরা। এদিন তাঁরা পুরসভায় ডিজি সিভিলের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

৯ বছর নিখোঁজ নাবালিকা, সিবিআইকে তদন্তভার

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : কেটে গিয়েছে ৯টি বছর। কিন্তু খোঁজ দিতে পারেনি পুলিশ। নাবালিকা কি আদৌ বেঁচে আছে? তদন্তভার এবার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৭ সালে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল ১৭ বছরের সুরাইয়া গাজি। তারপর আর ফেরেনি। হদিসও পায়নি তার পরিবার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের ওই পরিবার বছরের পর বছর পুলিশ প্রশাসনের দরজায় কড়া নেড়েছে। সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। শেষমেশ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, প্রয়োজনে বিশেষ দল গঠন করে খুঁজে বের করতে হবে ওই নাবালিকাকে। সিআইডির থেকে তদন্তভার অবিলম্বে সিবিআইকে হস্তান্তর করতে হবে। চার সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতিও জানাতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে।

ওই নাবালিকা দিদির বাড়িতে থাকত। তবে এভাবে হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কারণ এখনও জানতে পারেনি তার পরিবার। ওই বছরেরই এপ্রিল মাসে দিদি ও জামাইবাবু থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ২০১৯ সালে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করে নাবালিকার পরিবার।

সুন্দরবনে পাঁচতারা, আকাশে বাঘ দর্শন

গোসাবা, ১৪ সেপ্টেম্বর : সুন্দরবন মানেই ম্যানগ্রোভের জঙ্গল, মাতলা নদীর জোয়ার আর বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দৃশ্য পর্যটকদের চোখে ভাসে। এবার সেখানেই পর্যটন-ছবিতে ঢুকতে চলেছে পাঁচতারা বিলাস। শুধু তাই নয়, জনবসতিহীন দ্বীপে পরিবেশবান্ধব ট্রি-হাউস রিসর্ট থেকে কম শব্দের উড়ানযানে আকাশপথে বাঘ দর্শন সহ সুন্দরবন নিয়ে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী।

রবিবার গোসাবায় লঞ্চে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহাগুরু জানিয়েছেন, 'আমরা টাইগার ট্যুরিজম চালু করার পরিকল্পনা করছি। জনবসতিহীন দ্বীপে পিপিপি মডেলে পাঁচতারা ইকো-ফ্রেন্ডলি ট্রি-হাউস রিসর্ট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। প্রায় ৮-১০টি প্রাকৃতিক, জনবসতিহীন দ্বীপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হবে, তবে পাঁচতারা মানের পরিষেবা দিতে পারবে এমন সংস্থাকেই। তবে কোনও কংক্রিটের নির্মাণ নয়।' পর্যটনের সঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতিকেও জুড়তে চাইছেন তিনি। প্রস্তাব অনুযায়ী, রিসর্টের ৮০ শতাংশ কর্মী স্থানীয় হতে হবে এবং অন্তত ৭০-৮০ জন স্থানীয় তরুণকে কাজ দিতে হবে।

তবে পাঁচতারা সুন্দরবনের স্বপ্নের সঙ্গে উঠছে পরিবেশের প্রশ্ন। পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্তের বক্তব্য, 'সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আগে তার পরিবেশ অক্ষত রাখতে হবে।' মিঠুনের জবাব, 'পরিবেশ ও বন আইন না ভেঙে, পরিবেশবান্ধব ভাবেই সুন্দরবনের উন্নয়ন করা হবে।' হেলিকপ্টারের শব্দে বাঘের ক্ষতির আশঙ্কা থাকায় কম শব্দের উড়ানযানে আকাশ থেকে বাঘ দেখানোর ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি মা মনসা ও বনবিবির মন্দির ঘিরে ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট, ডলফিন দর্শনের দু'টি নতুন জেটি, ম্যানগ্রোভ পরিচয়কেন্দ্র, জীববৈচিত্র্য মিউজিয়াম এবং লোকসংগীত সহ গ্রামীণ হাট তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। রাজ্যে শুটিংয়ে ৩০ শতাংশ ভরতুকির সুবিধা নিয়ে সুন্দরবনে শুটিং বাড়ানোর কথাও জানান তিনি। রবীন্দ্রনাথের ১৯৩২ সালের গোসাবা সফরের প্রসঙ্গে মিঠুনের মন্তব্য, 'ওনার সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। উনি জগৎগুরু। আশীর্বাদ পেলে আমি ধন্য হব।'

এদিকে কয়েকশো লাইসেন্সহীন মৎস্যজীবীকে দ্রুত লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ এবং বাঘের হানায় মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের কথাও জানান মিঠুন। ইতিমধ্যে ৩৭ জনের তালিকা তৈরি হয়েছে বলে তাঁর দাবি।

> **আমরা টাইগার ট্যুরিজম চালু করার পরিকল্পনা করছি। জনবসতিহীন দ্বীপে পিপিপি মডেলে পাঁচতারা ইকো-ফ্রেন্ডলি ট্রি-হাউস রিসর্ট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।**
>
> **মিঠুন চক্রবর্তী**
> রাজ্যের পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপদেষ্টা

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১১৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৮ ভাদ্র ১৪৩৩

দেউলিয়াপনা ও হ্যাংলামি

যেভাবে হোক ক্ষমতা দখল মূল লক্ষ্য হয়ে উঠলে দেউলিয়াপনা বেআব্রু হয়। কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া তার বড় প্রমাণ। তিনি কোন দলের সাংসদ- বলা কঠিন। তাঁর নিজের দাবি, তিনি তৃণমূলে ছিলেন। মাস চারেক আগে এনসিপিআই-এ যোগ দিয়েছিলেন। নিজেই কবুল করছেন, এনসিপিআই তাঁর ঘোর অপছন্দের। এখন বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য শুরু হয়েছে তাঁর হ্যাংলামি। কোচবিহারের সাংসদ তিনি। তবে শুধু কোচবিহার জেলা নয়, নিজের গ্রাম সিতাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মাঝে দু'বার ব্যর্থ চেষ্টার পর সদ্য চুপিচুপি ফের বাড়ি ফিরেছেন পাখিডাকা ভোরে ব্যাপক পুলিশি পাহারায়। নিরাপত্তার এই বন্দোবস্তের জন্য কম হ্যাংলামি করতে হয়নি সস্ত্রীক জগদীশকে। কখনও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে দেখা করেছেন। বিজেপিতে তাঁর অন্তর্ভুক্তির আপত্তিকারীদের অন্যতম নিশীথ। দেখা করে চিঁড়ে ভেজাতে না পেরে জগদীশ সস্ত্রীক কাঁথিতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন।

নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উপহারও তুলে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এলাকায় এখন বিজেপির প্রভাব যথেষ্ট হলেও স্থানীয়দের ক্ষোভ এড়াতে পারছেন না। তাই গায়ে বিজেপির তকমা সেঁটে নেওয়ার জন্য শুরু হয়েছে হ্যাংলামির আরেক পর্ব। বিজেপি তাঁকে গ্রহণ করবে- এমন ঘোষণা করেনি। বরং দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সরাসরি সেরকম সম্ভাবনা খারিজ করেছেন। বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা জগদীশের প্রবল সমালোচক।

অথচ তিনি প্রচার শুরু করে দিয়েছেন যে, তৃণমূল ত্যাগী ২০ সাংসদের মধ্যে তিন মুসলিমকে বাদ দিয়ে বাকিদের পুজোর আগে বিজেপিতে যোগদান নাকি পাকা। ক্ষমতার কারবারে নীতি, মতাদর্শের ধার-কাছ দিয়ে কখনও হেঁটেছেন বলে জগদীশের সুনাম নেই। নেতাদের অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন দলে জনপ্রতিনিধির পদ বাগিয়ে নিতে তিনি সিদ্ধহস্ত বলে প্রচার আছে। অতীতে ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকে। পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে ক্ষমতার ক্ষীর চেটেপুটে খেয়েছেন।

বাম জমানা বদল হতেই তিনি তৃণমূলে আশ্রয় নিয়ে ফেলেন দ্রুত। নেতাদের তোষামোদে চরিত্র থাকার সুবাদে দ্রুত ক্ষমতার কাছাকাছি চলে যান। হয়ে যান তৃণমূল সাংসদ। যাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের রাজবংশী মুখ হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছিলেন, তৃণমূল হারতেই তিনি চলে গেলেন বিজেপির বলয়ে। এ যেন এবেলা-ওবেলা দল পালটানোর পারদর্শিতা। ভোটের কারবারে আয়ারাম-গয়ারামদের সাক্ষাৎ উত্তরসূরি যেন। যাঁর কাছে ক্ষমতাই মোক্ষ।

কিন্তু বিজেপি সরাসরি তাঁকে ও বাকি ১৯ সাংসদকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু তাঁদের এনসিপিআই-এ অন্তর্ভুক্তি যে বিজেপির চিত্রনাট্য মেনে, তা প্রকাশ্যে আসছে জগদীশের কথায়। কোচবিহারের সাংসদ কবুল করছেন, এনসিপিআই-এ তাঁদের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে বিজেপিই। কিন্তু তাতে ক্ষমতার ধারে-কাছে যাওয়া যাবে না বা বাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকা অসম্ভব বুঝে সরাসরি বিজেপির কোলে ওঠার জন্য শুরু হয়েছে মরিয়া প্রয়াস।

হ্যাংলার মতো প্রচার করছেন, প্রধানমন্ত্রী যাঁর সঙ্গে ডিনার করেন, মুখ্যমন্ত্রী যাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন, তাঁকে বুঝতে ভুল করছেন বিজেপির স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা। একবার গায়ে গেরুয়া ছাপটা সরাসরি মেখে এই বাধাটা দূর করার জন্য যা নয় তাই প্রচার শুরু করেছেন। তাতে কখনো-কখনো সতীর্থদের সঙ্গে মতানৈক্য হলেও ভ্রূক্ষেপ নেই ক্ষমতালোভী সাংসদের। তাঁর সতীর্থ শতাব্দী রায় ইতিমধ্যে পুজোর আগে তাঁদের বিজেপিতে যোগদানের খবর জানা নেই বলেছেন।

মুসলিম তিন সাংসদের অন্যতম আবু তাহের তাঁদের বাদ দিয়ে বাকি ১৭ সাংসদের পদ্মে অন্তর্ভুক্তি বা তাঁদের তিনজনের বাইরে থেকে এনডিএ-কে সমর্থন ইত্যাদি জগদীশের প্রচারকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাতে অবশ্য জগদীশের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি নিজের স্বার্থ গোটাতে এতই মরিয়া যে প্রয়োজনে সতীর্থদের বাদ দিয়ে চলতেও রাজি কার্যত। ক্ষমতার কারবারের দেউলিয়াপনার চূড়ান্ত উদাহরণ যেন কোচবিহারের সাংসদ।

অমৃতধারা

'এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।' এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

'ব্যাঘ্রশাবক' শ্যামাপ্রসাদ ও বাঙালির ভাষা

রাজনীতির পরিচয়ের আড়ালে বাংলা ভাষা ও বহুভাষিক ভারতের পক্ষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্র অবস্থান।

অনমিত্র বিশ্বাস

ফিরে দেখা।। দার্জিলিংয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৮ সালে।

রক্তসিঞ্চিত 'মুক্তির মন্দির-সোপানতলে'র মর্যাদারক্ষায় কোনও কোনও দেশপ্রেমিককে দেখি— ইতিহাস বইয়ের জীর্ণ পাতার ভাঁজে চিঁড়েচ্যাপ্টা— যাঁরা সদ্যোজাত রাষ্ট্রকে প্রদীপশিখার মতো আগলাতে বদ্ধপরিকর। সেইদিন মতানৈক্য ভুলে নেহরু ডেকে নিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদকে— কংগ্রেস-বহির্ভূত ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনজীবন এবং রাজনৈতিক বিবিধ সদিচ্ছা, সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হয়েই থাকে। জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক স্বপ্ন ও উদ্যোগ পরবর্তীকালে কতখানি পরিবর্ধিত হয়েছে আর কতখানি অলক্ষিত রয়েছে, সে সব থাক।

১৯৪৩ সালে ইকুইটি ফান্ড নিয়ে ফজলুল হক সরকারের গড়িমসিতে বীতশ্রদ্ধ নজরুল লিখছেন, 'হয়তো কবি ফিরদৌসির মতো ওই টাকা আমার জানাজার নামাজের দিন পাব।' অসুস্থ নজরুলের চিকিৎসা ও গৃহস্থালির খরচের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কালের নিয়মকে ত্বরান্বিত করে মাসকয়েকের মধ্যেই সুহৃদদের চাঁদা তোলার উৎসাহ তলানিতে নেমে আসে। মুজফফর আহমেদের স্বীকৃতি অনুসারে তারপর একটিমাত্র লোক— প্রাক্তন কমিটির সভাপতি— মোটামুটি নিজেই জোগাড় করে ১৫০ টাকা নজরুলের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতেন প্রতি মাসে, যতদিন না পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা বৃত্তির ব্যবস্থা হয় বাকরুদ্ধ কবির জন্য— অন্নদাশঙ্করের উপলব্ধিতে যেই কবি 'বাঙালি বলতে একজনই'।

তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 'বাংলার বাঘ' আশুতোষের মেজো ছেলে। কোনও পরীক্ষায় প্রথম বই দ্বিতীয় হননি। ওহ না, একবার হয়েছিলেন। ভাই উমাপ্রসাদের স্মৃতিচারণায়, 'মধুপুরে নিশ্চিন্ত মনে অবসরে দিন কাটাচ্ছেন। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর এল, ক'দিন পরেই পরীক্ষায় বসতে হবে। তখনই তিনি কলকাতায় চলে এলেন। পরীক্ষাও দিলেন।... সেই কারণে, পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করলেও আশানুরূপ ফললাভ হয়নি।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিতে তখন সবেমাত্র এমএ শুরু হয়েছে। ইংরেজি অনার্সে প্রথম স্থান অধিকারের পর, নতুন প্রচলনের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিপন্ন করার মানসে, বাংলায় এমএ পরীক্ষা দেন শ্যামাপ্রসাদ। গিরীশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিকের মাস্টার্স থিসিস লেখেন। কেম্ব্রিজে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে (১৯২৬) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যাঁকে চিঠি লিখেছিলেন, ''University-র সাধারণ কাজে দেখিতেছি তুমি 'বাপকা বেটা' হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে রাজি নয়।''

'যেহেতু বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নেবার প্রস্তাব হয়েছে' রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুরোধ করলেন মুদ্রাযন্ত্র-বিভাগ ও শিক্ষা-বিভাগে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থায় অভিভাবকত্ব করতে। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদের সোৎসাহ উদ্যোগ এবং তত্ত্বাবধানে, বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকদের মতামত-সাপেক্ষে বাংলার প্রথম প্রামাণ্য orthography বা বানানবিধি সংকলিত হয়— ৮ মে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথেরই উৎসাহক্রমে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাকৃত বাংলা বানানবিধির একটা খসড়া বানিয়েছিলেন। যেহেতু 'আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয়, পুলিশেরও জোর', রবীন্দ্রনাথ সলজ্জভাবে স্বীকার করেছেন, 'এমনকী, আমার নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্বের মতোই চলল।' ভাষা সম্বন্ধে আইন প্রণয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের জোর গ্রাহ্য।

রাজশেখর বসু প্রমুখ সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদও প্রাতিষ্ঠানিক বাংলার শৃঙ্খলারক্ষায় যোগদান করেছিলেন। 'চলন্তিকা' তার নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের দস্তখত নিয়ে প্রকাশিত হয় 'বাংলা বানানের নিয়ম'। এই প্রকাশিত বানানবিধির ভূমিকায় জিন্নার স্বপ্নকে পতঙ্গদষ্ট করা শ্যামাপ্রসাদের সই ছিল বলেই বোধহয় পূর্ব পাকিস্তান ভাষা ব্যবহারে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে উঠতে পারেনি, আলাদা করে ঢাকায় 'বাংলা একাডেমি' স্থাপন করেছিল।

মাতৃভাষা ভাবপ্রকাশের প্রথম আধার। শ্যামাপ্রসাদ বড় সাহিত্যিক বা ভাষাবিদ ছিলেন না, কিন্তু শিক্ষাবিদ হিসাবে প্রথম জীবনে তিনি বাঙালির ভাষার ও সারস্বত কেন্দ্রের জন্য অক্লান্ত গঠনমূলক কাজ করেছেন। কুণ্ঠাহীন আগ্রহে গ্রহণ করেছেন যোগ্যতর বিদ্বানদের পরামর্শ। জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় তিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংহতি আয়ত্ত করায় ব্যয় করেন। কারণ অসুরক্ষিত সারস্বত কৃষ্টি বাঁচে না। ভারতবর্ষের জনবিন্যাসের বিপুল বৈচিত্র্য আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করলে তবেই যুক্তরাজ্যের মহাজাতি আরও মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন তেত্রিশ কোটি দেবতার বিভিন্ন অথচ অবিচ্ছিন্ন গৌরবে। ব্যবচ্ছিন্ন বাংলা যখন হত্যালীলা সামলে উঠছে, তার ঘাড়ে এসে পড়ছে বিপুল উদ্বাস্তু সমস্যা। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি ভারত একতরফা পালন করেছে।

বুদ্ধদেব গুহর তিক্ত উপলব্ধি, 'দণ্ডকারণ্য এবং আন্দামান এই দুই-ই ছিল সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডিত বাঙালির দেশকে ভালোবাসার পুরস্কার।' পুনর্বাসন দপ্তরের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, সঙ্গে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত বাংলাপ্রধান এলাকাগুলি— মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগনার অংশ— বাংলায় সংযুক্ত করার দাবি। তাঁর কথা ছিল সুস্পষ্ট, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের আপসের দায় বঙ্গপ্রদেশ একা বহন করবে না, সকলকে ভাগ করে নিতে হবে। আর, ভারত মহাজাতির বহু একককে 'আপনার সমাদৃত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচতে হবে।'

শ্যামাপ্রসাদ ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবিরোধ সুপ্রসিদ্ধ। উত্তর ভারতের ভাষার 'রাষ্ট্রভাষা' আখ্যা নিয়েও— 'অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য হিন্দুস্থানী শেখা আমাদের উচিত। আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষার জন্য হিন্দী বা উর্দু কী অক্ষর ব্যবহার করা উচিত সে প্রশ্ন আমি এখন তুলিব না।... অদূর ভবিষ্যতে হিন্দি স্বাধীন ভারতের জাতীয় ভাষ্য হইবে।' (রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন, ১৯২৮, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র) শ্যামাপ্রসাদ দাক্ষিণাত্যের বাইরের সেই বিরল সাংসদদের মধ্যে একজন, যিনি অধিবেশনে বলেছিলেন, 'ভারতে হিন্দি একমাত্র ভাষা হতে পারে না।' ভারতবর্ষের ইতিহাস-ভূগোলে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রখর, 'অতীত খুঁড়লে দেখব, এই দেশের সব মানুষকে জবরদস্তি একটি ভাষায় বাধ্য করা কখনো কোনো সংগঠনের পক্ষে সম্ভব হয় নি।' যতবার এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড এক শাসনতন্ত্রের তলায় এসেছে, এসেছে বহুভাষিকতার সঙ্গে একটা বিদেশি ভাষা— তার আধিপত্য নয়, ব্যবহারিকতা— স্বীকার করে নিয়ে। মৌর্যদের কালে গ্রিক, মোগল জমানায় ফারসি। আধুনিক পৃথিবী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল শ্যামাপ্রসাদ আরও বলেছিলেন, 'দেশের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে দেখলে ইংরাজি ভাষাকে বর্জন করার কোনও কারণ নেই।' এ সেই ১৯৪৯-এ হিন্দিকে দ্বিতীয় দপ্তরি ভাষা করার প্রত্যুত্তরে— যার বার্ষিকী 'হিন্দি দিবস' হিসাবে পালিত হয়। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর আপত্তি থেকে সরে আসেননি, 'সংসদের কার্যত সকল সদস্য যে দেবনাগরি লিপিতে হিন্দিকে দফতরি ব্যবহারে মেনে নিল... হিন্দিভাষী অঞ্চল থেকে আসা আমার বন্ধুদের তাতে কৃতার্থ হওয়া উচিত।' নির্দিষ্ট ভাষা বা জনগোষ্ঠীকে নয়, একভাষিক সংকীর্ণতাকে কটাক্ষ।

শ্যামাপ্রসাদের অনুসারীরা কি তাঁর এই মত মনে রেখেছেন? রাখলেই ভালো। পরের কথাগুলি আজও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ— 'হিন্দির মুখপাত্ররা অভয় দিলে বলি... হিন্দির চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয় যে অন্য ভাষাগুলি, তার মানুষদের হিন্দিভাষীদের সমান সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যে বঞ্চনা বিপুলভাবে ঘৃণিত এতদিনের বিদেশি শাসনতন্ত্রও তাদের করে নি।' আজও কাউকে ইংরেজি শিখতে হয়, কেউ মাতৃভাষায় কেন্দ্রীয় পরীক্ষা দিতে পারে। রেলে, ডাক বিভাগে, ব্যাংকে সর্বত্র পরিষেবাতে একই অসাম্য। এরোপ্লেনে হিন্দিভাষীদের জন্য মাতৃভাষায় সুরক্ষানির্দেশ দেওয়া হয়, বাকিদের সুরক্ষা সাধারণত ইংরেজি বোঝার ওপর নির্ভরশীল। শ্যামাপ্রসাদ সংসদীয় পদ্ধতিতে শুরুতেই তার সুরাহা করতে চেয়েছিলেন। এ রাষ্ট্রে বিদেশি ভাষা ব্যতীত সাম্যরক্ষায় গত্যন্তর নেই।

বিভিন্ন সংস্থা, কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে 'রাজভাষা বিভাগ' সকল ভারতীয় করদাতার খরচে কেবল হিন্দি পরিকাঠামোর উৎকর্ষসাধনে ব্যস্ত। শ্যামাপ্রসাদ জানতেন, দৈনন্দিন ব্যবহারে তার শরিকদের আত্মবিশ্বাস না জোগাতে পারলে শুধু সাহিত্যের পাতায় কোনও ভাষা বাঁচে না। তাই ভাষাভিত্তিক রাজ্যবিভাগের সপক্ষে— নেহরুর বিরুদ্ধাচারণ করে, রাজ্যের দপ্তরি কাজে বাংলা ভাষার প্রাধান্যকে নিশ্চিত করেছিলেন।

'কোমল গান্ধার' প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটক লিখেছিলেন, 'সমসময়িক বঙ্গদেশ... রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শ বিনা বিবেচনায় চাপিয়ে দেবার ফলে অবদমিতচিত্ত।' বিশেষত সে আদর্শ যদি কোনও বিশেষ প্রদেশের সংস্কৃতিকেই মাপদণ্ড ধরে নেয়। শ্যামাপ্রসাদ নবগঠিত সংসদের কার্যক্রম নিয়ে ছিলেন তুলনায় আশাবাদী। তিনি সতীর্থদের স্মরণ করিয়েছিলেন, 'জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলিকে মর্যাদার সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে দেবার মধ্যে দিয়ে ঐক্য সাধন করতে হবে।'

প্রচলিত গল্প— উত্তরপ্রদেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠানো হিন্দি চিঠির তিনি (অথবা স্যর আশুতোষ) উত্তর দিয়েছিলেন বিশুদ্ধ বাংলায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অন্য রাজ্যের সম্ভবত অজানা ভাষায় অননূদিত চিঠি লেখা যে ভদ্রতার পরিপন্থী, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের তা মনে হয়নি। উত্তর বুঝতে তাদের কালঘাম ছুটে থাকলে বলব, সমুচিত শিক্ষা হয়েছিল। তর্কাতর্কির চেয়ে এই পন্থাই বেশি কাজের, বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধের পরিচায়ক।

(লেখক আইআইটি ভিলাইতে অঙ্কের গবেষক)

আজ

১৮৬১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ভারতরত্ন এম বিশ্বেশ্বরায়া।

১৮৯০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রহস্য রোমাঞ্চ লেখিকা আগাথা ক্রিস্টি।

আলোচিত

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন বাঙালি। ভিনদেশের মাটিতে গঠন করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। সেখানে হিন্দি ভাষাই ছিল তাঁর যোগাযোগের ভাষা। সুভাষই আমাদের দেশকে 'জয় হিন্দ' স্লোগান শেখান। স্বাধীনতার পর ভারতীয় ভাষাগুলি জাতি গঠন, প্রশাসন এবং উন্নয়নের বার্তা নিয়ে পৌঁছেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। হিন্দি সহ সকল ভারতীয় ভাষা গণজাগরণ, জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতার আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দি ভাষা অন্য কোনও ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। ভাষাগত বৈচিত্র্যই ভারতের প্রধান শক্তি। আমাদের যুবসমাজকে যত বেশি সম্ভব ভাষা শিখতে হবে।

- অমিত শা

ভাইরাল/১

মেহেন্দি লাগালেই বিয়ে পাকা! রিলসের চক্করে রাজস্থানের জয়পুরের মন্দিরে জনসমুদ্র। সোশ্যাল মিডিয়ার একটি রিলসের জেরে মোতি ডুংরি গণেশ মন্দিরে ভিড় জমল হাজার হাজার মানুষের। ৩ ঘণ্টায় সাড়ে ৩ হাজার কেজি মেহেন্দি বিতরণ।

ভাইরাল/২

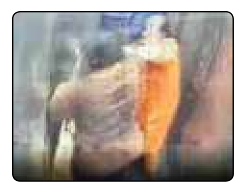

দুই মহিলার হাতাহাতি। গাজিয়াবাদের একটি আবাসনের লিফটের মধ্যে পোষ্য নিয়ে ওঠায় এক মহিলা প্রতিবাদ করেন। আর তাতেই কুকুরের মালকিন রেগে গিয়ে তাঁকে লাঠি দিয়ে মারেন। দুজনের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি। অভিযোগ দায়ের পুলিশে।

জনমন জনমত

ক্ষমতার কাছে প্রশ্ন করা কি অপরাধ?

প্রশ্নের কোনও অস্ত্র নেই, তবু ক্ষমতা তাকে ভয় পায়। কারণ, একটি সত্য প্রশ্ন কখনো-কখনো হাজার অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রশ্ন ক্ষমতার প্রাসাদ ভাঙে না, শুধু তার দরজায় দাঁড়িয়ে জানতে চায়— জবাব কোথায়?

সাধারণ মানুষ যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন তিনি রাষ্ট্রের শত্রু হয়ে যান না, তিনি নিজের অধিকারের কথাই মনে করিয়ে দেন। অথচ ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, ক্ষমতা যখন জবাবদিহি ভুলে যায়, তখন উত্তর দেওয়ার বদলে প্রশ্নকারীকেই অপরাধী বানানোর চেষ্টা করে।

কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, 'বল বীর/ বল উন্নত মম শির!' এই উচ্চারণ শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ডাক নয়, অন্যায়ের সামনে নত না হওয়ারও প্রতীক। যে মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, তিনি একদিন প্রশ্নও তোলেন। আর প্রশ্নহীন আনুগত্যের চেয়ে প্রশ্নমুখর বিবেকই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'। ভয়হীন চিত্তের অর্থ শুধু নির্ভয়ে পথ চলা নয়, নির্ভয়ে সত্যি বলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং প্রয়োজনে ক্ষমতার সামনেও প্রশ্ন রাখা।

কিন্তু আজ প্রশ্নের সামনে ক্ষমতা অনেক সময় যুক্তি নিয়ে আসে না, বরং নিয়ে আসে সন্দেহ। সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায় অপরাধ, ভিন্নমত পরিণত হয় শত্রুতায় আর সত্য উচ্চারণ হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর।

ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মানুষের বিবেক দীর্ঘজীবী। সাময়িকভাবে কারও কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যায়, কিন্তু প্রশ্ন তোলার অধিকারকে চিরদিন বন্দি রাখা যায় না।

তাই প্রশ্ন থাকুক। কারণ প্রশ্ন ক্ষমতার বিরুদ্ধে নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য নয়, রাষ্ট্রকে তার দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। আর যদি সত্যিই এমন এক সময় আসে, যখন ক্ষমতার কাছে প্রশ্ন তোলাই অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, তবে বুঝতে হবে বিপদ প্রশ্নের মধ্যে নয়, বিপদ লুকিয়ে আছে সেই ক্ষমতার মধ্যেই, যা প্রশ্নকে ভয় পায়।

আরিফ সরকার, ছাত্র, হলদিবাড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

অনিশ্চিত জীবন ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী শুধু স্মরণ করার দিন নয়, তাঁকে আবার পড়ার দিন।

অঞ্জন বসু

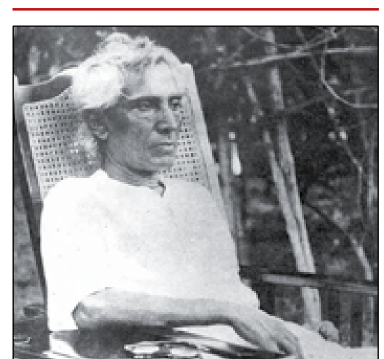

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন এলেই তাঁর জীবনী, উপন্যাসের তালিকা কিংবা জনপ্রিয়তার কথা নতুন করে মনে পড়ে। কিন্তু ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে আরও জরুরি একটি প্রশ্ন, কেন এত বছর পরেও শরৎচন্দ্র আমাদের পাঠের বাইরে চলে গেলেন না? ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দেবানন্দপুরে জন্মেছিলেন তিনি। শৈশবের বড় অংশ কেটেছে ভাগলপুরে, আর্থিক অনটন তাঁর পড়াশোনার পথ বারবার থামিয়েছে। পরে রেঙ্গুনে চাকরি করেছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। সেই জীবনই তাঁকে দিয়েছে এমন এক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, যা তাঁর সাহিত্যের মানুষগুলিকে কাগুজে চরিত্র হতে দেয়নি। জীবনের প্রতিটি বাঁকে ছিল অনিশ্চয়তা। কখনও পড়া থেমেছে, কখনও চাকরি গিয়েছে, কখনও ঘর ছাড়তে হয়েছে। তবু লেখার টান থামেনি। মানুষের জীবনকে কাছে থেকে দেখার সুযোগই ধীরে ধীরে তাঁর সাহিত্যকে দিয়েছে আলাদা মাটি, আলাদা গন্ধ এবং আলাদা বিশ্বাস।

শরৎচন্দ্রের পাঠকেরা তাঁর চরিত্রগুলিকে মনে রাখেন শুধু কাহিনীর জন্য নয়, তাঁদের অসহায়তা, অভিমান, প্রেম ও প্রতিবাদের জন্য। তাঁর নারী চরিত্রগুলি বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়, সামাজিক নিয়ম আর ব্যক্তির ইচ্ছার সংঘাত নতুন কোনও বিষয় নয়। পরিণীতা, পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, গৃহদাহ কিংবা শেষ প্রশ্নে নারী শুধু কারও স্ত্রী, কন্যা বা প্রেমিকা নয়, নিজের সিদ্ধান্ত, সংকট ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপস্থিত। প্রেমের পাশাপাশি শিক্ষা, বিয়ে, পরিবার এবং সামাজিক মর্যাদা নিয়েও তাঁদের প্রশ্ন আছে। আজ নারী স্বাধীনতা, সম্পর্কের স্বাধীনতা, সামাজিক বিচার এবং ব্যক্তিগত পছন্দ নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তার সব উত্তর শরৎচন্দ্রের লেখায় নেই। কিন্তু প্রশ্নগুলি যে নতুন নয়, সেই বোধ তিনি অনেক আগেই তৈরি করে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের আরেকটি বড় শক্তি ছিল প্রান্তিক ও অবহেলিত মানুষের দিকে তাকানোর ক্ষমতা। তাঁর নিজের জীবনও ছিল অভাব, অনিশ্চয়তা ও দেশান্তরের অভিজ্ঞতায় ভরা। রেঙ্গুনে তিনি শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তাঁদের দৈনন্দিন জীবন, সংকট ও সংগ্রাম কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর সাহিত্যেও তাই সমাজের তথাকথিত কেন্দ্রের বাইরে থাকা মানুষের জীবন বারবার সামনে এসেছে। এই কারণেই তাঁর লেখা পড়লে মনে হয়, তিনি দূর থেকে সমাজকে দেখছেন না, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন। বর্তমানের দ্রুত বদলে যাওয়া সমাজেও এই দৃষ্টিটিই মূল্যবান। শহর বদলেছে, কাজের ধরন বদলেছে, অর্থনীতির ভাষা বদলেছে, তবু প্রান্তে থাকা মানুষের অস্বস্তি আজও সহজে শেষ হয়নি। উন্নয়ন, সাফল্য কিংবা সামাজিক মর্যাদার আলোয় যাঁরা সহজে দৃশ্যমান হন না, তাঁদের জীবনও যে সাহিত্যের বিষয় হতে পারে, শরৎচন্দ্র তার বড় উদাহরণ।

আজকের পাঠকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগ আরও একটি জায়গায়। তিনি মানুষের নৈতিক বিচারকে সহজ করে দেননি। তাঁর চরিত্ররা ভুল করে, দ্বিধায় পড়ে, ভালোবাসে, আবার সেই ভালোবাসা থেকে সরে যায়। সমাজ যাকে অপরাধ বলে, ব্যক্তির কাছে তা সবসময় একই অর্থ বহন করে না। ফলে শরৎচন্দ্রকে পড়া মানে শুধু পুরোনো সময়ের গল্প পড়া নয়, নিজের সময়ের মানুষকেও নতুন করে দেখা। তাঁর মানুষগুলি নিখুঁত নয়, আর সেই অসম্পূর্ণতাই আজকের পাঠকের কাছে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। সম্পর্কের ভাঙন, সামাজিক অসমতা, নারীর উপর চাপ, মধ্যবিত্তের সংকট কিংবা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তির নীরব প্রতিবাদ, এসব আজও আমাদের চারপাশে আছে। সময় বদলেছে, মানুষের পোশাক বদলেছে, যোগাযোগের মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু মানুষের ভিতরের টানাপোড়েন ততটা বদলায়নি।

এই কারণেই শরৎচন্দ্রের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী শুধু স্মরণ করার দিন নয়, তাঁকে আবার পড়ার দিন। তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু সহজ ভাষার কৃতিত্ব নয়, মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিই তাঁকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। যে লেখক সাধারণ মানুষের প্রেম, দুঃখ, অপমান, স্বপ্ন এবং ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যের কেন্দ্রে এনেছিলেন, তিনি আজও আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। শরৎচন্দ্রের সময় আর আমাদের সময় এক নয়। কিন্তু মানুষকে বোঝার জন্য মানুষের কাছেই ফিরে যেতে হয়। তাঁর বই এখনও নতুন পাঠকের হাতে পৌঁছায়, নতুন করে পড়া হয়, নতুন প্রশ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। ১৫০ বছর পরেও তাই শরৎচন্দ্র কেবল বাংলা সাহিত্যের অতীত নন, আমাদের বর্তমানেরও এক পরিচিত মুখ।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক। সোনারপুরের বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫০

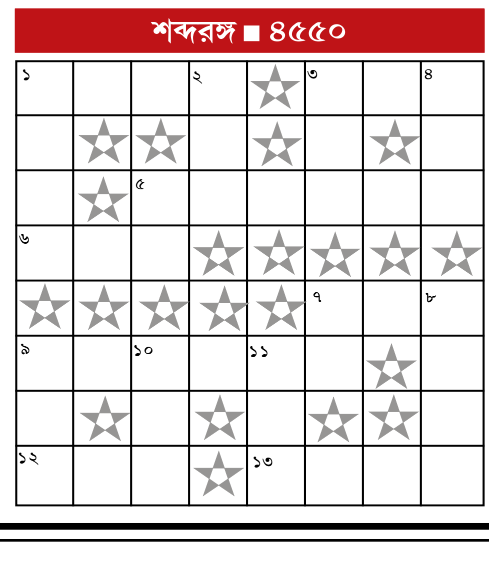

পাশাপাশি : ১। সাধারণত রুপোর তৈরি নূপুরবিশেষ ৩। পরিচ্ছদ, সভ্য বা ভদ্র সমাজের উপযুক্ত জামাকাপড় ৫। খেমটা নাচের দলের পুরুষ গায়ক বা দোহার ৬। স্বামী ও স্ত্রী ৭। পুত্র ও বালক ৯। জয়ধ্বনি, বিজয়ের পরাকাষ্ঠা ১২। সমন, গ্রেপ্তারি পরওয়ানা, আদেশপত্র বা অনুমতিপত্র ১৩। সদ্য-গজানো অঙ্কুর।

উপর-নীচ : ১। মিথ্যাবাদী ২। পা, পদক্ষেপ ৩। ঘি মশলা ইত্যাদি এবং মূলত মাংস সহযোগে রাঁধা সুগন্ধযুক্ত অন্ন ৪। কাপল বর্ণের গোরু, কামধেনু ৫। চাষ-আবাদ ৭। পত্নী ৮। সোঁদল গাছ বা তার ফুল, পদ্মের বীজকোষ ৯। হলদে বা পীতবর্ণ ১০। আড়ম্বরপূর্ণ শোভা, সমারোহ বা জেল্লা ১১। মহা শক্তিশালী, আগ্নেয় ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ, তোপ।

সমাধান ■ ৪৫৪৯

পাশাপাশি : ১। তার্কিক ৪। দগড় ৫। খগ ৭। খদির ৮। খনখন ৯। গদগদ ১১। বান্ধব ১৩। দারু ১৪। বেবুন ১৫। কেতন।

উপর-নীচ : ১। তারিখ ২। কদর ৩। আড়চোখ ৬। গর্জন ৯। গলদা ১০। দস্তাবেজ ১১। বানকে ১২। বচন।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উদ্বেগ বাড়িয়ে ১০ শতাংশে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি

তেলের দামে পুড়ছে পকেট

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : সৌদি আরবের ওপর হুথি জঙ্গিদের ধারাবাহিক হামলার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে। জোগান কমায় অপরিশোধিত তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে। পশ্চিম এশিয়ার উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে ভারতেও শুরু হয়েছে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি। সোমবার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, গত জুলাইয়ে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতির হার ৯.৭৮ শতাংশ থাকলেও অগাস্ট মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৯২ শতাংশে। ২০২২-'২৩-কে ভিত্তি বছর ধরে তৈরি নতুন সূচক অনুযায়ী এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধি। উৎসবের মরশুম শুরুর ঠিক মুখেই খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানি এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্যের দরবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও গভীর হচ্ছে।

সরকারি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, অগাস্টে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জুলাইয়ের ৬.৬৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.০৫ শতাংশ হয়েছে। উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছেছে রেকর্ড ৮.৩৭ শতাংশে। সবচেয়ে বড় লাফ দেখা গিয়েছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে, যেখানে পাইকারি মূল্যসূচক ২০.০৫ শতাংশ থেকে বেড়ে একলাফে ২২.৯৩ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। মন্ত্রক জানিয়েছে, খনিজ তেল, খাদ্যপণ্য, মৌলিক ধাতু এবং রাসায়নিক দ্রব্যের চড়া দামই এই সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

> প্রধানমন্ত্রী ক্রমাগত বলছেন 'সব চাঙ্গা সি' (সব ঠিক আছে), কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষের জন্য 'সব মেহেঙ্গা সি' (সব কিছুই দামি)।
>
> জয়রাম রমেশ

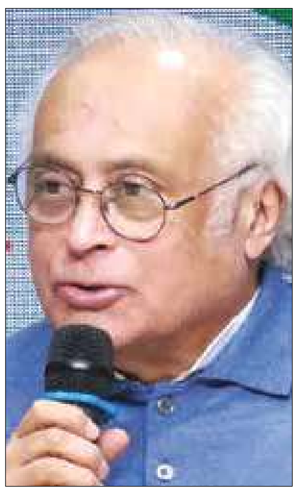

অর্থনীতিবিদদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে জারি উত্তেজনা এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি সরবরাহে বাধার ফলে বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানির দাম এখন ওপরের দিকে রয়েছে, যার সরাসরি আঁচ পড়ছে ভারতের অর্থনীতিতে। 'ইন্ডিয়া রেটিংস অ্যান্ড রিসার্চ'-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ দেবেন্দ্র পন্থ সতর্ক করে বলেছেন, 'পশ্চিম এশিয়ার সংকট দীর্ঘায়িত হওয়া, অপর্যাপ্ত বৃষ্টি এবং টাকার দামে পতনের কারণে অদূর ভবিষ্যতে এই মূল্যবৃদ্ধির চাপ বজায় থাকবে। সেপ্টেম্বর মাসে এটি ১০.২ শতাংশে পৌঁছে যেতে পারে।' 'ইক্রা'-র প্রধান অর্থনীতিবিদ রাহুল আগরওয়াল বলেন, 'চিনির মতো কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক দাম বাড়ার ফলে উৎসবের মরশুমে সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হতে পারে।'

এই ইস্যুতে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। ডব্লিউপিআই সূচক টানা চার মাস ধরে প্রায় ১০ শতাংশের কাছাকাছি অবস্থান করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে প্রধান বিরোধী দল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধির চাপে কোটি কোটি পরিবার বর্তমানে বিপর্যস্ত। 'সিএমআইই'-র পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে তিনি দাবি করেন, এপ্রিল মাস থেকে মানুষের প্রকৃত আয় ৫.৭ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ৯ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। কটাক্ষ করে জয়রাম রমেশের মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী ক্রমাগত বলছেন 'সব চাঙ্গা সি' (সব ঠিক আছে), কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষের জন্য 'সব মেহেঙ্গা সি' (সবকিছুই দামি)।'

ঋতব্রতদের বিধায়ক পদ নাকচের আর্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : তৃণমূলের দলীয় প্রতীক নিয়ে সংঘাতের মধ্যেই এবার বিদ্রোহী শিবিরের বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী শিবির। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ মোট ১০ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে 'স্পেশাল লিভ পিটিশন' (এসএলপি) দাখিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার দিল্লিতে কল্যাণ জানান, বিধায়ক শোভনদেব

সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট-তৃণমূল

চট্টোপাধ্যায় এই আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সাংসদদের ক্ষেত্রে যে আইনি পথ অবলম্বন করা হয়েছিল, বিধায়কদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে সদস্যপদ খারিজের দাবি জানানো হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা আবেদনে ঋতব্রত ছাড়াও নাম রয়েছে অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান, শিউলি সাহা, সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ খান এবং রথীন ঘোষের।

আপাতত এই ১০ জনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ সীমাবদ্ধ রাখছে কালীঘাট শিবির। বাকি বিধায়কদের জন্য ফেরার সুযোগ খোলা রাখা হয়েছে বলে ইঙ্গিত দেন কল্যাণ। তাঁর বার্তা, যাঁরা এখনও কালীঘাটে ফিরতে চান, তাঁদের সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। না ফিরলে তাঁদের বিরুদ্ধেও একই পথে পদক্ষেপ করা হবে।

মঙ্গল দীপ জ্বেলে... গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে 'সিদ্ধিদাতা'র উপাসনা গুয়াহাটিতে। সোমবার।

নকল সূর্য তৈরির দোরগোড়ায় ভারত

গান্ধিনগর, ১৪ সেপ্টেম্বর : বাঙালি গীতিকার বড় স্বপ্ন নিয়ে লিখেছিলেন, ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে...। গরিব কবির বাসি হয়ে যাওয়া সেই স্বপ্ন এতদিনে সত্যি হতে চলেছে। গুজরাটের ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চের 'এসএসটি-১' টোকামাকে ৮২.৬ গিগাহার্ৎজের একটি শক্তিশালী জাইরোট্রন বসিয়ে নকল সূর্য তৈরির গবেষণায় ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করল ভারত।

ইনস্টিটিউটের 'এসএসটি-১' বা 'স্টেডি স্টেট সুপারকন্ডাক্টিং টোকামাক' যন্ত্রে নক্ষত্রের গভীরে ঘটে চলা পরমাণুর ফিউশন প্রক্রিয়াকে ভূ-পৃষ্ঠে অনুকরণ করা হচ্ছে। ক্ষতিকর জ্বালানি না পুড়িয়ে, চরম তাপ ও চাপের মধ্যে হালকা পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে যুক্ত করে বিপুল শক্তি মুক্ত করা এই প্রযুক্তির মূল লক্ষ্য। পারমাণবিক ফিশনের তুলনায় এতে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য অনেক কম তৈরি হয় এবং কাঁচামাল বা জ্বালানিও প্রচুর রয়েছে।

এই পরীক্ষার মূল ভিত্তি হল

পদার্থের অত্যন্ত উত্তপ্ত ও আধানযুক্ত অবস্থা বা প্লাজমা। ল্যাবে প্লাজমার তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ২০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে, যা সূর্যের মূল কেন্দ্রের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি গরম। তবে কেবল উত্তাপ তৈরি করাই শেষ কথা নয়, মূল চ্যালেঞ্জ হল অতি উত্তপ্ত প্লাজমাকে দীর্ঘ সময় ধরে স্থিতিশীল রাখা। ডোনাট (গোলাকার) আকৃতির চেম্বারের শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে প্লাজমাকে দেওয়ালে স্পর্শ করতে না দিয়ে আটকে রাখতে হয়।

নতুন চালু করা ৪০০ কিলোওয়াটের জাইরোট্রনটি মাইক্রোওয়েভ শক্তি পাঠিয়ে প্লাজমাকে অতি উত্তপ্ত অবস্থায় ধরে রাখতে সাহায্য করবে। আগের ৪২ গিগাহার্ৎজ ব্যবস্থার তুলনায় এটি ফিউশন নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞানীদের সক্ষমতা বাড়াল। এটি এখনই সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে না পারলেও, পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব শক্তির অভিমুখে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হতে যাচ্ছে।

মাসুদের মাথার দাম বাড়াল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরে আন্তর্জাতিক আর্থিক নজরদার সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশান টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)-এর বৈঠকের আগে 'পলাতক জঙ্গি' জৈশ প্রধান মাসুদ আজহারের মাথার দাম বাড়িয়ে দেশীয় মুদ্রায় ৭০ লক্ষ টাকা করল পাকিস্তান, যাকে স্রেফ 'অজ্ঞতার ভান' বলে তোপ দেগেছে ভারত।

বর্তমানে দেউলিয়া হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে অর্থ তছরুপ ও সন্ত্রাসবাদে আর্থিক মদতে রাশ টানার দায়িত্বে থাকা এফএটিএফ-এর ধূসর তালিকায় আবার ঢুকে পড়া আটকাতে মরিয়া ইসলামাবাদ। সেই লক্ষ্যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়

খোঁচা ভারতের

তদন্তকারী সংস্থা 'এফআইএ' ২০২৬ সালের 'রেড বুক' বা মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় স্থান দিয়েছে জৈশ-ই-মহম্মদ প্রধানকে। তার সন্ধান দিলে পুরস্কারের অঙ্ক ২০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ পাকিস্তানি টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও ২০২১ সাল থেকেই পাকিস্তানের দাবি, মাসুদ সেদেশে নেই, আফগানিস্তানে পালিয়ে গিয়েছে। প্রকাশিত তালিকায় ২৬/১১ মুম্বই হামলায় লস্কর-ই-তৈবার সাহায্যকারী, লজিস্টিক্স ও অর্থ জোগানদাতা ১৯ জন জঙ্গির নামও যুক্ত করা হয়েছে।

ইসলামাবাদের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে সুর চড়িয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতের সাফ কথা, মাসুদ আজহার এবং লস্কর প্রধান হাফিজ সইদের উপস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারবার 'অজ্ঞতার ভান' করে চলেছে পাকিস্তান। রাষ্ট্রসংঘ-ঘোষিত আন্তর্জাতিক জঙ্গি মাসুদ ২০০১ সালের সংসদ ভবন আক্রমণ, ২০০৮-এর মুম্বই হামলা, ২০১৬-র পাঠানকোট এবং ২০১৯-এর পুলওয়ামা ছকের মূল কান্ডারি। ১৯৯৯ সালে অপহৃত আইসি-৮১৪ বিমানের পণবন্দি যাত্রীদের বাঁচাতে ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাকে। ফলে অক্টোবরের আন্তর্জাতিক পর্যালোচনার মুখে ইসলামাবাদের এই তৎপরতাকে কেবলই চোখে ধুলো দেওয়ার অপচেষ্টা বলে মনে করছে দিল্লি।

তীর্থযাত্রা সাময়িক বন্ধের পর কেদারনাথ পুণ্যার্থীদের উদ্ধারে সেনাবাহিনী। সোমবার রুদ্রপ্রয়াগে।

চিনা সেনা প্রত্যাহার, উত্তর সীমান্তে শান্তি

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : লাদাখ সীমান্তে ভারত ও চিনের মধ্যে চলমান উত্তেজনায় এবার রাশ টানার ইঙ্গিত। ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রকের প্রকাশিত ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ভারতের উত্তর সীমান্তে চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) তাদের সেনা উপস্থিতি 'উল্লেখযোগ্যভাবে' হ্রাস করেছে। দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক পর্যায়ের দফায় দফায় বৈঠকের পর এই ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে বলে জানিয়েছে দিল্লি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সেনা কমালেও চিনের ১০টি 'কম্বাইন্ড আর্মস ব্রিগেড' এখনও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) ও তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রশিক্ষণ এলাকাগুলিতে মোতায়েন রয়েছে। এক একটি ব্রিগেডে প্রায় পাঁচ হাজার করে সৈন্য থাকে। ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর থেকেই দু-দেশ সীমান্তে হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেছিল। পরবর্তীকালে ২০২৪-এর অক্টোবরে টহলদারি সংক্রান্ত নতুন সমঝোতার পর প্যাংগং

- উত্তর সীমান্তে 'উল্লেখযোগ্যভাবে' সেনা কমিয়েছে চিন
- মোদি বলেছেন, 'উন্নয়নের স্বার্থে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা জরুরি'
- চিনের ১০টি ব্রিগেড এখনও এলএসি-তে মোতায়েন থাকায় ভারতীয় বাহিনী যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি
- গালওয়ান, প্যাংগং সো, ডেমচক ও দেপসাং থেকে সেনা অপসারণ

সো, গালওয়ান, ডেমচক ও দেপসাং এলাকা থেকে সেনা অপসারণ (ডিসএনগেজমেন্ট) প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক স্পষ্ট করেছে, সেনা হ্রাসের পরও ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকে মোদি বলেন, 'দুই দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।' যৌথ ঘোষণাপত্রে জানানো হয়েছে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যাতে ছোটখাটো 'মতপার্থক্য' যেন বড় বিবাদে পরিণত না হয়।

একই রিপোর্টে দেশের অন্যান্য অংশের প্রতিরক্ষা চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। মন্ত্রক দাবি করেছে, জম্মু ও কাশ্মীরে বর্তমানে পাথর ছোড়ার মতো ঘটনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এছাড়া, গত বছর রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পর মণিপুরের জাতিগত হিংসা পরিস্থিতিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

মণিপুরে নিহত ৪ কুকি, জখম শিশুও

ইম্ফল, ১৪ সেপ্টেম্বর : ফের উত্তপ্ত মণিপুর। পাহাড়ি রাজ্যের তামেংলং ও ননি জেলায় সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের জোড়া হামলায় দম্পতি সহ কুকি সম্প্রদায়ের চারজন নিহত এবং এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

রবিবার ভোরে তামেংলঙের টোলেন গ্রামে দুষ্কৃতীদের হামলায় লিনজ্যাঙ্গাই সিংসিটের মৃত্যু হয় এবং হাসপাতালে প্রাণ হারান তাঁর স্বামী সেইনেহ সিংসিট। গুলিতে জখম হয় তাঁদের ছ'বছরের পুত্রও। সে এখন চিকিৎসাধীন। বিকালে ননি জেলার লংপি গ্রামে দ্বিতীয় হামলায় রুয়েল গ্যাংটে ও জুলি গ্যাংটে নামে আর এক পুরুষ ও মহিলা প্রাণ হারান। ঘটনাটি ঘটে ১৩ সেপ্টেম্বর কুকি সম্প্রদায়ের 'সাহনিত নি' বা কালা দিবসে। স্থানীয় কুকি সংগঠনগুলির অভিযোগের তির নাগা জঙ্গি সংগঠন এনএসসিএন-আইএমের দিকে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং বলেন, 'নিরীহ নাগরিকদের ওপর এই ধরনের কাপুরুষোচিত হামলা বরদাস্ত করা হবে না।' সাইতুর বিধায়ক হাওখোলেট কিপগেন জানান, 'সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার মৌলিক অধিকার প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে।' কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে কুকি-জো কাউন্সিল জানিয়েছে, 'ভারত সরকার কার্যকর ও কড়া পদক্ষেপ না করলে মণিপুর ফের পূর্ণাঙ্গ সংঘাতের দিকে চলে যাবে।'

ভেস্তে গেল বৈঠক

সৌদিতে হুথি হামলা

রিয়াধ, ১৪ সেপ্টেম্বর : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তাপ ফের বাড়ল। হরমুজ প্রণালী সংক্রান্ত বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বলে ঘোষণা করেছে ওমান ও ইরান। দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির (ইউএই) বৈঠকের পর শান্তির আশা জোরালো হয়েছিল। কিন্তু সোমবার সৌদি আরব, ওমান ও ইয়েমেনে আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে হরমুজ সংক্রান্ত বৈঠকটি ভেস্তে গিয়েছে। একদিকে ইয়েমেনের হুথি জঙ্গিদের নতুন করে সৌদি আরবে রকেট ও ড্রোন হামলা এবং অন্যদিকে তেল পাইপলাইন অচল হয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম প্রায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার জেরে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

সোমবার হুথি জঙ্গিরা দক্ষিণ সৌদির খামিস মুশাইত এলাকার কিং খালিদ বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় বিমানঘাঁটির রানওয়ে, রাডার ও অস্ত্রাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে হুথিদের দাবি। কয়েক দিন আগে হুথিদের লোহিত সাগরের একটি কৌশলগত দ্বীপ দখল এবং সৌদির পূর্ব-পশ্চিম তেল পাইপলাইনে হামলার জবাবে রিয়াধ ইয়েমেনে ৩০০টির বেশি বিমান হামলা চালায়, যার পালটা হিসেবে এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে হুথিরা। বিকল্প তেল পরিবহণ পথটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ৪ শতাংশ জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এরই মধ্যে জর্ডনের মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলায় চিনের গোয়েন্দা উপগ্রহের সহায়তার খবরে ওয়াশিংটন ও বেজিংয়ের মধ্যে কূটনৈতিক পারদ চড়ছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, গত জুলাই মাসে জর্ডনের মুওয়াফফাক সালতি বিমানঘাঁটিতে ইরানের হামলায় তিন

চিনের 'গোয়েন্দা সাহায্য' নিয়ে জল্পনা

মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার আগে ও পরে চিনা সংস্থাগুলি তেহরানকে উপগ্রহ চিত্র সরবরাহ করেছিল।

তবে চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন এই অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ পেশের দাবি করেছেন। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার বিষয়টিকে হালকা করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'সব দেশই একে অন্যের ওপর নজরদারি চালায়। তারা যা করে, আমরাও তাই করি।' ট্রাম্পের এই বক্তব্যে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আসন্ন আমেরিকা সফরের আগে উত্তেজনা প্রশমনের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

নেপালকে ১৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ দেবে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত নেপালের শক্তি-সংকট কাটাতে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ১৮ ঘণ্টায় ৬৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার অনুমোদন দিল ভারত সরকার।

মুজফফরপুর-ঢালকেবার ৪০০ কেভি এবং তানাকপুর-মহেন্দ্রনগর ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে রাত ১২টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত এই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। হিমালয়ের কোলের দেশটির সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় পাহাড়ি এলাকার পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে এবং ১২টির বেশি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে প্রায় ৫৫০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা ব্যাহত হওয়ায় তীব্র বিদ্যুৎ সংকটে পড়ে কাঠমান্ডু।

সহযোগিতার বার্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রক জানিয়েছে, 'এই অনুমোদন কঠিন সময়ে নেপালকে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে এবং দু'দেশের দীর্ঘদিনের শক্তি ক্ষেত্রটিকে আরও সুদৃঢ় করবে।' আগামী ডিসেম্বরে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ২০২৭ সাল থেকে সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। এছাড়াও ৮টি বিশেষ বিমানে ১৩০ টনের বেশি ত্রাণসামগ্রী ও ৫৪ জন বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী পাঠিয়েছে বিদেশমন্ত্রক।

আত্মসমর্পণ তেজপালের

পানাজি, ১৪ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সোমবার গোয়ার মাপুসা আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন 'তহেলকা'র প্রাক্তন সম্পাদক তরুণ তেজপাল। ২০১৩ সালের ধর্ষণ মামলায় বম্বে হাইকোর্ট তাঁকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে। শীর্ষ আদালত গত ২৫ অগাস্ট তাঁকে তিন সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। আত্মসমর্পণ সনদ জমা দেওয়া সাপেক্ষে ২২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে তাঁর আপিল আবেদন শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। এদিন আদালত চত্বর ছাড়ার সময় তরুণ তেজপাল বলেন, 'আমরা আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবারও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব। আমরা নিশ্চিত শীর্ষ আদালত থেকে আমরা ন্যায়বিচার পাব।' এরপর পুলিশ তাঁকে উত্তর গোয়ার কোলভালে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যায়। অন্যদিকে গোয়া সরকার তাঁর সাজা বাড়িয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।

বাদ পড়া যোগ্যদের নিশ্চিত করার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ৬ অক্টোবর। সোমবার মুখ্যনির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামুরুল ইসলাম। সোমবার তিনি চিঠি

জ্ঞানেশকে চিঠি সামিরুলের

দিয়েছেন। তাঁর আবেদন, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর জেরে তালিকা থেকে বাদ পড়া যোগ্য নাগরিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হোক। সামিরুল জানিয়েছেন, রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে বহু ভোটার রয়েছেন যাঁরা তাঁদের আবেদনের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। সামিরুলের বক্তব্য, 'আবেদনগুলি নিষ্পত্তি না করেই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।' তাঁর প্রশ্ন, যে নাগরিকরা ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্য, তাঁরা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কীভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়?

তৃণমূল সাংসদের দাবি, যাঁদের আবেদন যাচাই করে বৈধ বলে প্রমাণিত হবে, তাঁদের প্রত্যেকের নাম দ্রুত ভোটার তালিকায় পুনর্বহাল করে ভোটদানের সুযোগ নিশ্চিত করা হোক। এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে কোনও ব্যক্তির নাম বাদ পড়া মানেই তাঁকে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করার ভিত্তি তৈরি হওয়া নয়। এবিষয়ে রাজ্য সরকারকে যথাযথভাবে অবহিত করার জন্যও কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি।

তরুণীকে তাড়া, আক্রান্ত কার্গিল যোদ্ধা

গুরুগ্রাম, ১৪ সেপ্টেম্বর : গলফ কোর্স রোড থেকে সেক্টর ৫৮, চরম নিরাপত্তাহীনতার ছায়া হরিয়ানার গুরুগ্রাম জুড়ে। একদিকে রবিবার স্পোর্টস বাইকার তরুণীর গাড়িকে তাড়া করে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ছিটকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ, অন্যদিকে গত বৃহস্পতিবার একটি পার্কিং এলাকায় কথা কাটাকাটির জেরে প্রবীণ কার্গিল যোদ্ধাকে পিটিয়ে মাথা ফাটানো ও হাত ভাঙার ঘটনায় তোলপাড় শহর। নির্দোষ দুই নাগরিকের ওপর জোড়া হামলার ঘটনা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই অস্বস্তি বেড়েছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপির।

রবিবার সকালে গলফ কোর্স রোডে নিজের স্পোর্টস বাইকে সঙ্গীদের নিয়ে রাইডে বেরিয়েছিলেন সিয়া নামের এক তরুণী। ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে 'রেবেলহুইলস_সিয়া' নামে তিনি পরিচিত। আচমকাই একটি সাদা সেডান গাড়ি পিছন থেকে তাড়া করতে শুরু করে তাঁকে। চালক ও যাত্রীরা মদ্যপ অবস্থায় বাইক থামানোর হুমকি

দিলে সিয়া গতি বাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু গাড়িটি বেপরোয়াভাবে পাশে এসে বাইকে সজোরে ধাক্কা মারলে তরুণী ছিটকে পড়ে আশঙ্কাজনক ভাবে জখম হন। বাইকটিও ছেঁচড়ে বেশ কয়েক মিটার দূরে চলে যায়। তরুণীর বাইকে লাগানো অ্যাকশন ক্যামেরায় পুরো ঘটনাটি ধরা পড়ে। সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই সমাজমাধ্যমে নিন্দার ঝড় ওঠে। পরে নিজের হ্যান্ডেলে হয়রানির ঘটনা লিখে সিয়া জানান, 'আমার আর কিছু বলার নেই। তবে আজ গুরুগ্রামের রাস্তায় আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করিনি। সবাই দেখলেন কী ঘটেছে। আমি

যত কাণ্ড গুরুগ্রামে

চাই পুলিশ দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।'

ঘাতক মারুতি সুজুকি সিয়াজ গাড়িটির মালিক মণীশ অসমে সেনাকর্মী হিসাবে কর্মরত। তিনি জানান, 'আমি সেনাবাহিনীতে কর্মরত এবং বর্তমানে অসমে রয়েছি। রবিবার কল্যাণ নামে এক বন্ধু আমার পরিবারের কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়েছিলেন।' তাঁর দাবি, ঘটনার সময় গাড়িটি তাঁর বন্ধু কল্যাণ সিং চালাচ্ছিলেন। তিনি ঘটনাটি জানতে পারেন সমাজমাধ্যম থেকে। এদিকে, ভিডিও ও সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে জিরো টলারেন্স নীতিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে গুরুগ্রামের পুলিশ।

অন্যদিকে, গুরুগ্রামের সেক্টর ৫৮-এর এমত্রিএম ম্যাগনাম বিজনেস পার্কের এক রেস্তোরাঁয় সপরিবার নৈশভোজে গিয়ে আক্রান্ত হন ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের অংশ হিসাবে 'অপারেশন সফেদ সাগর'-এর যোদ্ধা বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন অমিতকুমার গুপ্ত। পরিবারের সদস্যদের নামিয়ে তিনি পার্কিং খুঁজতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের সঙ্গে বচসা বাধে। এক কর্মী গাড়ির কাচে ঘুসি মারলে অমিতবাবু বাধা দেন। অভিযোগ, তখনই লোহার রড দিয়ে তাঁর মাথায় সজোরে আঘাত করা হয় ও বাঁ হাত ভেঙে দেওয়া হয়।

রবিবার সেক্টর ৬৫ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রবীণ কার্গিল যোদ্ধা। সেক্টর ৬৫ থানার এসএইচও রামবীর সিং জানান, 'আমরা বিষয়টা হালকাভাবে নিচ্ছি না। প্রাথমিক তদন্তে প্রাক্তন সেনা অমিতের ওপর হামলার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তরাও চিহ্নিত। দ্রুত তাদের ধরা হবে।'

আশীর্বাদের আশায়

গণপতি। অধিপতি। শ্রীগণেশের আরাধনায় টলিউড, বলিউড।

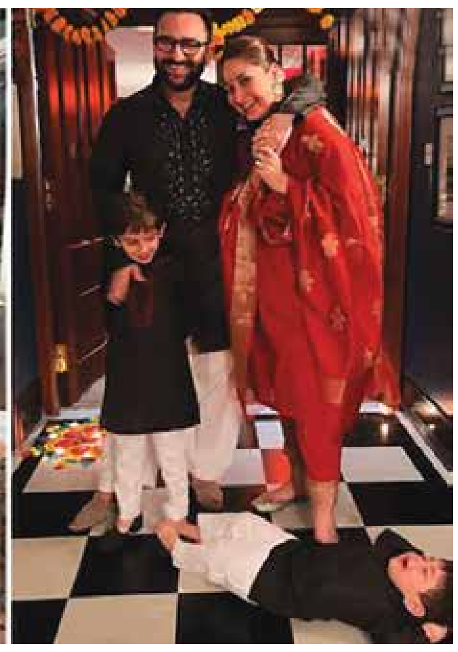

উৎসবের মরশুম। শ্রীগণেশের আগমন। গণপতি উৎসব মহারাষ্ট্রে বিরাট মাপে হয়, মেতে ওঠেন তারকারা, চলতি বছরও সেই দৃশ্যই আবার দেখা গেল।

অক্ষয় কুমার শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, বাপ্পার আগমনে সবার জীবন সুখ আর শান্তিতে ভরে উঠুক।

কাজল এক প্যান্ডালে গণপতির সামনে দাঁড়িয়ে তোলা ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এই শাড়ি আমার মেয়ে নাইসা গিফট করছে, আমার মাথার ফুল (গজরা) দিয়েছে এক বন্ধু, আর এক বান্ধবীর আমন্ত্রণে এই প্যান্ডালে এসেছি। বাপ্পা আমাকে আশীর্বাদ করুন।

উর্মিলা মার্তন্ডকর পোস্টে লিখেছেন, বাপ্পা, সবাইকে নিরাপদে রেখো, কঠিন সময়ে সবাইকে শক্তি দিয়ো, তারা যেন বিশ্বাস করে, তারা একা নয়। এর সঙ্গে মুম্বাইয়ে বাপ্পা দর্শন করতে পারলেন না বলে আক্ষেপ করছেন। জানিয়েছেন, পোস্টের সঙ্গে দেওয়া ছবিটি পুরনো।

করিনা কাপুর, সইফ আলি ও কনিষ্ঠ পুত্র জেহাঙ্গিরের গণেশ মূর্তি বানানোর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এই মূর্তি আমার জেহ বাবা বানিয়েছে। সবাইকে গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা।

শর্বরী ওয়াঘ তাঁর মোরগাঁওয়ের বাড়িতে গণপতি পুজো করছেন। তার সামনে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি বসে আছেন। সেই ছবি পোস্ট করে সবাইকে পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কঙ্গনা রানাওয়াতও গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সঙ্গে দিয়েছেন পুজোর ছবি।

তুষার কাপুরও সাদা কুর্তা পাজামায় সেজে কপালে তিলক লাগিয়ে গণেশ চতুর্থী উদযাপনের ছবি পোস্ট করছেন, সঙ্গে আছে সকলের জন্য শুভেচ্ছা।

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া গণপতির ছবি পোস্ট করে সবাইকে পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শাবানা আজমি।

শ্রদ্ধা কাপুর, অনন্যা পাণ্ডে, কার্তিক আরিয়ান, সলমন খান, সকলেই বাড়িতে গণপতির মূর্তি এনে পুজো করেন, চলতি বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হিনা খান ইকো-ফ্রেন্ডলি গণপতির পূজো করায় জোর দিয়েছেন। শিল্পা শেট্টিও সপরিবারে গণপতির আরাধনায় মেতেছেন, প্রত্যেক বছরের মতোই।

গণপতির আরাধনায় মাতেন টলিউডের তারকারাও। জিৎকে দেখা গেল বাড়ির পুজোয়, পরে আছেন পাজামা পাঞ্জাবি। হাতজোড় করে মগ্ন প্রার্থনায়।

দেব আগে অফিসে পুজো করতেন, এখন বাড়িতেও পুজো করেন। দেখা গেল, আলোয় সাজানো গণপতির পুজোর জায়গায় সুতোর কাজ করা পাঞ্জাবি পরে দেব গণপতির আশীর্বাদ চাইছেন।

হলুদ পাঞ্জাবি পাজামা পরে যশ ও গোলাপি সুটে নুসরতও গণেশ পুজো করেছেন বাড়িতে।

দিতিপ্রিয়া রায়, উষসী রায়, মৈনাক শ্রী গণেশের পুজো করছেন বাড়িতে, তার ছবিও দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

দেবের পুজোয় রুক্মিণী কোথায়?

দেব আর রুক্মিণীর সম্পর্ক কি তাহলে সত্যিই টলোমলো? নাহলে নায়কের বাড়িতে ধুমধাম করে গণেশপুজো হচ্ছে, আর তাঁর প্রেমিকা থাকবেন না, তাই হয় নাকি? 'দেশু ৭' মানে দেব আর শুভশ্রীর নতুন ছবির প্রচারে দেব তাঁর পুরনো সম্পর্ককে ঝালিয়ে তুলছেন, সেই ব্যক্তিজীবনকে হাতিয়ার করছেন, এই অভিযোগ উঠছেই। তাই কি রুক্মিণী তাঁর জীবন থেকে সরে গেছেন?

কিন্তু কোথায় গেছেন তিনি?

আপাতত কলকাতা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে রয়েছেন নায়িকা। হাতে কফির কাপ, দক্ষিণ ওয়েলসের নিউপোর্ট শহরের এক মনোরম দৃশ্য। ইনস্টায় তুলে ধরেছেন রুক্মিণী। জানা গিয়েছে, অক্ষয় কুমারের 'সনক'-এর শুটিং চলছে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে। সূত্রের খবর, এই ছবিতে অক্ষয়ের নায়িকা বঙ্গ সুন্দরী রুক্মিণী। সেই ছবির শুটিংয়েই নাকি ব্যস্ত নায়িকা। তাই আপাতত ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন নয়, রুক্মিণীর ফোকাস তাঁর বলিউড কেরিয়ার। প্রসঙ্গত, 'সনক'-এর পর এটা রুক্মিণীর দ্বিতীয় বলিউড ফিল্ম হতে চলেছে।

এদিকে, এদিন ফেসবুকে গণেশ পুজোর একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন তারকা। লাল-সাদা ফুলে সাজানো মণ্ডপ, সামনে বাপ্পার প্রতিমা। দেবের পরনে সাদা পাঞ্জাবি, সঙ্গে ফুলেল এমব্রয়ডারি করা। একটি ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন দেবের বাবা গুরুপদ অধিকারী এবং বোন দীপালি। পরিবারকে পাশে নিয়ে পুজোর আনন্দে মেতে উঠলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা কোনও ছবিতেই দেখা মেলেনি রুক্মিণীর। এমনকী দেবের পুজো নিয়ে কিছু লেখেনওনি তিনি।

একনজরে সেরা ৫

মাসাবার জন্য

ভিভিয়ান রিচার্ডসের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে মা হয়েছিলেন নীনা গুপ্তা, একাই মানুষ করেছেন মেয়ে মাসাবাকে। সম্প্রতি অভিনেত্রী বলেছেন, 'মাসাবার কাছে ক্ষমা চেয়েছি, ছোটবেলায় ও বাবাকে পায়নি বলে। এর জন্য নিজেকেই দায়ী করি। আমি ওকে সত্যিটা জানিয়েছি। বাইরের লোকের কাছ থেকে শোনার থেকে তা ভালো। ওর বাবার প্রতি কোনও ক্ষোভ নেই।'

দেহরক্ষীর ছেলে

গুরমিত সিং জলি বা শেরা সলমন খানের দেহরক্ষী, তাঁর ছেলে আবির সিংকে এবার লঞ্চ করছেন ভাইজান। ছবির নাম টারজান। তিনি প্রযোজক না অভিনেতা— কোন ভূমিকায় থাকবেন, জানা যায়নি। ছবিতে সুরজ পাঞ্চোলিও থাকবেন। অনেক আগেই ছবির পরিকল্পনা হয়েছিল, সতীশ কৌশিক পরিচালক হতেন। সতীশের মৃত্যুর পর কাজ এগোয়নি।

দিশার কেস

সুশান্ত সিং রাজপুতের ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের মৃত্যুর তদন্তভার নিয়ে সিবিআই নতুন এফআইআর করে ধর্ষণ, হত্যা, ষড়যন্ত্র, প্রমাণ ধ্বংসের অভিযোগ এনেছে উদ্ধব ও আদিত্য ঠাকরে, দিনো মোরিয়া, সুরজ পাঞ্চোলি, দিশার বয়ফ্রেন্ড রোহন রায়, রিয়া ও শৌভিক চক্রবর্তী, প্রমুখদের বিরুদ্ধে। দিশা ২০২০-তে মারা যান। তারপরই সুশান্ত আত্মহত্যা করেন।

এবার তুলসীদাস

তুলসীদাসের জীবন ও তাঁর অমর সৃষ্টি নিয়ে ছবি করবেন বিশাল চতুর্বেদী। ছবির নাম রামবোলা। এ দেশে পৌরাণিক, শাস্ত্রভিত্তিক ছবি করা ও দেখার আগ্রহ অপরিসীম। তবে বিতর্কের জন্য অনেকে এড়িয়ে যান। কিন্তু দু-কোটির ছবি হনুমান অংশ ২৫০ কোটির ব্যবসা করায় সাহস পেয়েছেন বিশাল।

অমিতাভর কৌশল

স্ত্রী জয়ার সাজতে দেরি হয়। তাহলে কোথাও যাবার হলে ? অমিতাভ বচ্চন কেবিসি-তে বলেছেন, 'ধরুন, বিয়েবাড়ি যেতে হবে ছ-টায়, আমি বলি পাঁচটায়। সেইমতো তিনি তিনটে-চারটে থেকে সাজতে শুরু করেন, আর আমরাও সময়মতো বিয়েবাড়ি পৌঁছে যাই।' সবাই তখন হেসে ওঠেন। প্রমাণ হল, এই ছোটছোট কৌশলই তাঁদের দীর্ঘ দাম্পত্যের ভিত।

সলমনের বাড়িতে গণেশপুজো

সুশীলা চরকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলেই যে সেলিম খানের বাড়িতে গণেশ পুজো হয়, তা কিন্তু নয়। সুশীলা চরক, মানে সলমা খানই যে খান-বাড়িতে গণেশ পুজোর উৎস, এ কথাটাই সবাই জানতেন। তবে সম্প্রতি সে ধারণাকে 'ভুল' বলেছেন সেলিম নিজে।

সলমন খানের বাড়িতে ঢুকলেই একটি গণেশ মূর্তি গত পনেরো বছর ধরে রয়েছে। গণেশ চতুর্থীর দিনে সলমন নিজে হাতে গণেশ পুজো করেন। কিন্তু কেন করেন? কারণ তাঁর পরিবারে এই রীতিটি শুরু করেছেন তাঁর বাবা। সেলিম খানের উদার মনোভাব ছেলে সলমনের মধ্যে এসে বর্তেছে।

আসলে সেলিম খান বিয়ের অনেক আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মধ্যে মানুষ। ইন্দোরে যেখানে তাঁর বড় হয়ে ওঠা, সেখানে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন। সবাই মিলে খুব আনন্দ করে দিন কাটিয়েছেন। স্কুলে হিন্দু বন্ধুই বেশি। তবু তাদের সঙ্গে পড়াশোনা করে নিজেকে তাঁর একেবারেই আলাদা বলে মনে হয়নি।

এমনকী হিন্দু মেয়েকে বিয়ে যখন করলেন, তখনও হিন্দু আর মুসলমান দুই রীতি মেনেই বিয়ে করেছেন। তবে বিয়ের আগে থেকেই দুই সম্প্রদায়ের বন্ধুরা একে অন্যের পরবে আনন্দ করতে অভ্যস্ত। সেই রীতি থেকেই গণেশ পুজো শুরু করেছেন সেলিম খান। ধারা মেনে চলেছেন সলমন খান নিজেও।

পরাণ যায় জ্বলিয়া রে ২, আসতেই পারে

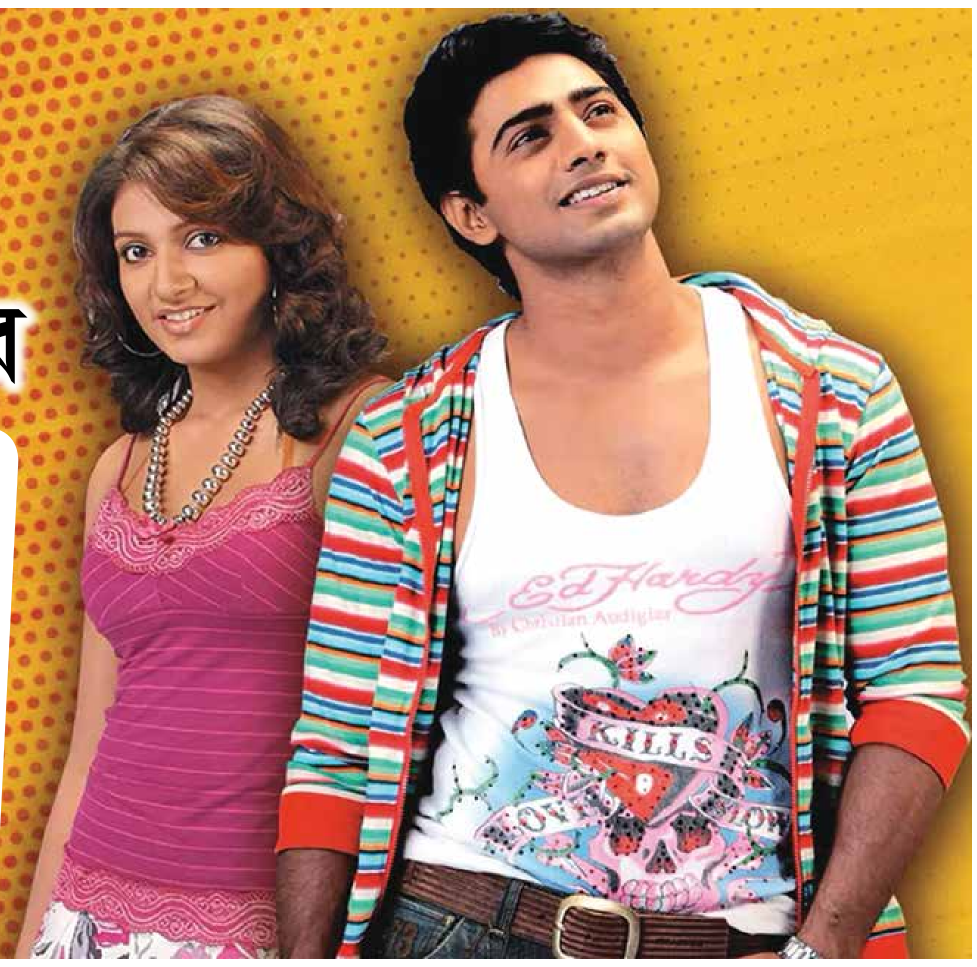

বলেছেন স্বয়ং দেব। দেশু ৭-এ তিনি তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় একসঙ্গে পর্দায় আসছেন। অনুরাগীরা, মিডিয়া সকলেই এই জুটির প্রত্যাবর্তন নিয়ে হইচই করছে। এরকম কথা বারবার শুনছেন ওঁরাও। দেশু ৭-এর পরিচালক দেবই। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ছবির থেকে বেশি কথা হচ্ছে আমাদের কেমিস্ট্রি নিয়ে। অতীতে আমাদের একটা সম্পর্ক ছিল ঠিক কথা, এখন আমরা ভালো বন্ধু। কিন্তু বন্ধু হয়েও ওর সঙ্গে খোলামনে কথা বলতে পারছি না, মজা করতে পারছি না, ভাবছি কে কী বলবে। কে কীভাবে একে ব্যাখ্যা করবে। আমি তো বন্ধুদের সঙ্গে মজা করেই কথা বলি, এখানে তা পারছি না।' তবে আক্ষেপ বা খারাপ লাগার মধ্যেও দেব আর একটা তথ্য দিয়েছেন।

পরান যায় জ্বলিয়া ২-এর আসার কথা বলেছেন তিনি। সরাসরি নয় অবশ্য, ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'দেশু ৭ যদি ব্লকবাস্টার হয়, তাহলে পরান যায় ২ আসতে পারে। যদি এই জুটি হয়, তাহলে বাংলা ছবির স্কেল বড় হবে, ইন্ডাস্ট্রির মোড় ঘুরে যাবে। তাহলে হয়তো জিৎ-কোয়েল বা দেব-কোয়েল জুটিও আসবে। আমাদের টনিক ২-এর শুটিং দক্ষিণ আফ্রিকায় হবে।'

উল্লেখ্য, খাদান ছবিতে ক্রিয়েটিভ ডিরেকশনে ছিলেন, দেশু ৭-এ এ একেবারে পরিচালক। অভিনয়ের সঙ্গে পরিচালনা করছেন কেন-- এই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন দেব। তাঁর কথায়, 'ছবিটা যেভাবে ভিস্যুয়ালাইজ করেছিলাম, সেভাবেই দর্শকের কাছে আনতে চেয়েছিলাম। ছবির রাইটিং টিমও বলল আমাকেই পরিচালনা করতে, তাই ঝুঁকি নিয়েই নিলাম।'

বাংলায় দুর্দান্ত মজার নন ফিকশন

আচ্ছা, রান্নাঘরে আপনি স্টার না ডিজাস্টার! জানেন না তো? এই তারকারাও তা জানেন না। রাঁধতে এলেন যখন, কারও প্যানে আগুন ধরিয়ে ফেললেন, তো কেউ আবার নিজের ওপরেই ডিম ভেঙে ফেললেন। আর সেই প্রোমো যখন সামনে এল, তখন তো দর্শকরা হেসে কুটিপাটি।

'লাফটার শেফস'-এর বাংলা শো নিয়ে আসছে সোনি আট। এই নন ফিকশন শোয়ের সঞ্চালনার দায়িত্বে অঙ্কুশ হাজরা। হিন্দিতে 'লাফটার শেফস' দুর্দান্ত জনপ্রিয়। ভারতী সিং-এর সঞ্চালনায় সেই শো তার তৃতীয় মরশুমে পা দিয়েছে। সঙ্গে আছেন শেফ হরপাল সিং। বাংলায় তারই ছায়া দেখবেন দর্শকরা।

বাংলায় প্রোমোতে এক কাপালিকের বেশে দেখা গিয়েছে অঙ্কুশকে। গায়ে তাঁর কালো রঙের পোশাক। সেইসঙ্গে হাঁড়ি দিয়ে তৈরি মুখ ও বাঁশ ও খড়ের কাঠামো। নাম তাঁর রান্না ভূত। অঙ্কুশ থুড়ি সেই কাপালিক বলে ওঠে, 'হে রান্না ভূত, বাংলার সব বিখ্যাত রাঁধুনিদের আমার কাছে নিয়ে এসো।'

তখনই সেখানে হাজির হন টলিপাড়ার তারকারা। সৌরভ দাস, ইমন চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মিত্র, উষসী রায়, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, শ্যামৌপ্তি মুদলি, সুস্মিত মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক, অন্বেষা হাজরা প্রমুখ। চমকে উঠে অঙ্কুশ বলে ওঠে, 'এ প্রভু তুমি কী করলে, এরা সবাই স্টার, কিন্তু রান্নায় ডিজাস্টার'। দেখা যায় ডিম ভাঙতে গিয়ে নিজের উপরই তা ছড়িয়ে দেন সৌরভ। তো কারও রান্নার প্যানেই ধরে যায় আগুন।

৩ অক্টোবর থেকে রাত সাড়ে ৯টায় সম্প্রচার হবে এই শো।

পুজোমণ্ডপে নজরে ডেঙ্গি মোকাবিলা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরে এবার সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি ডেঙ্গি। জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের দাবি, পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এখনই আত্মসন্তুষ্টির কোনও জায়গা নেই। কারণ, নভেম্বর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে ডেঙ্গি মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং আগামীতে আর কোন কোন ক্ষেত্রে নজর দেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে সোমবার পুরনিগমে এক জরুরি বৈঠক বসে। দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা-সহ একঝাঁক কর্তাব্যক্তির উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকে আয়ুষ্মান ভারত ইস্যুতেও একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হল। নিয়ম মেনে স্প্রে করার ক্ষেত্রে পরিমাপমতো ওষুধ ব্যবহারে জোর দেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে ডেঙ্গি মোকাবিলায় পুজোমণ্ডপেও বাড়তি নজর রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

চলতি বছরে জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত ১২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। গত বছর অবশ্য সেই সংখ্যা খানিকটা হলেও বেশি ছিল। তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে বর্তমান সময় পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২০-র ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। স্বাস্থ্যকর্তাদের দাবি, এই সময় পর্যন্ত ডেঙ্গি খানিকটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বর্তমান সময় থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত দাপট বাড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা পুজোমণ্ডপের দিকে

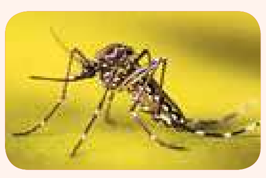

- মণ্ডপের বাঁশে যাতে জল জমতে না পারে, তা নিশ্চিত করা
- মণ্ডপে বাঁশের উপরিভাগ প্লাস্টিক বা আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে
- মণ্ডপের আশপাশে যাতে জঞ্জাল না জমে, সেদিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে

নজর দিতে শুরু করেছেন। জানা গিয়েছে, পুজোমণ্ডপ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাঁশের উপরিভাগ প্লাস্টিক বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কর্তারা জানাচ্ছেন, পুজোমণ্ডপ তৈরির ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরেই বাঁশ মাটিতে পুঁতে রাখা থাকে। এমতাবস্থায় বৃষ্টি হলে বাঁশের উপরিভাগে জল জমে থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সেখান থেকেই অনায়াসে ডেঙ্গির বাহকের বংশবিস্তার হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, প্রতি বছরই নির্দিষ্ট এই সময়কালে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ে। তবে এবার যাতে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব নতুন করে বাড়তে না পারে, সেক্ষেত্রে এখন থেকেই শহরজুড়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নিয়ম করে স্প্রে করার পাশাপাশি জমা জলের প্রতিও নজর রাখা হচ্ছে। তবে পুজোর মরশুমে যাতে মণ্ডপের জন্য পোতা বাঁশে জল জমতে না পারে, সেক্ষেত্রে সঠিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে পুরনিগম ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা যৌথভাবে অভিযানেও নামতে পারেন। এছাড়া পুজোমণ্ডপের আশপাশে ও বিসর্জনঘাটে যাতে জঞ্জালের স্তূপ জমতে না পারে, সেদিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে।

১) গণপতির আরাধনায় মন্ত্রী শংকর ঘোষ। রাজীব মোড়ে।
২) স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণের মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড়।
৩) রেগুলেটেড মার্কেট গণেশপুজো কমিটির আয়োজন।
৪) সেবক রোডের রামকৃষ্ণ মিশনে আরতি।
৫) দেশবন্ধুপাড়ার এক বাড়িতে গণপতির আরাধনা।
সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর, দীপ্তেন্দু দত্ত ও সংগৃহীত।

আরও স্মার্ট হচ্ছে পুজোর ঘোরাঘুরি

ভিড় এড়াতে ডিসপ্লে বোর্ড

দুর্গাপুজোয় শিলিগুড়ির মণ্ডপগুলিতে ভিড় সামলাতে এবং দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর পরিকল্পনা করছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে থাকা এই বোর্ডে মণ্ডপের রিয়েল-টাইম ভিড়, দর্শনের সম্ভাব্য সময়, বিকল্প রাস্তা এবং বিভিন্ন সতর্কতামূলক বার্তা প্রদর্শিত হবে।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে শিলিগুড়ি শহরের বিগ বাজেটের মণ্ডপগুলিতে প্রতিমা দর্শনের লম্বা লাইন থাকে। রাত যত বাড়ে, ভিড় যেন ততই উপচে পড়ে। ভিড়ের কথা ভেবেই অনেক দর্শনার্থী বড় পুজোগুলি এড়িয়ে চলেন। তবে সব মণ্ডপে ভিড় সবসময় সমান থাকে না এবং বাইরে থেকে তা বোঝারও উপায় থাকে না। সেই কারণে বিগ বাজেটের পুজোগুলিতে ঠিক কত মানুষের ভিড় রয়েছে, তা রিয়েল-টাইমে তুলে ধরতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশের তরফে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মণ্ডপে বা লাইনে সেই মুহূর্তে কতটা ভিড় রয়েছে, তা এই ডিজিটাল বোর্ডে দেখা যাবে। ফলে দর্শনার্থীরা আগে থেকেই বুঝতে পারবেন, কোন মণ্ডপের লাইনে দাঁড়ালে কতটা সময় লাগতে পারে। কোনও রাস্তায় অতিরিক্ত জ্যাম থাকলে কোন বিকল্প পথ ব্যবহার করতে হবে, বোর্ডে তা-ও ফুটিয়ে তোলা হবে। পাশাপাশি হারিয়ে যাওয়া শিশু বা ব্যক্তির সন্ধান, জরুরি হেল্পলাইন নম্বর এবং পকেটমার বা অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্কতামূলক বার্তাও এই স্ক্রিনগুলিতে স্ক্রোল হতে থাকবে। বিশেষ ক্যামেরার মাধ্যমে মণ্ডপের সামনের ভিড় গণনা করে সেই সংখ্যা ডিসপ্লে বোর্ডে তুলে ধরা হবে।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার

- ভিড় রিয়েল-টাইমে জানাতে শহরে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বসাবে পুলিশ
- কয়েকজন পুলিশকর্মীকে কলকাতায় পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে পুরো ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য
- প্রতি আধা বা এক ঘণ্টা অন্তর বিশেষ ক্যামেরার মাধ্যমে ভিড় গণনা করে তথ্য আপডেট করা হবে

রাজা বলেন, "কলকাতা পুলিশে থাকাকালীন এমন ডিসপ্লে বোর্ড লাগিয়েছিলাম। দর্শনার্থীদের ভিড় কতটা রয়েছে বা প্যান্ডেলে প্রবেশ করতে কতটা সময় লাগবে, সেগুলি ডিসপ্লে করা হত। সেটি এখানেও করার চেষ্টা চলছে। কয়েকজন পুলিশ আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা কলকাতায় যোগাযোগ করেন। সেখানে পুরো সিস্টেম তৈরি রয়েছে। এখান থেকে কর্মী পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ করানো দরকার। পুরোটার উপর কাজ চলছে, কতটা করতে পারব সেটা সময় বলবে।"

চলতি বছর শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ পুজো দেখতে আসেন। ভিড় সামলাতে প্রতিটি বড় পুজো প্যান্ডেলে পুলিশের ক্যাম্প থাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতি আধা বা এক ঘণ্টা অন্তর বিশেষ ক্যামেরার মাধ্যমে পুলিশকর্মীরা ভিড় গণনা করবেন। সেই তথ্য পুলিশের কন্ট্রোল রুমে পাঠানো হবে। সেখান থেকেই ডিসপ্লে বোর্ডে পুজো কমিটির নাম, বর্তমান ভিড়ের পরিমাণ এবং দর্শনের সম্ভাব্য সময় আপলোড করা হবে। মণ্ডপগুলির দূরত্ব ও যাতায়াতের পথও প্রদর্শিত হবে। স্মার্টফোনে যাতে সহজে সাধারণ মানুষ এই তথ্য দেখতে পান, তার জন্য শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজেও আপডেট দেওয়া হবে। তবে শহরের ঠিক কোথায় এবং কতগুলি ডিসপ্লে বোর্ড বসবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

নাট্যগৃহে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : টিকিয়াপাড়ায় উত্তাল নাট্যগৃহে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। নাট্যগোষ্ঠীর অভিযোগ, জলের পাম্প থেকে শুরু করে নাটকের জন্য ব্যবহার করা কাঁসা-পিতলের সামগ্রী চুরি করা হয়েছে। এছাড়াও নাটকের জন্য ব্যবহার করা কিছু দামি সামগ্রীও চুরি হয়ে গিয়েছে। এমনকি হারমোনিয়ামে থাকা প্রতিটি কর্ড খুলে নেওয়া হয়েছে।

নাট্যগোষ্ঠীর তরফে শুভম চক্রবর্তী বলেন, শনিবার সন্ধ্যায় বৃষ্টির কারণে নাট্যগৃহে আসতে পারিনি। রবিবার সন্ধ্যায় আসার পর সবকিছু ঠিক মনে হলেও বেসিন উলটে পড়ে থাকা নিয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। এরপর সবকিছু ভালোমতো দেখতেই একে একে চুরির ঘটনা সামনে আসে। শুভমের আরও অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা স্টোর রুমের পেছনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। সেখানে লোহার বেশকিছু স্ট্রাকচারও চুরি করা হয়েছে। শুভমের আশঙ্কা, চুরির রাতে পাশেই বন্ধ থাকা বান্ধব সমিতিতেও চুরি হয়েছে। সেখান থেকেই চোরেরা তাঁদের নাট্যগৃহে ঢুকেছিল।

এই ঘটনা শুক্রবার রাতেই ঘটেছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওইদিন রাতে টিনের ওপর তাঁরা তিনজনকে বসে থাকতে দেখেছিলেন। স্থানীয়রা একত্রিত হয়ে তাড়া করায় তারা পালিয়ে গেলেও ভেতর থেকে আওয়াজ আসছিল। নাট্যগোষ্ঠী সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৮ তারিখ রাতেও নাট্যগৃহে চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নাট্যগোষ্ঠী। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

নয় দফা দাবি

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : বিদ্যালয়ে সারপ্লাস শিক্ষক চিহ্নিতকরণ ও বদলি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবি জানিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি দিল এবিটিএ।

অন্যদিকে, নয় দফা দাবি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিলেন হাউস টু হাউস ডেঙ্গি কর্মীরা। সোমবার এই দাবিতে পুরনিগমের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

সেবক রোডের একটি শপিং মলের পার্কিংয়ে গাড়ি বের করা নিয়ে তর্কাতর্কির জেরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হলেন এক নিরাপত্তারক্ষী। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে কালিম্পং ও কোচবিহারের বাসিন্দা দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে।

শপিং মলে রক্ষীকে ছুরি, গ্রেপ্তার দুই

গাড়ি পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে রক্তপাত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : রাতের শিলিগুড়িতে ফের ধারালো অস্ত্রের হামলা। এবার মল চত্বরেই আক্রান্ত হলেন নিরাপত্তারক্ষী। সেবক রোডের একটি শপিং মলের পার্কিংয়ে কর্মরত এক নিরাপত্তারক্ষীকে ছুরিকাঘাত করার অভিযোগ উঠল দুই তরুণের বিরুদ্ধে।

রবিবার গভীর রাতে ওই শপিং মলের ভেতরে অবস্থিত একটি পাব থেকে বেরিয়ে পার্কিং এলাকার একটি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন দুই তরুণ। একটি গাড়ি পার্কিং থেকে বের হওয়ার সময় ওই নিরাপত্তারক্ষী তাঁদের সরে দাঁড়াতে বলেন। তাতেই শুরু হয় বচসা। অভিযোগ, তর্কাতর্কির মাঝেই এক তরুণ ব্যাগ থেকে ধারালো ছুরি বের করে ওই নিরাপত্তারক্ষীর ওপর চড়াও হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর বুকে ও শরীরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায় সেলাই করতে হয়েছে।

ঘটনাটি ঘিরে রাতের শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর আগে মাটিগাড়ার একটি শপিং মল এবং এবার সেবক রোডের মলে পাবকে কেন্দ্র করে তুচ্ছ কারণে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন শহরবাসী। তরুণেরা কী উদ্দেশ্যে সঙ্গে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তিত পুলিশও।

মাটিগাড়ার ঘটনার মতো সেবক রোডের এই ঘটনার পেছনে বহিরাগতদের যুক্ত থাকার তথ্য সামনে এসেছে। ধৃত দুজন হলেন

- পাব-ফেরত দুই তরুণকে সরতে বলায় নিরাপত্তারক্ষীর ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা
- বুকে ও শরীরে গুরুতর আঘাত পাওয়া ওই নিরাপত্তারক্ষী বর্তমানে আশঙ্কাজনক
- গভীর রাতে শহরের নিরাপত্তা এবং অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানোয় ফের প্রশ্ন উঠছে

কালিম্পংয়ের বাসিন্দা সাহিল খান এবং কোচবিহারের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দাস। প্রসেনজিৎ সম্প্রতি দার্জিলিং মোড় এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ঘটনার পর খবর পেয়েই এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করে পুলিশ। সকালে মলের সিকিউরিটি ইনচার্জের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ঘটনার সূত্রপাত রাত ১১টার পর। মল বন্ধ হয়ে গেলেও ভেতরে পাব খোলা থাকায় পার্কিং চত্বরে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন রাখা হয়। গভীর রাতে গাড়ি বের করাকে কেন্দ্র করে প্রায়ই সমস্যা তৈরি হওয়ায় তা সামাল দিতেই দায়িত্বে ছিলেন কর্মীরা। আহত নিরাপত্তারক্ষীর সহকর্মীরা জানান, ওই দুই তরুণ বেশ কিছুক্ষণ ধরে পার্কিং এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিল। একটি গাড়ি বের হওয়ার সময় বাধা সৃষ্টি হওয়ায় বারবার হর্ন দিলেও তারা সরছিল না। নিরাপত্তারক্ষী এগিয়ে গিয়ে অনুরোধ করতেই ঝামেলা বাঁধে।

হঠাৎ করেই ধারালো অস্ত্র বের করে কোপ বসানো হয়। এই ঘটনার পর নাইটলাইফ, পাব ও মলের নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে কর্মীদের মধ্যে। নিরাপত্তারক্ষী মণীশ বারুই বলেন, 'সত্যি বলতে, এখন কাউকেই কিছু বলতে ভয় করছে। কার মাথায় কী ঘুরছে, তা তো আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়।'

পৃথিবীর পাঠশালা

সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি

মঙ্গল গ্রহের বুকে অবস্থিত অলিম্পাস মনস হল আমাদের পুরো সৌরজগতের সবচেয়ে বিশাল পর্বত ও আগ্নেয়গিরি। এর উচ্চতা প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার, যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি উঁচু। এটি এতই চওড়া যে এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব গোটা ফ্রান্স দেশের সমান। কম অভিকর্ষ বল এবং টেকটনিক প্লেট না থাকার কারণেই লাভা জমে কোটি কোটি বছর ধরে এই অতিকায় পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

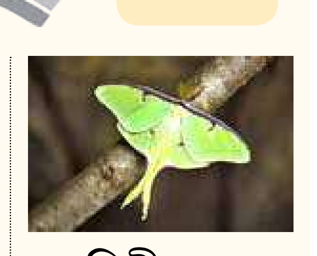

মুখবিহীন সুন্দর লুনা মথ

উজ্জ্বল সবুজ রঙের ডানা আর পেছনের লম্বা লেজওয়ালা লুনা মথ দেখতে অসম্ভব সুন্দর। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মথ হিসেবে জন্ম নেওয়ার পর এদের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, এদের কোনও মুখ বা পরিপাকতন্ত্র থাকে না। এরা কোনও খাবার খেতে পারে না। শুঁয়োপোকা অবস্থায় শরীরে যেটুকু শক্তি জমা করে, তা সম্বল করে এরা মাত্র এক সপ্তাহ বাঁচে। এই সাতদিনের মধ্যে এদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে সঙ্গীর খোঁজ করা এবং ডিম পাড়া।

জোড়া লাগা কংক্রিট

প্রাচীন রোমের তৈরি প্যান্থিয়ন বা জলবাহী কৃত্রিম নালাগুলো হাজার হাজার বছর ধরে ঝড়ঝাপটা সহ্য করেও আজও অটুট দাঁড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে রোমানরা কংক্রিট তৈরির সময় আগ্নেয় ছাই এবং চুন ব্যবহার করত। এর ভেতরে চুনের ছোট ছোট দানা থেকে যেত। কংক্রিটে সামান্য ফাটল ধরলে বৃষ্টির জল ঢুকলেই সেই চুন রাসায়নিক বিক্রিয়া করে চুনপাথর তৈরি করত এবং ফাটলগুলোকে নিজে থেকেই ভরাট করে ফেলত।

মুখ বাড়িয়ে শিকারি হাঙর

সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে থাকা গবলিন হাঙর দেখতে অত্যন্ত অদ্ভুত ও ভয়ংকর। এদের মুখের ওপরের দিকে খড়গের মতো চ্যাপ্টা একটি অংশ থাকে। কিন্তু এদের আসল শিকারের কৌশল হল এদের নমনীয় চোয়াল। কোনও শিকার সামনে এলে এরা চোখের পলকে নিজের চোয়ালটি শরীর থেকে প্রায় পুরোটা বাইরের দিকে ছুড়ে বের করে শিকারকে কামড়ে ধরে। এই অদ্ভুত গতির কাছে অন্ধকার সাগরের দ্রুতগতির ছোট মাছেরাও নিমেষে পরাস্ত হয়।

লাভ-ক্ষতিপূরণ নয়, নিজেদের পরিচয় রক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ

তিব্বত নিয়ে ব্রিকসের নীরবতা

শুভদীপ ব্যানার্জি

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : ঢাকঢোল পিটিয়ে ব্রিকস সম্মেলনের জমকালো আয়োজন দেখল নয়াদিল্লি। তবে, পাদপ্রদীপের অন্ধকারেই থেকে গেল ভারতে আশ্রিত তিব্বতি সরকারের যাবতীয় দাবিদাওয়া। ব্রিকস চলাকালীন উত্তর দিল্লির মজনু কা টিলা এবং প্রগতি ময়দান সংলগ্ন পুরানা কিলার কাছে কড়া পুলিশি নজরদারিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করে 'স্টুডেন্টস ফর ফ্রি টিবেট' নামে একটি সংগঠন। স্বাধীন তিব্বতের দাবির পাশাপাশি 'গণহত্যার সমনাম শি জিনপিং', 'তিব্বতের মাটিতে পরিবেশ হত্যা বা ইকোসাইড বন্ধ হোক' স্লোগান ওঠে।

চিনের প্রতিনিধিদলের গায়ে অবশ্য সেই প্রতিবাদের আঁচ লাগতে দেয়নি ভারত সরকার। তবু দেশে প্রকৃত স্বশাসন এবং নিজেদের পরিচয় ও পরিবেশ রক্ষার দাবি থেকে এক পা-ও সরবেন না বলে দৃঢ়সংকল্প তিব্বতিরা। সোমবার নয়াদিল্লির দপ্তরে সেকথাই জানালেন তিব্বত সরকারের মুখপাত্র জিগমে শেরিং। আগামী বছরের ব্রিকস আয়োজনের ব্যাটন হাতে নিয়েছে চিন। এবারের সভায় শান্তি এবং আলাপ-আলোচনার ব্যতিক্রমী বার্তা দিয়ে গিয়েছেন সেদেশের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং।

ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতেও শোনা গিয়েছে দিল্লি-বেজিং দূরত্ব আরও কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি। বাণিজ্যে উন্নতি তো বটেই, যে কোনও সমস্যায় আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিকে, যে ১৪০টি বিষয়ে সহমত পোষণ করে নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে সই করলেন ১১ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা, তাতে প্যালেস্তাইনের সমস্যাও এসেছে। কিন্তু সেই সৌভাগ্য হয়নি তিব্বতের মানুষের।

■ ব্রিকস চলাকালীন কড়া পুলিশি নজরদারিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করে 'স্টুডেন্টস ফর ফ্রি টিবেট' নামে একটি সংগঠন

■ উত্তরবঙ্গের পাহাড়, সমতল, তরাই এবং ডুয়ার্সের অনেক মানুষের মধ্যে তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব রয়েছে

■ বৌদ্ধ মন্দির, গুম্ফা, মনাস্টেরিতে নিজেদের ধর্মপালন করেন তিব্বতিরা

তিব্বত সরকারের মুখপাত্র শেরিং বললেন, 'ব্রিকসের যৌথ ঘোষণাপত্রে আমাদের দাবিদাওয়া স্থান পাবে, সেই আশা আমাদের ছিল না। তাই বলে আমরা এমন কোনও হিংসাত্মক প্রতিবাদ কর্মসূচি করিনি যাতে বিশ্বমঞ্চে ভারত লজ্জায় পড়ে। আমরা চাই, এমন আলোচনা হোক পৃথিবীজুড়েই। আমরা শান্তি এবং প্রগতির পক্ষে। ভবিষ্যৎ যতই দীর্ঘ হোক, আমরা আমাদের দাবি থেকে সরছি না।'

উত্তরবঙ্গের পাহাড়, সমতল, তরাই এবং ডুয়ার্সের অনেক মানুষের মধ্যে তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব রয়েছে। বৌদ্ধ মন্দির, গুম্ফা, মনাস্টেরিতে নিজেদের ধর্মপালন করেন তিব্বতিরা। দেশের মানুষের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন। নিয়মিত খবর রাখেন নতুন প্রজন্মের তরুণরা। শেরিংয়ের মতে, 'চিনের সরকার আসলে বিস্তারপন্থী কর্পোরেট সংস্থার ধাঁচে কাজ করে।'

তাঁর কথায়, 'ওরা একটা বড় দেশ চালাতে চায়। তার জন্য বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ পেতে তারা তিব্বতের ওপর নির্ভরশীল। তাই তিব্বতে সব ধরনের খননকার্য, আগ্রাসী কায়দায় দৈত্যাকৃতি সব নদীবাঁধ তৈরি করছে বেজিং।এতে প্রকৃতির কোপে পড়ছে নেপাল, ভুটান, ভারত, বাংলাদেশের মতো দেশগুলো। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিক ঘটনা হলেও নেপাল বিপর্যয় উঠে আসেনি এবারের ঘোষণাপত্রে।'

তিব্বতের প্রবাসী সরকারের বক্তব্য, 'আমরা চিনের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই প্রকৃত স্বশাসন চাই। আমরা চিনা সরকারের থেকে লভ্যাংশ বা ক্ষতিপূরণ- কোনওটাই চাই না। আমাদের লড়াইটা সংস্কৃতি, ভাষা আর নিজেদের পরিচয় রক্ষার।'

ঢাকে কাঠি

প্রথম পাতার পর

তখন আরতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ছেলেকে কাঁধে তুলে সেই দৃশ্য দেখাচ্ছিলেন খোকন দে। দুই হাত জোড় করে গণপতি বাপ্পাকে দেখে বারবার প্রণাম ঠুকছিল ইশান। আরতি শেষে প্রসাদ পেয়ে তার আনন্দ বাড়ল দ্বিগুণ নয়, যেন চার গুণ।

সন্ধ্যায় শহরবাসীর বড় অংশের নজর ছিল ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ডে বছরের পর বছর আয়োজিত গণেশপুজোর দিকে। উদ্বোধনের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা আগেই বিধান রোডে ভিড় জমতে শুরু করে। উৎসাহ এতটাই ছিল যে অনেকে ডিভাইডারের উপরেও দাঁড়িয়ে পড়েন। 'এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? পা ব্যথা করছে না?' প্রশ্ন করতেই দুই বান্ধবী স্নেহা সাহা, আমাণ্ডা লেপচার সমবেত উত্তর, এত সুন্দর মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। গণপতির দর্শন না করে কীভাবে যাই? মণ্ডপের উদ্বোধনের পরেই অন্য দর্শনার্থীদের সঙ্গে গলা মেলালেন তাঁরা, গণপতি বাপ্পা মোরিয়া, মঙ্গল মূর্তি মোরিয়া।

উৎসবের এই ভিড় সামলাতে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি ট্রাফিক প্রশাসনকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রাফিকে ১৫ জন অফিসার সহ ৪০ জন পুলিশকর্মীকে নির্দিষ্ট যানজটপ্রবণ রাস্তায় নামানো হয়েছিল। তবু গোষ্ঠী পাল মূর্তির মোড় থেকে ভুটিয়া মার্কেটের রাস্তায় যানজট বেড়ে যায়। টোটো ও গাড়িগুলিকে কিছুটা সময় সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হয়। বিধান রোডেও মণ্ডপ উদ্বোধন ঘিরে যানজট হয়।

হিলকার্ট রোডেও গতি থমকে যায়। পশুপতি সেবা সংস্থার পুজোমণ্ডপের পাশের মঞ্চে এসএসবি ফ্রন্টিয়ারের গানের অনুষ্ঠান ঘিরে ভিড় জমে। নাইট আউল অ্যাসোসিয়েশনের মণ্ডপ থেকে শুরু করে শহরের প্রায় সমস্ত মণ্ডপের কাছেই দেখা যায় একই ছবি। হিলকার্ট রোডের যানজটে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন বিরাজ সরকার। কিন্তু মঞ্চের সামনে পৌঁছাতেই সেই বিরক্তি বিলকুল উধাও। মাইকে তখন গান ভেসে আসছে, 'অ্যায় মেরে বতন কে লোগোঁ।' রাস্তার ধারে বাইক রেখে কিছুক্ষণ গান শুনে আবেগতাড়িত হয়ে বিরাজ বললেন, 'সত্যি ওঁদের জন্যই আমরা এত নিশ্চিন্তে আনন্দ করতে পারছি।' টুকরো টুকরো এমন ছবিতেই শারদ-কোলাজের শুরু। বাবুপাড়ার একটি পুজোমণ্ডপে ছেলের সঙ্গে এসে জগন্নাথরূপী গণেশকে দেখে বছর ষাটের লীলা রায় বলে উঠলেন, 'ভগবানের কী মাহাত্ম্য। জগন্নাথ, গণেশ একসঙ্গে। ধন্য।'

উৎসব মানেই খাবার। গণেশপুজোর সন্ধ্যাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লাগাতার অভিযানে মেয়াদ উত্তীর্ণ সস, মশলা মিলেছে। উদ্ধার হয়েছে পচা মাংসও। কিন্তু তাতে কী! উৎসবের আনন্দে তা বিন্দুমাত্র ছেদ ফেলেনি। রাস্তার পাশের ফুড স্টল থেকে রেস্তোরাঁর এয়ারকন্ডিশনড ঘর, সর্বত্রই উপচে পড়ল ভিড়। রোল, মোমো, চাউমিনের গন্ধ ভেসে বেড়াল বাতাসে। খাওয়া শেষে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে কমবেশি সকলেরই এক কথা, 'অত ভেবে জীবন চলে নাকি!'

জলবায়ু

প্রথম পাতার পর

দায় ঠেলাঠেলির বদলে হাতে হাত রেখে দুনিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এগোনোর বার্তা দিল ব্রিকস সম্মেলনে ১১টি দেশের যৌথ ঘোষণাপত্র। যেখানে নাম না করে ইউরোপ এবং আমেরিকাকে নিশানা করা হয়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রতি বছর যুদ্ধ এবং সামরিক খাতে খরচ করে পশ্চিমী দুনিয়া, তা দিয়ে পরিবেশ রক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়। যে উদ্যোগের সুপ্রভাব দেখা যেতে পারে উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন হিমালয়ের পাহাড়ি অঞ্চল ও ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ঘন জঙ্গল এলাকায়। তাতে নিশ্চিত হবে বিপন্ন বন্যপ্রাণের সুরক্ষাও।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়ার কলাবস্তিতে মহানন্দা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় সোমবার চাঞ্চল্য ছড়াল। বিকেলে স্থানীয় বাসিন্দারা দেহটি ভেসে আসতে দেখেন। খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

জখম শিশুকন্যা

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য খোঁড়া গর্তে এক শিশুকন্যা পড়ে যাওয়ায় সোমবার বিকেলে ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। জখম শিশুকন্যার চিকিৎসা চলছে মেডিকেলে।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকরা গত দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এরপর সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিককে স্মারকলিপি তুলে দেন বিক্ষোভকারীরা।

জখম ২

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতে বাইক ও স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক মহিলা ও এক তরুণ গুরুতর জখম হয়েছেন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দেবীডাঙ্গায়। পুলিশ ও স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসে গণেশবন্দনা। সোমবার।

রাজপথে রোবট

প্রথম পাতার পর

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) এবং পোল্যান্ডের 'নাস্ক'-র যৌথ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গোটা বিশ্বে প্রতি চারটি চাকরির মধ্যে অন্তত একটিতে জেনারেটিভ এআই-এর সরাসরি প্রভাব পড়তে চলেছে।

যদিও গবেষকরা বলছেন, চাকরি পুরোপুরি উধাও হওয়ার চেয়ে আগামীদিনে কাজের ধরন বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। পোল্যান্ড অবশ্য এই বিপদের মোকাবিলায় ইতিমধ্যে কোমর বেঁধেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'এআই অ্যাক্ট'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গত জুলাই মাসে তারা নিজেদের জাতীয় এআই আইনে সই করেছে।

মোদ্দা কথা হল, যন্ত্ররা এখনও মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেনি ঠিকই, কিন্তু মানুষ যন্ত্রকে ব্যবহার করে একটা সময়োপযোগী বার্তা ছুড়ে দিয়েছে সমাজের দিকে। প্রযুক্তির গতি যখন রকেটের মতো ছুটছে, তখন কাউকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়াটা বোকামি। উদ্ভাবন যতই স্মার্ট হোক না কেন, মানুষের বিচারবুদ্ধির বিকল্প হতে পারে না। তাই যন্ত্রের গতি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই এআই-এর রাশ টানা কতটা জরুরি- এই বিক্ষোভ যেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

উত্তরের আরও চার শহরে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার ও শিলিগুড়ির পর এবার উত্তরবঙ্গের আরও চারটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করা হচ্ছে। ফলে এই শহরগুলিও এবার তারের জঞ্জাল থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিশ্ব ব্যাংক এই চারটি শহরে কাজের জন্য রাজ্যকে প্রায় ৫১৩ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে। এরই মধ্যে দার্জিলিং সহ চারটি পার্বত্য শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করার প্রস্তাব বিশ্ব ব্যাংকের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সূত্রের খবর, চলতি আর্থিক বছরেই এই চার পার্বত্য শহরের জন্যও বরাদ্দ অনুমোদন হয়ে যাবে। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির উত্তরবঙ্গের এক শীর্ষ কর্তা বলেছেন, 'শিলিগুড়ি শহরে প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নভেম্বর মাসের মধ্যেই এর কাজ শেষ হয়ে যাবে। বাকি শহরগুলিতেও এই অর্থবর্ষেই কাজ শুরু করার চেষ্টা চলছে।'

গ্রিড আধুনিকীকরণ প্রকল্পে শিলিগুড়ি শহরে প্রথম পর্যায়ে ১৯টি ওয়ার্ডের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করার কাজ ২০২৪ সালে শুরু হয়েছিল। সেই কাজ প্রায় শেষের পথে। তবে বিশ্ব ব্যাংক শিলিগুড়ির জন্য বাড়তি প্রায় ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় সেই টাকায় মহানন্দা নদীর ওপারে হিলকার্ট রোডের দু'ধারের সমস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করার কাজ চলছে। এই পুরো কাজ নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক।

সম্প্রতি রাজ্যের আরও সাতটি শহরের প্রকল্পও অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, জয়গাঁ এবং বালুরঘাট শহর রয়েছে। সূত্রের খবর, প্রথম পর্যায়ে জলপাইগুড়ির জন্য ১৫১ কোটি, আলিপুরদুয়ারের জন্য ১৩০ কোটি, জয়গাঁর জন্য ১০০ কোটি এবং বালুরঘাটের জন্য ১৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই চারটি শহরে কাজের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই চার শহরে কাজ শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিকের মতো পর্যটন শহরগুলিও তারের জঞ্জালে ভরে গিয়েছে। প্রচুর পর্যটক এই শহরগুলিতে আসেন। ফলে এই শহরগুলিকে সাফসুতরো রাখতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজও হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, পাহাড়ের চারটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করার জন্য ইতিমধ্যেই বিশ্ব ব্যাংকের কাছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। চারটি শহরে এই প্রকল্পের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৩৭৭ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে।

■ দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে

■ প্রথম পর্যায়ে ৩৭৭ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে

■ চলতি আর্থিক বর্ষেই এই বরাদ্দ আসবে বলে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আশা

দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরির বক্তব্য, 'বিদ্যুৎ সরবরাহ মাটির তলা দিয়ে হয়, তাহলে শহর অনেকটাই সাফসুতরো হবে।'

বর্ধিত নম্বর

প্রথম পাতার পর

পুর প্রশাসক বললেন, 'ওয়ার্ড সংখ্যা ৪৭ থেকে ৬৩ হতে চলেছে। নিয়ম মেনে একাধিক ওয়ার্ড ভেঙে নতুন ওয়ার্ড তৈরি করা হবে। শীঘ্রই সীমানা নির্ধারণের কাজ করা হবে। নতুন করে যে ওয়ার্ডগুলি তৈরি হবে, সেগুলি ৪৮ থেকে চিহ্নিতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।'

পুরকর্তাদের ব্যাখ্যায়, ওয়ার্ডগুলিকে সমানভাবে ভাগ করা যাবে না। সামান্য ছোট-বড় হতে পারে। সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বড় অংশের ওয়ার্ডটির নম্বর পরিবর্তন করা হবে না (১ ভাঙলে বড়টির নম্বর ১ থাকবে)। অপেক্ষাকৃত ছোট অংশটি নতুন সংখ্যায় চিহ্নিত হবে (৪৮ থেকে ৬৩-এর মধ্যে যে কোনও একটি)। অর্থাৎ ১ থেকে ৪৭-এর পর নতুন যে ১৬টি ওয়ার্ড তৈরি হতে চলেছে, সেগুলি ৪৮ নম্বর থেকে চিহ্নিতকরণ হতে চলেছে। সূত্রে খবর, সেই কাজ সম্পন্ন হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাত ধরে।

পুরনিগমের সংযোজিত এলাকার ওয়ার্ডগুলি আয়তনের দিক থেকে যথেষ্ট বড়। বিগত কয়েক বছরে ব্যাপক হারে শিলিগুড়িতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিভিন্ন সময় নাগরিক পরিষেবা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত বড় ওয়ার্ডগুলি ভেঙে ছোট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরমধ্যে ৪০ এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড বিভাজিত হয়ে তিনটি করে ওয়ার্ড তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। অন্যদিকে, ১, ৪, ৫, ২৪, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এই মুহূর্তে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ, নতুনভাবে সীমানা নির্ধারণ। সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সেই কাজ সম্পন্ন করতে এদিন পুরনিগমের অধিবেশন কক্ষে বৈঠক হয়। সেখানে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক (এলআর), শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া ও রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সহ পুরনিগমের একাধিক কর্তা উপস্থিত ছিলেন। ম্যারাথন বৈঠকে ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ ইস্যুতে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, বুথ না ভেঙেই নতুন ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ শেষের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

চলতি মাসের ২১ তারিখের মধ্যে ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করে জেলা শাসকের কাছে পাঠাতে হবে। রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখার পর জেলা প্রশাসনের তরফে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হবে। নির্বাচন কমিশন ওই রিপোর্টে চূড়ান্ত সিলমোহর দিলেই শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকা ৪৭ থেকে ৬৩ হয়ে দাঁড়াবে।

২১তম সমাবর্তন

আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরার ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১তম সমাবর্তন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু এবং প্রধান অতিথি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী শ্রীভারী চন্দ্রশেখর। রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষার 'সম্ভাবনার কেন্দ্রশক্তি' বলে প্রশংসা করেন। এ বছর মোট ১,৪৬৭ জন শিক্ষার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। এর মধ্যে ১৭৬ জন পেয়েছেন 'ডিস্টিংশন'। গবেষণায় সাফল্যের জন্য ৭ জনকে পিএইচডি এবং ৪৪ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। এমএসসি (পদার্থবিজ্ঞান)-এর ছাত্রী সুপ্রীতি ঘোষ ১০ সিজিপিএ পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে, এলএলএম পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জন করায় সুরজ দাসকে বিশেষ 'অধ্যাপক সুদর্শন পূজারি মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল' দেওয়া হয়।

জগদীশের দাবিতে জল

প্রথম পাতার পর

দিনে ৫৬ জন বিজেপি কর্মী খুন, বিজেপি কর্মীকে গণধর্ষণ, বাড়ি ভাঙচুর, থুতু ফেলে চাটানো, মাথা নেড়া করা, অটো-টোটো স্ট্যান্ড থেকে ছেলেদের বের করে দেওয়া ইত্যাদি বিজেপি ভোলেনি।'

তাঁর কথায়, বিজেপির পতাকা হাতে নিলেই সব পাপ মুছে যাবে, মনে করার কারণ নেই। অথচ জগদীশের বক্তব্য, 'গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিজেপিতে যোগদান করব বলেই আমরা দিল্লি গিয়েছিলাম। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্ব আমাদের এনসিপিআইতে যোগদান করান। আমাদের ২০ জন সাংসদের মধ্যে তিনজন সরাসরি বিজেপিতে যোগদানে আপত্তি করেন।'

জগদীশ জানান, ওই তিনজন- আবু তাহের খান, মহম্মদ ইউসুফ পাঠান ও খলিলুর রহমান নিজেদের এলাকার সংখ্যালঘুদের কথা ভেবে সরাসরি বিজেপিতে যেতে চান না। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতে ভিন্নমত প্রকাশ করছেন এনসিপিআই-এ তাঁর সতীর্থরাই। এনসিপিআই-এর সংসদীয় দলের মুখ্যসচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদারের কথায়, 'বসুনিয়ার মন্তব্যের জবাব দেব না।' দলের আরেক সাংসদ শতাব্দী রায় পুজোর আগে বিজেপিতে যোগদানের খবর জানেন না বলেছেন।

সংখ্যালঘু সাংসদদের অন্যতম আবু তাহেরের বক্তব্য, 'আমাদের কোনও দায়িত্ব বসুনিয়াকে দেওয়া হয়নি। উনি যা বলেছেন, তা ওঁর ব্যক্তিগত কথা। এর সঙ্গে আমাদের মতামতের মিল নেই। আমরা বিজেপিতে নেই, এনডিএ-তেও নেই।' বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে বাড়িছাড়া কোচবিহারের সাংসদ। কখনও দিল্লি, কখনও কলকাতায় কাটিয়েছেন।

মাঝে মাঝে সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে প্রাতরাশ বা কাঁথিতে শুভেন্দু অধিকারীর পৈতৃক বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের ছবি পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। একদিন আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলে শুরু হয় জল্পনা- তাহলে কি জগদীশের বিজেপির ঝান্ডা হাতে নেওয়া সময়ের অপেক্ষা।

সিতাইয়ে তিনি ফেরার পর সোমবারও সিতাইয়ে তাঁর বাড়ির বাইরে স্থানীয়দের বিক্ষোভ চলতে থাকায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠকে সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিজেপি তাতে জল ঢেলে দিল। জগদীশ এমন কথাও বলেন যে, যেহেতু ২০ জনের মধ্যে ১৭ জন অর্থাৎ এনসিপিআই-এর দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ বিজেপিতে যোগ দেবেন, তাই দলবিরোধী আইন প্রযোজ্য হবে না। একসময় ফরওয়ার্ড ব্লক, তারপর তৃণমূলে ছিলেন তিনি।

এখন বিজেপিতে যোগদানে করে কি সুবিধাবাদী রাজনীতি করছেন না- প্রশ্ন করা হলে জগদীশের বক্তব্য, এলাকার উন্নয়ন করতে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় থাকতে হবে, যা তৃণমূলের সময় হয়নি। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ ঠিকভাবে ব্যবহার হত না। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে রাজ্যের বলে প্রচার করা হত। যার নেতিবাচক প্রভাব রাজ্যের উন্নয়নে পড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, 'আলোচনার সময় তিনি বলতেন আর আমাদের চুপচাপ শুনতে হত।'

কোচবিহারের সাংসদের দাবি, সাংসদ হওয়ার পর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সাড়া মেলেনি। সিতাই কলেজ থেকে দমকলকেন্দ্র নির্মাণে বিগত সরকারের উদাসীনতাকে দায়ী করেন তিনি। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কোচবিহারের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের ঠিক করে দেওয়া নিরাপত্তা নিয়ে রবিবার ভোরে ফের সিতাইয়ের বাড়িতে ফেরেন সস্ত্রীক জগদীশ।

তাঁর স্ত্রী সিতাইয়ের বিধায়ক। তিনি ঋতব্রত শিবিরে আছেন। সিতাইয়ে বাড়ির সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভের কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন আছে। সাংবাদিক বৈঠক করে জগদীশ বোঝাতে চাইছেন সিতাইয়ের মাটিতে তিনি দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে এসেছেন। বিক্ষোভ যে ফ্যাক্টর নয়, তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেন। তৃণমূলের সমস্যা মিটলেই বিধায়ক সংগীতাকেও সিতাইয়ে স্বমহিমায় দেখা যাবে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।

নদীর সঙ্গে যুদ্ধ নয়

প্রথম পাতার পর

অসম ইতিমধ্যে এই পথে অনেকটা এগিয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের ৬৫০ কিলোমিটার মূলধারা নিয়ে ২০২৩ সালে অসম সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ২০০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। নদীকে একটিমাত্র সমস্যা হিসেবে না দেখে তাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়। কোথাও তীর রক্ষা, কোথাও বাঁধ, কোথাও বন্যা ব্যবস্থাপনা, পাশাপাশি বন্যার পূর্বাভাস, নদীতীর ভাঙনের পূর্বাভাস, বাঁধ ভাঙার মডেল, ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং প্রকৃতিনির্ভর পদ্ধতিও অসমে পরিকল্পনার অংশ ছিল। স্বল্পমেয়াদি ভাঙন পূর্বাভাসের ব্যবস্থা তৈরি করার কথা প্রকল্পেই রাখা হয়েছিল, যাতে ভাঙন শুরু হওয়ার পর তড়িঘড়ি কাজ না করে আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

অসমে ওই মডেল অনেকটাই সফল। তাই তা আরও বড় হচ্ছে। প্রায় ছ'লক্ষ গ্রামীণ মানুষের জীবিকা ও নিরাপত্তা শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পে পুনর্বাসন পরিকল্পনাও রাখা হয়েছে। ভূতনির জন্য এই শিক্ষা আরও জরুরি। কারণ নদীভাঙনে সব হারানো মানুষকে শুধু ভাঙনের পরে টাকা দিলে সমস্যা মেটে না। যে পরিবারটি আজ নিরাপদ, আগামী পাঁচ বছরে তার বাড়ি নদীর কিনারে চলে আসতে পারে। তাই ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী পরিবারগুলির তালিকা তৈরি করতে হবে। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে আগে নিরাপদ জায়গায় পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করতে হবে। বাড়ি, রাস্তা, স্কুল, পানীয় জল এবং জীবিকার ব্যবস্থা একসঙ্গে করে তারপরই পুনর্বাসন দিতে হবে।

এখানে পৃথিবীর আরেক প্রান্তের একটি উদাহরণ ভূতনির সামনে একেবারে অন্য দরজা খুলে দিতে পারে বলেই মত অনেক গবেষকের। নেদারল্যান্ডস বহু বছর ধরে নদীকে বাঁধ দিয়ে আটকে বন্যা ঠেকিয়েছে। কিন্তু ১৯৯৩ এবং ১৯৯৫ সালে রাইন নদীর জল বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। বাঁধগুলি শেষপর্যন্ত টিকে গেলেও প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। তখন ডাচ সরকার বুঝতে পারে, শুধু বাঁধ আরও উঁচু করা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয়। ২০০৬ সালে সেদেশের জাতীয় সংসদ 'রুম ফর দ্য রিভার' কর্মসূচি অনুমোদন করে। তাতে বাঁধকে শুধু আরও উঁচু না করে নদীর জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে বন্যার সময় অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার জায়গা বাড়ানো হয়। সহজ কথায়, নদী যখন অতিরিক্ত ফুলে উঠবে, তখন তাকে জোর করে আটকে রাখার বদলে কোথাও কোথাও নদীকে আগে থেকেই একটু বেশি জায়গা করে দেওয়া। কোথাও বাঁধ পিছিয়ে নেওয়া, কোথাও নীচু জমি তৈরি করা, কোথাও অতিরিক্ত জল যাওয়ার নতুন খাত তৈরি করা— এই ছিল ভাবনা। রাইন, মিউজ, ওয়াল ও আইজেল নদীর ৩০টির বেশি জায়গায় এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তার সুফলও মেলে হাতেনাতে।

নদী গবেষক অনিরুদ্ধ বসাকের বক্তব্য, 'ভূতনির ক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডসের পরিকল্পনা হুবহু প্রয়োগ সম্ভব নয়। এখানে জমির মালিকানা, জনঘনত্ব, দারিদ্র্য, চরজীবন এবং নদীর চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু নীতিটি নেওয়া যায়— যেখানে নদীর সঙ্গে লড়াই করে বাঁধ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব, সেখানে নদী এবং মানুষ উভয়ের জন্যই নিরাপদ জায়গা নির্ধারণ করলে অনেক বিপদ এড়ানো যেতে পারে।'

এরজন্য ঠান্ডা ঘরে বসে শুধু প্রকল্পের নকশা তৈরি করলে হবে না। নদী বিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ, সেচ বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, স্থানীয় কৃষক, পঞ্চায়েত এবং ভাঙনপীড়িত মানুষকে নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। কোন অংশে বাঁধ দরকার, কোন অংশে নদীকে কিছুটা জায়গা দেওয়া সম্ভব, কোথায় মানুষকে আগেই সরাতে হবে— সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য আলোচনায় নিতে হবে।

গবেষকদের মতে, ভূতনির ক্ষেত্রেও তাই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি 'স্বাধীন ভূতনি নদী-ব্যবস্থাপনা সেল' তৈরি করা যায়। তার কাজ হবে শুধু প্রকল্প বানানো নয়, নদীকে পড়া। বর্ষার আগে ঝুঁকি-মানচিত্র, বর্ষার সময়ে নদীর গতিপথের নজরদারি এবং বর্ষার পরে কাজের ফলাফল প্রকাশ— এই তিনটি বাধ্যতামূলক কাজ করবে সেই সেল। কোনও বাঁধে টাকা খরচ হলে পরের বছর সেই অংশের নদীগত পরিবর্তন কতটা হল, সেটিও হিসাব করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতি বছর ভাঙনের পরে নতুন করে শুরু করা যাবে না। ভূতনির জন্য পাঁচ, দশ এবং কুড়ি বছরের নদী-পরিকল্পনা দরকার।

ভূতনিকে বাঁচানোর লড়াই তাই আসলে বাঁধ বনাম নদীর লড়াই নয়। দরকার বিজ্ঞানভিত্তিক নদী-পরিকল্পনা। কিন্তু তার জন্য নদীকে হারানোর চেষ্টা বন্ধ করে নদীর গতিপথ বুঝে মানুষকে নিরাপদ করার কাজ শুরু করতে হবে। ভূতনিকে বাঁচানোর অর্থ গঙ্গা বা ফুলহরকে থামানো নয়। অর্থ হল, গঙ্গা বা ফুলহর যখন বদলাবে, তখন যেন ভূতনির মানুষকে আর নিজের ঘরবাড়ি, জমি ও ভবিষ্যৎ দিয়ে সেই পরিবর্তনের মূল্য চোকাতে না হয়।

মহিলাদের এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের জন্য টিম ইন্ডিয়ার সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে তাঁরা দলগতভাবে অসাধারণ খেলেছেন এবং প্রতিটি ম্যাচ জিতেছেন। তাঁরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বিশেষ করে আমাদের মেয়েদের এবং সামগ্রিকভাবে দেশের যুবসমাজের জন্য তাঁরা অনুপ্রেরণার উৎস।
-দ্রৌপদী মুর্মু

ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত! এশিয়া কাপ জয়ের জন্য মহিলা ক্রিকেট দলকে অনেক অভিনন্দন। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে ওদের আত্মবিশ্বাস, ধারাবাহিকতা এবং অসাধারণ মানসিকতার চমৎকার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।
-নরেন্দ্র মোদি

ভারতীয় মেয়েদের অসাধারণ পারফরমেন্স। গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে অষ্টমবার এশিয়া কাপ জিতল আমাদের মেয়েরা। দলের প্রয়োজনে প্রতিটি প্লেয়ার সেরাটা দিয়েছে। দলগত সংহতির ফসল এই খেতাব।
--রাজীব শুক্লা
(ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিসিসিআই)

দ্বিচারিতা নিয়ে বিতর্কে সাফাই বোর্ড সচিবের

মহসিন নকভির সঙ্গে ‘সৌজন্য’ সইকিয়ার

বয়কট হরমনদের!

এশিয়া কাপ জয়ের পর দুবাইয়ের মাঠেই ভারতীয় মহিলা দলের সঙ্গে কথা বলছেন বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া।

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তান, মহসিন নকভি ইস্যুতে ‘দ্বিচারিতা’ নিয়ে প্রশ্নের মুখে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। নতুন যে বিতর্কের কেন্দ্রে খোদ বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া। পুরুষ দলের মতো ভারতীয় মহিলা দলও এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পাক বোর্ড প্রধান নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছে। রবিবার দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপ ফাইনালের পর যা নিয়ে রীতিমতো নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়।

মহিলা দলের হেডকোচ অমল মজুমদার পরিষ্কার জানান, বোর্ডের নির্দেশ। তাই নকভিকে ‘বয়কট’। অথচ, সেই নকভির সঙ্গেই কিনা খোশমেজাজে সইকিয়া! দেখা যায়, নকভি প্রথমে কথা বলছেন রাজীব শুক্লার সঙ্গে। তারপর সইকিয়া-নকভি আলাপচারিতা। প্রশ্ন, তাহলে কি ক্রিকেটারদের জন্য এক

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরুর আগে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান মহসিন নকভি। রবিবার দুবাইয়ে।

নিয়ম আবার বিসিসিআই কর্তাদের জন্য আরেক?

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে মাঠে উপস্থিত ছিলেন নকভি। দলকে সমর্থন জানাতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ফাইনালে ছিলেন সইকিয়া, রাজীব শুক্লা সহ বিসিসিআইয়ের একাধিক শীর্ষকর্তা। ম্যাচ শেষে সইকিয়া-শুক্লা হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডকে অভিনন্দন জানান। কথা বলেন ক্রিকেটারদের সঙ্গে।

কিছুটা দূরে মঞ্চে তখনও চ্যাম্পিয়ন ট্রফি দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় নকভি। গ্যালারিতে ভারতীয় সমর্থকদের ‘চোর, চোর, ট্রফি চোর’ টিটকিরিতে মুখর গোটা স্টেডিয়াম। ২০২৫ সালে সূর্যকুমার যাদবদের জেতা ট্রফি নিজের গাড়িতে তুলে স্টেডিয়াম ছেড়েছিলেন নকভি। এদিনও আগেভাগে জানতেন, তাঁর হাত থেকে ভারতীয় দল ট্রফি নেবে না। কিন্তু জেদ ছাড়েননি।

নকভির জেদ, এশিয়া কাপ ঘিরে বারবার নাটকে ক্ষুব্ধ এসিসি-র একাধিক সদস্য দেশ। বছর ঘুরলেই নকভি-বিদায়ের ছকও নাকি প্রস্তুত বলে শোনা যাচ্ছে। সবকিছুর মধ্যেও বিসিসিআইয়ের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। বিশ্ব ক্রিকেটে বিসিসিআইয়ের শক্তি নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন নেই। তারপরও কেন নকভিকে নিয়ে কড়া অবস্থান নিতে পারা যাচ্ছে না, উত্তর নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। এরমধ্যেই নকভি-সইকিয়ার সৌজন্য আলাপচারিতা, একফ্রেমে ধরা দেওয়া বিতর্ক।

ক্রিকেটমহলের একাংশের দাবি, ক্রিকেটাররা হাত মিলিয়ে, ট্রফি নিয়ে যদি সৌজন্য দেখায়, তাহলে ক্ষতি কি? শীর্ষকর্তারা যদি অঘোষিত ‘বয়কট’ হওয়া নকভির সঙ্গে বন্ধুত্ব দেখাতে পারেন, তাহলে খেলোয়াড়দের জন্যই কেন নির্দেশ? সাফাই দিতে গিয়ে সইকিয়া বলেছেন, ‘এটা স্বাভাবিক রীতি। কেউ দেখা করতে আসলে, আমরা সবার সঙ্গেই কথা বলি, দেখা করি।’

সইকিয়ার আরও দাবি, ‘টস থেকেই আমি বাইরের ‘রয়্যাল বক্স’-এ বসেছিলাম। পুরো ম্যাচ ওখানে বসেই দেখেছি। ম্যাচের সময় যাঁরা এসেছেন, সবার সঙ্গেই দেখা করেছি, কথা হয়েছে। কেউ কেউ আমার পাশেও বসেন। রাজীব শুক্লাও ছিলেন। আপনারা যাঁর (মহসিন নকভি) কথা বলছেন, তিনিও এসেছিলেন। ডেপুটি চেয়ারম্যান খালিদ সাহেবের (খালিদ আল জারুনি) পাশে বসেছিলেন। কেউ এলে কথা বলি, দেখা করি। এটাই স্বাভাবিক।’

ট্রফি বিতর্ক মেটাতে শেষপর্যন্ত চেষ্টা চালানোর দাবিও করেন সইকিয়া। বলেছেন, ‘আমরা বলেছিলাম, এসিসি-র ডেপুটি চেয়ারম্যান জয়ী দলকে ট্রফি দিক। তাহলে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়ানো যেত। কিন্তু সেই প্রয়াস সফল হয়নি। তবে এনিয়ে আমাদের কোনও আক্ষেপ নেই। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল চ্যাম্পিয়ন হওয়া, ম্যাচ জেতা। সেটাই হয়েছে। পহলগাম ঘটনা, সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে গত বছর পুরুষ দল ট্রফি বয়কট করেছিল। আজ মহিলা দল সেই পথেই হাঁটল।’

সিরিজ জয়ে চোখ ভারতের

গম্ভীরদের চিন্তায় রাখছে বরুণের চোট

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : ভারত-৯। আফগানিস্তান-০।

বাকি ম্যাচে ফলাফল হয়নি। ভারত-আফগান টি২০ দ্বৈরথের সামগ্রিক স্কোরলাইন। রবিবার চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচেও টিম ইন্ডিয়ার সেই দাপটের ছবি। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ‘জায়েন্ট কিলার’ আফগানিস্তান আগাগোড়া খুঁড়িয়েছে ‘মেন ইন ব্লু’-র ব্যাট-বলের দাপটে। মঙ্গলবার যার পুনরাবৃত্তি করে সিরিজ দখলে পাখির চোখ শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেডের।

টিম ইন্ডিয়ার যে ফুরফুরে মেজাজের মাঝে কিছুটা তাল কাটছে বরুণ চক্রবর্তীর হঠাৎ চোট। দ্বিতীয় ম্যাচে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে অর্শদীপ সিং, জসপ্রীত বুমরাহদের সঙ্গে তাল ঠুকেছেন রহস্য স্পিনার। যদিও ম্যাচ চলাকালীন ফের চোট। সূত্রের খবর, হালকা চোট নয়। কালকের দ্বিতীয় ম্যাচেই শুধু নয়, বাকি সিরিজে হয়তো দেখা যাবে না বরুণকে।

আফগানিস্তান বনাম ভারত
দ্বিতীয় টি২০ আজ
সময় : রাত ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা দাবি করেছেন, ‘নতুন করে চোট পেয়েছেন বরুণ। বাকি সিরিজে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই।’ কোথায় চোট তা নিয়ে পরিষ্কার কিছু অবশ্য জানা যায়নি। বোর্ড বা দলের তরফেও এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে লম্বা বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল রবিবার। নতুন চোটে চলতি সিরিজের পাশাপাশি এশিয়ান গেমসেও বরুণের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

বরুণ-চিন্তার মাঝে ফের হাজির ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে তর্কবিতর্ক। আবারও বৈভব সূর্যবংশী বনাম সঞ্জু স্যামসন। রবিবার অগ্রাধিকার পেয়েছিলেন সঞ্জু। ভারত জিতলেও রান পাননি কেরলের এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। মহম্মদ কাইফের মতো প্রাক্তনদের কেউ কেউ বৈভবকে খেলানোর দাবি তুলেছেন। বল অবশ্য গৌতম গম্ভীরদের কোর্টে। টিমের অন্দরমহলের খবর, সঞ্জুকে আরও একটা সুযোগ দেওয়ার দাবি গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে গম্ভীরের মাথায় কী ঘুরছে, তার হদিস পাওয়া কঠিন।

সিরিজ শুরুর আগে আফগান অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরানের মুখেও বৈভবের কথা শোনা গিয়েছিল। বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেবি বসকে। প্রথম ম্যাচে অবশ্য অভিষেক শর্মার তাণ্ডব বুঝিয়ে দিয়েছে আফগান বোলিংকে তছনছ করার একাধিক ‘মিসাইল’ মজুত ভারতীয় শিবিরে। মঙ্গলে ফের অভিষেক ঝড় উঠলে তা সামাল দেওয়া সহজ হবে না ফজলহক ফারুকি, রশিদ খান, নুর আহমদদের পক্ষে।

রশিদরা হাড়েহাড়ে টের পেয়েছেন, ভারতকে হারাতে ১০০ শতাংশের বেশি দিতে হবে। রবিবার মহম্মদ নবি, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ছাড়া সেই প্রত্যাশার ছিটেফোঁটা মেটাতে পারেনি কেউ। বুমরাহ-অর্শদীপের পেস আক্রমণের মুখে পড়ে কেঁপে যায় টপ অর্ডার। পাওয়ার প্লে কাজে লাগানোর বদলে প্রথম ছয় ওভারেই কার্যত হার নিশ্চিত হয়ে যায় টিম আফগানের।

আজমাতুল্লাহ-নবি চেষ্টা চালিয়েও দলকে টেনে তুলতে পারেননি। আগামীকাল রহমানুল্লাহ গুরবাজরা ভালো শুরু দিতে না পারলে পরিস্থিতি বদলানো কঠিন। বোলিংয়ের হাল ফেরাতে নবীন-উল-হককে খেলানোর চিন্তাভাবনা। অধিনায়ক জাদরানও স্বীকার করে নেন, শুরুটা ভালো হয়নি। মাঝে ভালো ব্যাটিং হলেও প্রত্যাশিত স্কোরে পৌঁছোনো যায়নি। আশাবাদী, বাকি সিরিজে গুরবাজ সহ টপ অর্ডার নিজেদের শক্তি দেখাতে সক্ষম হবে।

জেতা ম্যাচেও পঞ্চম বোলার নিয়ে চিন্তা যাচ্ছে না ভারতের। নীতীশ কুমার রেড্ডি ২ ওভারে ৩০ রান দেন। শিবম দুবের শেষ ওভারে ২১। চোটপ্রবণ হার্দিক পান্ডিয়ার বিকল্প দ্রুত খুঁজে না পেলে সহজে সমস্যা মেটার নয়। আর নীতীশ-শিবমদের ‘সাদামাঠা’ পেস বোলিং দিয়ে পঞ্চম বোলারের শূন্যতা পূরণের ভাবনা বাড়াবাড়ি, বারবার তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন দুইজনেই। পাশাপাশি কাল বরুণকে শেষপর্যন্ত না পাওয়া গেলে প্রথম এগারোয় হয়তো প্রত্যাবর্তন ঘটবে রবি বিষ্ণোইয়ের।

শ্রেয়স অবশ্য শিবম-নীতীশদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তাঁর যুক্তি, ‘সবাই চেষ্টা করছে। বুমরাহ দলের সম্পদ। অর্শদীপ, বরুণ ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে। শেষ ওভারে শিবমকে আনা ছাড়া উপায় ছিল না। আর একটা ওভার দিয়ে ওকে বিচার করা অযৌক্তিক। অভিষেক প্রায় নিখুঁত ইনিংস খেলেছে। ঈশান দুর্দান্ত ফর্মে।’

নতুন করে চোট পেয়েছেন বরুণ। বাকি সিরিজে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই।
-বিসিসিআই কর্তা

ভারতীয় ব্যাটারদের স্পিন কোরো না : চক্রবর্তী

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের ব্যর্থতায় ঝড় বইয়ে গিয়েছিল। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে ভারতীয় দল। রবিবার আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিয়ে সমালোচকদের উদ্দেশ্যে এবার তোপ দাগলেন অভিষেক শর্মা। ৮২ রানের বিস্ফোরক ইনিংসের সুবাদে ম্যাচের সেরা। সেরার পুরস্কার হাতে বাঁহাতি ওপেনারের পালটা দাবি, এক-দুইটি ম্যাচের ব্যর্থতা দিয়ে বিচার করা উচিত নয়।

অভিষেক বলেছেন, ‘বছর দুয়েক আগে ব্যাটিং ভাবনা নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত

এক-দুইটি হার সবকিছু নয়, তোপ অভিষেকের

নেওয়া হয়েছিল। শুরুতে পরিকল্পনা দারুণ কাজও করে। তবে এক-দুইটি সিরিজে ফলাফল এদিক-ওদিক হতেই পারে। তা দিয়ে ব্যাটিংয়ের মান বিচার উচিত নয়। ওপেনার হিসেবে সবসময় আমার লক্ষ্য থাকে ভালো শুরু দেওয়া। আফগানিস্তান ম্যাচেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।’

রবিবাসরীয় দ্বৈরথে অভিষেকের বিস্ফোরক ইনিংসের রসদ নাকি জুগিয়েছে প্রথম ওভারে জসপ্রীত বুমরাহর বলে স্লিপে নেওয়া ক্যাচ! যুবরাজ সিংয়ের প্রিয় ছাত্রের যুক্তি, শুরুতেই দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আলাদা খুশি মেলে। যা বাকি ম্যাচে রসদ জোগায়। বুমরাহকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। অভিষেকের কথায়, শুধু ম্যাচে নয়, নেটেও আগুন ঝরায় বুমরাহ। যা সামলাতে গিয়ে মনে হয় কোন টেস্ট ম্যাচে নতুন বলের মুখোমুখি হয়েছেন!

এদিকে, আফগানিস্তান দলের জন্য বরুণ চক্রবর্তীর পরামর্শ, ভারতীয় ব্যাটারদের বিরুদ্ধে স্পিন না করার! রহস্য স্পিনারের মতে, শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপকে স্পিন দিয়ে থামানো অসম্ভব। উলটে স্পিনারদের ওপরই চড়াও হয়ে ম্যাচের হিসেবনিকেশ গুলিয়ে দেবেন অভিষেক-ঈশান কিষান-তিলক ভার্মারা। তাই আফগান ব্রিগেড একঝাঁক বিশ্বমানের স্পিনার থাকলেও প্রথম ম্যাচে যার ঝাঁঝ দেখা যায়নি।

রবিবার নতুন করে তাঁর চোটের খবর সাড়া ফেলেছে। বাকি সিরিজ এমনকি এশিয়ান গেমসে খেলা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা। যদিও ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত বরুণ তা ঘুণাক্ষরে বুঝতে দেননি। বরং দলের ব্যাটিং, নিজের বোলিং পরিকল্পনা, ভাবনার কথাই তুলে ধরেন। বলেছেন, ‘উইকেট নেওয়া, ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামাই না। মূল লক্ষ্য বলটা সঠিক জায়গায় রাখা। চেষ্টা করেছি বলের গতিকে কাজে লাগাতে। জানতাম, পারলে সাফল্য ঠিক চলে আসবে।’

চোট সারিয়ে ফেরা নিয়ে জানান, চোট-আঘাত খেলার অঙ্গ। ক্রীড়াবিদদের হাতে থাকে না সবকিছু। নিজেকে নিংড়ে দিতে হবে। মাঠে নামার সময় একটাই লক্ষ্য থাকে। অনেক সময় বাড়তি তাগিদ শরীর নিতে পারে না। তবে সবকিছু মানিয়ে নিয়েই এগোতে হবে। যখন বরুণ একথাগুলি বলছে, তখন কে জানত, ফের চোট পেয়ে বসে আছেন বরুণ। আবারও খেলা নিয়ে সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন রহস্য স্পিনার!

অর্ধশতরানের পর চেনা ‘এল’ সেলিব্রেশনে অভিষেক শর্মা। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ধীরাজ বোম্মাদেভারা

সোনা জিতে নজির ধীরাজের

সলটিলো, ১৪ সেপ্টেম্বর : প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে তিরন্দাজি বিশ্বকাপের রিকার্ভে সোনা জিতলেন অন্ধ্রপ্রদেশের ধীরাজ বোম্মাদেভারা। রবিবার মেক্সিকোর সলটিলোতে তিনি জাপানের নাকানিশি জুনয়াকে রুদ্ধশ্বাসপূর্ণ শুট অফে হারিয়েছেন। দুইবার পিছিয়ে পড়েও ৫-৫ টাই করেন ধীরাজ। পরে শুট অফে তিনি ম্যাচ জেতেন ১০-৯ ব্যবধানে। সোনা জিতে ধীরাজ বলেছেন, ‘ম্যাচের শুরু থেকে শেষ আমি একটা কথা মাথায় রেখেছি, শেষ তির ছোড়া পর্যন্ত লড়াই করতে হবে।’ এর আগে দুবাইয়ে ২০০৭ বিশ্বকাপ ফাইনালে মহিলাদের রিকার্ভে সোনা জিতেছিলেন দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১০ এডিনবার্গ বিশ্বকাপে পুরুষদের বিভাগে জয়ন্ত তালুকদার ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। দীপিকা কুমারী ৫টি রুপো এবং ১টি ব্রোঞ্জ জিতে বিশ্বকাপে ভারতের সর্বাধিক পদকজয়ী হলেও তিনি সোনা জেতেননি।

অনুশীলন ম্যাচ খেলবে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : আগামী ১১ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে রনজি ট্রফি। সেই রনজির লক্ষ্যেই দিন কয়েক আগে পুদুচেরিতে সিয়েচেম ট্রফি জিতে এসেছে বাংলা দল। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলা ক্রিকেট দল কল্যাণীতে পৌঁছে যাবে। আর সেখানে পৌঁছানোর পরই আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলবেন সুদীপ ঘরামিরা। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা মনে করছেন, দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের আগে আরও একটি অনুশীলন ম্যাচ বাংলা দলের জন্য ভালোই হবে।

৬ বছর আগের কথা রাখলেন জেরেভ

নিউ ইয়র্ক, ১৪ সেপ্টেম্বর : ২০২০ সালের ইউএস ওপেন ফাইনাল। সেদিন কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় থেকে মাত্র ২ পয়েন্ট দূরে ছিলেন আলেকজান্ডার জেরেভ। কিন্তু ঠোঁট আর চায়ের কাপের মধ্যে দূরত্ব ঘোচেনি। শেষ তিনটি সেট জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রিয়ার ডমিনিক থিয়েম। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে কান্নাভেজা চোখে জেরেভ বলেছিলেন, ‘একদিন এই ট্রফিটা জিতবই।’ ছয় বছর বাদে রবিবার রাতে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামেই কথা রাখলেন বিশ্বের এক নম্বর তারকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেন শেলটনকে ৩ ঘণ্টা ৩৩ মিনিটের লড়াইয়ে হারিয়ে প্রথম ইউএস ওপেন ও কেরিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন জেরেভ। ফাইনালে জেরেভের পক্ষে স্কোরলাইন ৬-৩, ৭-৬ (৭/২), ৫-৭, ৬-২।

শেলটনের বিরুদ্ধে ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে রবিবার নেমেছিলেন জেরেভ। এমনিতেই ২০২৩ সালের ফরাসি ওপেনের পর থেকে বাঁহাতিদের বিরুদ্ধে জেরেভের রেকর্ড ৪৪-১। ফলে সবদিক থেকেই এগিয়ে ছিলেন জার্মান তারকা। ২০২০ সালের ফাইনালের মতো এদিনও জেরেভ প্রথম দুই সেট জিতে চ্যাম্পিয়ন

ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভুলে গেলেন সেলিব্রেশন করতে

হওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করে ফেলেছিলেন। সেদিন থিয়েম তৃতীয় সেট থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এদিনও ঘরের দর্শকদের বিপুল সমর্থনের মধ্যে তৃতীয় সেট জিতে নেন ২৩ বছরের শেলটন। জেরেভের ক্যাম্প তখন ছয় বছর আগের প্রমাদ গুনছিল। কিন্তু অতীতে তিনবার ফাইনালের মঞ্চ থেকে খালি হাতে ফেরার অভিজ্ঞতা থাকা জেরেভ আরও একটা হৃদয়বিদারক গল্পের নায়ক হতে চাননি।

এবারের ইউএস ওপেন জেরেভ শুরু করেছিলেন দুইটি পাঁচ সেটের ম্যাচ জিতে। এবারের গোটা টুর্নামেন্টে জেরেভের ফোকাসের প্রশংসা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। যাকে বলা হচ্ছে ‘ইন দ্য জোন।’ যার নমুনা ফাইনালেও দিলেন জেরেভ। এতটাই ফোকাসড ছিলেন যে, চতুর্থ সেটে ৫-২ গেমে ৪০-০ পয়েন্টে এগিয়ে থাকার সময় শেলটনের রিটার্ন বাইরে যাওয়ার পর জেরেভ বুঝতেই পারেননি তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছেন। চেয়ার আম্পায়ারের ঘোষণা শুনে সেলিব্রেশনে মাতেন জেরেভ। পরে তিনি বলেছেন, ‘ভগবান হয়তো দেখেছেন, গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার জন্য এত বছর ধরে আমি ও আমার টিম কতটা পরিশ্রম করেছি। তাই তিন মাসের মধ্যে দুইবার চ্যাম্পিয়ন হলাম। এত বছরের পরিশ্রমের পুরস্কার পাচ্ছি ২০২৬ সালে।’

প্রথমবার ইউএস ওপেন জিতে ট্রফি নিয়ে আলেকজান্ডার জেরেভ। রবিবার রাতে।

ভারতে আসছে পাকিস্তান দল

মোহালি, ১৪ সেপ্টেম্বর : ভারতে খেলতে আসছে পাকিস্তানের হকি দল। আগামী মাসে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠেয় পুরুষদের এশীয় হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তান অংশ নেবে বলে সোমবার জানান ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। ২৭ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটি হবে জলন্ধর এবং মোহালিতে।

আইসিসি-র কোপে ‘লাস্টবয়’ পাকিস্তান!

দুবাই, ১৪ সেপ্টেম্বর : মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।

বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দলের হাল সেরকমই। ইংল্যান্ড সফরে হোয়াইটওয়াশ হওয়া, হাজারো বিতর্কে জেরবার হাল। এরমধ্যেই আইসিসি-র জরিমানার কোপ। রেকর্ড ১১ ডব্লিউটিসি পয়েন্ট কাঁটা গেল! তার সঙ্গে ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ আর্থিক জরিমানা।

মন্থর ওভার রেটের কারণেই কড়া শাস্তির পদক্ষেপ আইসিসি-র। আম্পায়ারদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগালে। ম্যাচে বাড়তি সময় দেওয়ার পরও ১১ ওভার কম করার জন্য ওভারপিছু ১ পয়েন্ট করে মোট ১১ পয়েন্ট বাদ। একইসঙ্গে কাটা গিয়েছে ম্যাচ ফি-র অর্ধেক। যে পদক্ষেপে চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট টেবিলে নয় দলের মধ্যে একেবারে লাস্টবয়। চলতি চ্যাম্পিয়নশিপে এখনও পর্যন্ত ৯টি টেস্ট খেলে সাতটিতেই হেরেছে পাকিস্তান। জয় মাত্র দুটিতে। জয়ের শতকরা হার মাত্র ৪.৬৩!

বাবর আবার ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা শোনালেন। সিরিজ শেষে পাক অধিনায়ক বলেছেন, ‘কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, সবাই মিলে বসে তা বের করে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। আশা করি, শীঘ্রই নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজারের সঙ্গে বসে সিরিজের পর্যালোচনা করব। যেখানে গুরুত্ব পাবে আমাদের সেরা একাদশ কী হওয়া উচিত।’

অন্তিম টেস্টে নবাগত রাজাউল্লার পারফরমেন্স হতাশার মাঝে প্রাপ্তি পাক দলের। মহম্মদ আব্বাস আগাগোড়া গোটা সিরিজে সাফল্য পেয়েছেন। নতুন বলে আব্বাসের দাপটের জন্য ইংল্যান্ডের ওপেনাররা সাফল্য পাননি। কিন্তু দলগত প্রয়াসের অভাবে তা কাজে লাগাতে পারেনি পাকিস্তান। উলটে জঘন্য ক্রিকেটে সিরিজ উপহার দিয়েছে।

দলের টেস্ট বিপর্যয়ের মাঝে নতুন বার্তা দিয়েছেন অভিজ্ঞ পেসার শাহিন শা আফ্রিদি। ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন টেস্ট প্রত্যাবর্তনের। হেডকোচ মাইক হেসন যে সম্ভাবনাকে উসকে দিয়েছেন। ইঙ্গিতপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন- খোলা মনে সবকিছু ভাবা হবে। প্রথম দুই টেস্টে হারের পর সরফরাজ আহমেদকে ছাঁটাই করে সাদা বলের কোচ হেসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তৃতীয় টেস্টে।

এদিকে, চলতি বিতর্কে মুখ খুলেছেন মহম্মদ রিজওয়ান। জানিয়েছেন, গড়াপেটার সন্দেহে সাইবার ক্রাইম এজেন্সির তদন্তে সবরকম সহায়তা করছেন। ইংল্যান্ড সফরের মাঝে ছাঁটাই হওয়া সাত ক্রিকেটারের মধ্যে ছিলেন রিজওয়ান। রিজওয়ান ও ইমাম-উল-হকের বিরুদ্ধে গড়াপেটার অভিযোগও উঠছে। তা নিয়েই তদন্ত। যে প্রসঙ্গে রিজওয়ান বলেছেন, ‘তদন্তে আমি সমস্তরকম সহায়তা করছি। তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। আমি আশাবাদী।’

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

প্রিয় দিব্যাভা, জন্মদিনে আশীর্বাদ স্বরূপ এই কামনা করি যে, আজীবন সত্য ন্যায় নিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও নিজের মতো করে। আমরা সবসময়ই তোমার পাশে রয়েছি। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। ইতি- তোমার বাবা মা।

পত্রবোমায় জর্জরিত সিএবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : চিঠির পর চিঠি। অভিযোগের পর অভিযোগ।

বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে বিতর্কের শেষ নেই। 'মেগা সিরিয়ালের' মতো ধারাবাহিকভাবে জ্বলছে বিতর্কের আগুন।

আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। এজিএমে নির্বাচনের সম্ভাবনা নিয়ে সম্প্রতি কম আলোচনা হয়নি। সোমবার বিকেলের পর আচমকা ছবিটা বদলে গিয়েছে। সৌজন্যে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে সিএবি-র শাসক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো মোট ছয়টি জেলার জেলা শাসকের চিঠি। ঠিক যেন মাসখানেক আগের সিএবি-র বিশেষ সাধারণ সভার (এসজিএম) অ্যাকশন রিপ্লে। চিঠিতে লোধা আইন মেনে ৭০ পেরিয়ে যাওয়া ও সংস্থায় ৯ বছর পার করে ফেলা সদস্যদের হাজিরার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সূত্রের খবর, চিঠিতে এজিএম পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও রয়েছে।

এজিএমে নির্বাচন ঘিরে অনিশ্চয়তা

ছয় জেলার এমন পত্রবোমায় রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা সিএবি-র শাসক গোষ্ঠীর। এমন চিঠির পর বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে মোট দুই দফায় রুদ্ধদ্বার বৈঠকও সেরে নিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়রা। কিন্তু কোনও সমাধান সূত্রের ইঙ্গিত মেলেনি রাত পর্যন্ত। এমন অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, ২৪ সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভায় আদৌ কি নির্বাচন হবে? সোজাকথায় সিএবি-র এজিএমে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবল অনিশ্চয়তা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সিএবি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এমন আচমকা পত্রবোমায় 'ঘায়েল' হওয়ার পর রীতিমতো হতাশ ও বিষণ্ণ দেখিয়েছে সভাপতি সৌরভকেও। রাতের দিকে সিএবি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সভাপতি সৌরভ সাংবাদিকদের বলেছেন, 'রাজ্যের মোট ছয়টি জেলা থেকে সরকারি চিঠি এসেছে আজ। মাসখানেক আগের এসজিএমের মতোই বয়ান চিঠির। এমনকি এজিএমে নির্বাচন স্থগিত করার কথাও বলা হয়েছে চিঠিতে।' জল্পনা চলছে, সিএবি-র বিদায়ি সচিব বাবলু কোলের পদ কি আগামীদিনে ফাঁকাই থাকবে? আপাতত এই প্রশ্নের কোনও জবাব নেই।

কী হলে কী হবে, এই প্রশ্নে আপাতত জেরবার অবস্থা বাংলা ক্রিকেট সংস্থার। কিছু মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, কেন সিএবি-র শীর্ষকর্তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছেন না?

হাল্যান্ডের গোল নিয়ে ভুল স্বীকার রেফারি সংস্থার

লন্ডন, ১৪ সেপ্টেম্বর : দশজন নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে বাজিমাত করেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ৬০ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। এবার সেই গোল নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

গোলটি প্রথমে অফসাইড বলে বাতিল করা হয়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ভিএআর চেকের পর গোলটিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। সিটির ডিফেন্ডার জসকো ভার্ডিওল যখন বলটি বাড়ান তখন অনসাইডে ছিলেন হাল্যান্ড। কিন্তু বিতর্ক হচ্ছে এনজো ফার্নান্ডেজের পজিশন নিয়ে। আর্জেন্টাইন মিডিও কিন্তু অফসাইডে ছিলেন। তিনি ওই অবস্থায় বলটি স্পর্শ করার চেষ্টা করেছিলেন।

রেফারিদের সংস্থা প্রফেশনাল গেম অফিশিয়ালস লিমিটেড অবশ্য জানিয়েছে, ভিএআর-এর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। সংস্থার বক্তব্য, 'হাল্যান্ডকে রেফারি অফসাইড ধরলেও ভিআর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে তিনি অনসাইডে ছিলেন। একই আক্রমণের সময় এনজো অফসাইডে ছিলেন। কিন্তু বল স্পর্শ করেননি। এই ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থানের সম্ভাব্য প্রভাব ভিআর বুঝতে পারেনি। রেফারিকে অনফিল্ড পরামর্শ দেওয়া উচিত ছিল। এটাকে ভুল হিসেবে আমরা মনে করছি।' আপাতত ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বির উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে বিতর্কে এখন রেফারিং।

বড় ম্যাচ নিষ্ফলা, খেতাবের স্বপ্ন মহমেডানে

লিগের দৌড়ে ভেসে রইল লাল-হলুদ

ইস্টবেঙ্গল এফসি-১ (আকাশ)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (লালথানকিমা)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কল্যাণী, ১৪ সেপ্টেম্বর : এবারের কলকাতা ফুটবল লিগে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত ইস্টবেঙ্গল এফসি। তারপরও খেতাব জয়ের প্রশ্নে জটিল সমীকরণই ভরসা। সোমবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর লিগের দৌড়ে কোনওক্রমে ভেসে রইল লাল-হলুদ। অন্যদিকে দুই বছর পর আবারও ঘরোয়া লিগের খেতাব ঘরে তোলার স্বপ্ন দেখছে মহমেডান।

লিগের ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রুখে দেওয়ার পরই যেন পথ হারিয়েছে অর্চিষ্মান বিশ্বাসের ইস্টবেঙ্গল। সোমবার কল্যাণীতে মহমেডান ম্যাচেও সেই কানাগলি থেকে বেরোতে পারলেন না তন্ময় দাস, উত্তম হাঁসদারা। প্রথম ৪৫ মিনিটে দুই দলই যা সুযোগ পেয়েছিল অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারত। তবে আক্রমণভাগের ব্যর্থতা, আর দুই দলের গোলকিপারদের নৈপুণ্যে তা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে দলে একাধিক পরিবর্তন করে আক্রমণে ধার বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। ৫৭ মিনিটে ডানদিক থেকে ভেসে আসা বল মাথা দিয়ে নামিয়ে দেন দেবদথ এস। ওই বল গোললাইনের সামনে থেকে বিপন্মুক্ত করেন মহমেডানের রাহুল নস্কর। ৬০ মিনিটে ডানদিক থেকে জয় বাজের মাইনাস বক্সে ফাঁকায় পেয়েও বল গোলে রাখতে ব্যর্থ হন সেই দেবদথই। ৬৫ মিনিটে সাদা-কালো ব্রিগেডের রক্ষণের ভুলে বল পেয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের বিজয় মুর্মু। অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছিল সামনে। তারপরও শট নিতে তিনি এতটাই সময় নিয়ে নিলেন ততক্ষণে বিপক্ষ রক্ষণে ভিড় বাড়িয়ে নেয়।

৬৯ মিনিটে গোল তুলে নেয় মহমেডান। লালরেমসাঙ্গার শট বিপন্মুক্ত করতে এগিয়ে আসেন লাল-হলুদ গোলকিপার গৌরব সাউ। তবে বলের নাগাল পাননি। ওই বল আয়ত্তে নিয়ে ছোট্ট টোকায় লালথানকিমাকে দেন রেমসাঙ্গা। কিমার শট সৌমিক কোলের শরীর ছুঁয়ে পোস্টে লেগে গোলে চলে যায়। মনোতোষ চাকলাদার বল বিপন্মুক্ত করার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে তা গোললাইন অতিক্রম করে গিয়েছিল। ম্যাচের শেষ মিনিট পনেরো মহমেডানের উদ্দেশ্যই ছিল রক্ষণ মজবুত রেখে, প্রতিআক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলা। সেই সুযোগে মুহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনল ইস্টবেঙ্গল। তবে আক্রমণভাগের ব্যর্থতায় সমতা ফেরানোর জন্য অপেক্ষা করতে হল সংযুক্তি সময় পর্যন্ত। ৮০ মিনিটে গোলের সামনে বল পেয়েও শট লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ অনন্থু এনএস। পরের মিনিটেই বিজয়ের থেকে বক্সে বল পেয়ে সাদা-কালো রক্ষণের ভিড়ে আটকে গেলেন মহম্মদ বিলাল। সংযুক্তি সময়ের শুরুর দিকে দেবদথের শট কর্নারের বিনিময়ে বিপন্মুক্ত করেন সাদা-কালো গোলরক্ষক নিখিল ডেকা। ওই কর্নার থেকেই অনন্থুর ভাসানো বল সাইডভলিতে জালে পাঠান আকাশ হেমরম।

শেষ মুহূর্তে গোল পেলেও দলকে জেতাতে পারলেন না আকাশ হেমরম।

এদিন ম্যাচ জিতে লিগ জয়ের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল মহমেডানের সামনে। ইস্টবেঙ্গলও তিন পয়েন্ট পেলে খেতাবি লড়াইয়ে পুরোদস্তুর ফিরে আসতে পারত। দুই দলই সেই সুযোগ হাতছাড়া করল। এই পরিস্থিতিতে শেষ ম্যাচে কোল ইন্ডিয়ার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয় ছাড়া আর কোনও পথ খোলা রইল না ইস্টবেঙ্গলের সামনে। সেখানে শেষ ম্যাচে মোহনবাগানকে হারালেই খেতাব ঘরে তুলবে মহমেডান।

রোমাঞ্চকর লিগের লড়াই

কলকাতা ফুটবল লিগকে যতই অবহেলা করা হোক না কেন, শেষবেলায় খেতাবি লড়াই রোমাঞ্চকর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষ ম্যাচ পর্যন্ত দৌড়ে বাংলার তিন প্রধান। ভেসে রয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস, ভবানীপুর এফসি এমনকি কোল ইন্ডিয়াও। শেষ দুই দলের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। তবে অসম্ভব নয়। একনজরে দেখে নেওয়া যাক, কোন অঙ্কে খেতাব জিততে পারে কোন দল।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সুপার সিক্সে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ঝুলিতে এখন ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। লিগ জয়ের দৌড়ে এই মুহূর্তে সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় সবুজ-মেরুন। শেষ ম্যাচ ন্যূনতম ব্যবধানে জিতলেই আট বছর পর ঘরোয়া লিগের খেতাব ঘরে তুলবে মোহনবাগান। ড্র করলেও সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল বা ইউনাইটেড স্পোর্টস শেষ ম্যাচ চার গোলের বেশি ব্যবধানে না জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে মোহনবাগান।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সুপার সিক্সের পয়েন্ট টেবিলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এই মুহূর্তে দুই নম্বরে। তাদের সামনে লিগ জয়ের একটাই সমীকরণ। মোহনবাগানকে শেষ ম্যাচে ন্যূনতম ব্যবধানে হারালেই দুই বছর পর আবার ঘরোয়া লিগের খেতাব ঘরে তুলবে সাদা-কালো ব্রিগেড।

ইস্টবেঙ্গল এফসি

সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম দুটো ম্যাচই নিষ্ফলা। মোহনবাগান ও মহমেডানের তুলনায় পয়েন্টের সঙ্গে সঙ্গে গোল পার্থক্যেও পিছিয়ে লাল-হলুদ। ফলে শেষ ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলকে জিতলেই চলবে না। জয়ের ব্যবধান হতে হবে কমপক্ষে পাঁচ গোলের। তারপরও মোহনবাগান-মহমেডান ম্যাচ ড্র হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে। এখানেই শেষ নয়। এতকিছুর পরও শেষ ম্যাচ ইউনাইটেড স্পোর্টস ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় বেশি গোলের ব্যবধানে জিতলে খেতাব হাতছাড়া হবে লাল-হলুদের।

ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব

সুপার সিক্সে ইউনাইটেড স্পোর্টসও প্রথম দুই ম্যাচ ড্র করেছে। মোহনবাগান ও মহমেডানের তুলনায় পয়েন্টের সঙ্গে সঙ্গে গোল পার্থক্যেও পিছিয়ে। ফলে তাদেরও শেষ ম্যাচ জিততে হবে চার গোলের বেশি ব্যবধানে। তারপরও মোহনবাগান-মহমেডান ম্যাচ ড্র হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে। তারপরও ইস্টবেঙ্গল বেশি গোলের ব্যবধানে জিতলে খেতাব হাতছাড়া হবে ইউনাইটেডের।

কোল ইন্ডিয়া ও ভবানীপুর এফসি

মঙ্গলবার লিগে কোল ইন্ডিয়া-ভবানীপুর ম্যাচ। দুই দলেরই দুইটি করে ম্যাচ বাকি। এই দুই দলের কেউ যদি দুই ম্যাচই যেতে সেক্ষেত্রে তাদের লিগ জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। সেক্ষেত্রে মোহনবাগান-মহমেডান ম্যাচ নিষ্ফলা শেষ হলে খেতাব পৌঁছে যেতে পারে কোল ইন্ডিয়া বা ভবানীপুরের হাতে।

বাংলার অ্যাথলিটদের জন্য উদ্যোগী ক্রীড়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : অলিম্পিক টার্গেট পোডিয়ামের (টপস) সুবিধা যাতে বাংলার অ্যাথলিটরা পান, সেই বিষয়ে উদ্যোগী এবার রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তর। সোমবার ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ নবমহাকরণে জানান, রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের সচিবরা ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুইবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তরের সচিবের সঙ্গে গিয়ে বৈঠক করে এসেছেন। যাতে নিজেদের তৈরি করার জন্য এই রাজ্যের প্রতিভাবান অ্যাথলিটরা এই টপসে জায়গা করে নিতে পারেন। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'আগের সরকার এই রাজ্যের অ্যাথলিটদের এইসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। আমরা সেই জায়গা থেকেই এখানকার অ্যাথলিটদের বাঁচাতে চাইছি।' তিনি আরও জানান, এবার থেকে পোর্টালের সাহায্যে প্রাক্তন ক্রীড়াবিদরা ১০ হাজার টাকার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া এই প্রথমবার বাংলা বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ ২০২৭ সালে অংশ নিতে চলেছে বলে জানান ক্রীড়ামন্ত্রী।

বল নাগাল পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ মনবীর সিং (বাঁয়ে)। দাগ কাটতে পারলেন না কিয়ান নাসিরি। ছবি : ডি মণ্ডল

ইউনাইটেডের কাছে আটকে গেল বাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (সন্দীপ)
ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব-১ (সুময়)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে প্রথম ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিতে খেতাব জয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি অ্যাডভান্টেজ পেয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে সেই অ্যাডভান্টেজ ধরে রাখতে ব্যর্থ সবুজ-মেরুন শিবির।

গোটা ম্যাচে বেশ এলোমেলো ফুটবল মোহনবাগানের। বরং ইউনাইটেডকেই বেশ সুসংহত মনে হল। এরমাঝেই কয়েকবার গোলের মুখ খুলেছিল মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ গোলকিপার সৌরভ সামন্তর বদান্যতায় গোল পায়নি তারা। ৬১ মিনিটে দিনের সহজতম সুযোগটি নষ্ট করেন মনবীর সিং। কিয়ান নাসিরির শট ক্লিয়ার করতে এসে বল মিস করেন সৌরভ। বল পান মনবীর। সামনে ফাঁকা গোল পেয়েও শট নিতে পারেননি, উলটে বক্সের মধ্যে পড়ে যান তিনি।

৯১ মিনিটে মোহনবাগানকে অক্সিজেন জোগান সন্দীপ মালিক। কিয়ানের কর্নার থেকে গোল করেন তিনি। যদিও ইউনাইটেডের দাবি, ওটা কর্নার ছিল না। এরপর আমন যাদব লাল কার্ড দেখলে বাকি সময় দশজনে খেলতে হয়। কিন্তু হাল ছাড়েনি বেগুনি ব্রিগেড। বিকি থাপার ফ্রি কিক শুভাশিস বসু ক্লিয়ার করলে ফিরতি বলে গোল করে যান সুময় সোম।

সিনিয়ার ফুটবলারকে খেলিয়েও ছন্নছাড়া ফুটবল। তারপরেও কেন সিনিয়ারদের খেলানো? জাতীয় দলের তারকাদের অবস্থা তো তথৈবচ। কেউ মাঠে গড়াগড়ি খেলেন। কেউ বা দাঁড়িয়ে গোল হজম করা দেখলেন। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিয়ানরা আর কবে বড় হবেন? দলের মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। অবশ্য ম্যাচের এই সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এখনই কোনও উত্তর দিতে চাননি বাগান কোচ বাস্তব রায়।

প্রশংসা প্রাপ্য ইউনাইটেড স্পোর্টস কোচ লালকমল ভৌমিকের। অনামী ফুটবলারদের নিয়ে কলকাতা লিগে তিন প্রধানকেই আটকে দিয়েছেন। ইউনাইটেডের গোলদাতা সুময় সোম আবার বাগান কোচ বাস্তব রায়ের অধীনেই একটা সময় ফুটবল খেলেছেন। প্রাক্তন ছাত্রের কাছে পয়েন্ট হারালেন বাগান কোচ। বিষয়টি অবশ্য লুকিয়ে যেতে চাইছিলেন তিনি। পরে অবশ্য সুময়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

এদিন ম্যাচ দেখতে মাঠে ছিলেন মোহনবাগানের দুই প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য ও সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মনবীর-সাহাল আব্দুল সামাদদের হতশ্রী ফুটবল দেখে রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেন তাঁরা। মোহনবাগান সমর্থকরা অবশ্য নিজেদের চরিত্র হারিয়েছেন। তাঁদের যত বিপ্লব সমাজমাধ্যমেই সীমাবদ্ধ। না হলে এমন পারফরমেন্স দেখার পরেও ম্যাচের পর মনবীর, সাহালদের নামে জয়ধ্বনি দিলেন বাগান সমর্থকরা।

আপাতত লিগের অঙ্ক বলছে, মোহনবাগান শেষ ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ন্যূনতম ব্যবধানে জিতলেই চ্যাম্পিয়ন। আর পয়েন্ট নষ্ট করলে অন্য দলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

এদিকে মনবীররা আবার জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েছেন। মহমেডান ম্যাচে তাদের পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন রাতেই অভিষেক সিং টেকচাম ও আপুইয়া জাতীয় শিবিরে যোগ দিতে বেঙ্গালুরু রওনা হয়েছেন। মোহনবাগানের ভাবনায় রয়েছে জাতীয় শিবিরে ডাক পাওয়া বাকি ফুটবলারদের মধ্যে অন্তত দুই-একজনকে মহমেডান ম্যাচে খেলানো। মহমেডান ম্যাচের তারিখ ঘোষণা হলে এই বিষয়ে ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলবে বাগান ম্যানেজমেন্ট।

দাজু সেন ট্রফি ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবল সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বিবেকানন্দ কলেজ ২-১ গোলে ইসলামপুর কলেজকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে বিবেকানন্দর উত্তম হাঁসদা ও জয় রায় গোল করেন। ইসলামপুরের গোলস্কোরার বিক্রম পাহান।

বিরসা মুন্ডা কলেজ ৮-১ গোলে জলপাইগুড়ির এসি কমার্স কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। অর্পিত ওরাওঁ, বাপি লোহার ও দেব লোহার জোড়া গোল করেন। বিরসা মুন্ডার বাকি গোল দুইটি হেমন ওরাওঁ ও সান হেমরমের। শিলিগুড়ি কমার্সের একমাত্র গোলটি কৌশল তামাংয়ের।

শিলিগুড়ি কলেজ ৩-০ গোলে বানারহাটের কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। গোল করেন ওয়াংইয়াল লামা, রোহিল রাই ও মৃণাল পাল।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি কমার্স কলেজ না আসায় মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় ওয়াক ওভার পেয়েছে।

উত্তরের খেলা

জিতল টাউন

জলপাইগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : টাউন ক্লাবের অশোকপ্রসাদ রায়, অমিত রায় ও জয়শ্রী গুপ্ত ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে রবিবার আয়োজকরা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ইয়েলমো এফএ-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ইয়েলমোর প্রিন্স লাকড়া ও টাউনের দেব নাগ গোল করেন। ম্যাচের সেরা টাউনের গোলকিপার যুবরাজ সিং।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে যুবরাজ সিং। ছবি : অনীক চৌধুরী

সোনা কাচিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে রাজ্য স্কুল গেমসে জুডোতে সোনা জিতল শিলিগুড়ির কাচিনা ওরাওঁ। এবেনজার ক্রিশ্চিয়ান ইংলিশ স্কুলের কাচিনা অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ৭০ উর্ধ্ব কেজিতে নেমেছিল। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের অনূর্ধ্ব-৪৪ কেজিতে মার্গারেট স্কুলের বাসন্তী বর্মন রুপো পেয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ৪৪ উর্ধ্ব কেজিতে ব্রোঞ্জ জিতেছে আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ের সোনাক্ষি রায়।

চ্যাম্পিয়ন রাজু

রাজগঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বর : হরিচরণভিটা বিবেকানন্দ যুব সংঘের একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রাজু এন্টারপ্রাইজ। রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে আমবাড়ি দেবনাথ বয়েজ একাদশকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি এবং আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

ট্রফি নিয়ে রাজু এন্টারপ্রাইজ। ছবি : রামপ্রসাদ মোদক

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

সন্ধান চাই

নাম : বিশ্বনাথ ভগত
ঠিকানা : নর্থপয়েন্ট, দমনপুর, আলিপুরদুয়ার জংশন, আলিপুরদুয়ার। যদি কোনও ব্যক্তি উনার সন্ধান পেয়ে থাকেন তবে এই নম্বরে যোগাযোগ করলে উপকৃত হব।
M : 7318702300

প্রাক্তন সতীর্থদের উৎসাহ দিলেন হিজাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : দলের সঙ্গে যেতেই পারেননি একমাত্র বিদেশি স্ট্রাইকার ক্রিস ইকোনোমিডিস। অথচ এই নিয়ে লুকোচুরি ইস্টবেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্টের।

প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হসাপাতালে ভর্তি ক্রিস। শুক্রবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করার পর শনিবার জিম সেশন করার পরই তাঁর জ্বর বাড়ে এবং তিনি অসুস্থবোধ করতে থাকেন। তারপরেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তবে ক্লাবের দাবি, এদিন ইকোনোমিডিসকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ যাওয়ার আগে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস বলে যান, 'আমাদের সব বিদেশিই ফিট। কোমরে সামান্য সমস্যা আছে মহম্মদ বসিম রশিদের। তবে রশিদও যাচ্ছে দলের সঙ্গে।' তাঁকে যে কেন ক্রিসের জ্বরের বিষয়টি চেপে যেতে বলা হল, তা পরিষ্কার নয়। এমনকি দল রওনা দেওয়ার সময়েও ম্যানেজমেন্টের তরফে বলা হয়, তিনি আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়েছেন। তাই তাঁকে দেখা যায়নি দলের বাকিদের সঙ্গে। নানা বিষয়ে আজকাল ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মতো ক্লাবগুলি

হাসপাতালে ভর্তি ইকোনোমিডিস যাননি জর্ডন

পেশাদার হলেও, ফুটবলারদের চোট বা অসুস্থতা নিয়ে লুকোচুরিতে আগেকার অপেশাদার প্রথাই তাঁদের এখনও অনুসরণ করতে দেখা যায়। জর্ডনে যোগাযোগ করা হলে দলের তরফে বলা হয়, ক্রিসকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ম্যাচের আগে, পরিকল্পনা এমনই ছিল বলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়নি। পাসপোর্ট সংক্রান্ত সমস্যায় দলের সঙ্গে যেতে পারেননি লালচুংনুঙ্গাও। তবে ক্লাবের তরফে তাঁকে মঙ্গলবার জর্ডনে পাঠানোর চেষ্টা চলছে।

মহম্মদ বসিম রশিদ, আনোয়ার আলিদের সঙ্গে আড্ডায় হিজাজি মাহের।

এতকিছুর পরেও হয়তো এই ম্যাচ জিতে যেতে পারে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ আল হুসেইন শেষ পাঁচ ম্যাচ হেরে বেকায়দায়। দলের হেড কোচ আহমেদ হায়েল হঠাৎই পদত্যাগ করেছেন। সবমিলিয়ে খুব স্বস্তিতে নেই আল হুসেইন। এর আগেও এদেশের ক্লাব দল জর্ডনের ক্লাব দলকে হারিয়েছে। তাই হাবাসের জয়ের জন্যই তাঁর দল খেলবে, একথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

হিজাজি মাহের নিজের পুরোনো দলকে শুভেচ্ছা জানাতে আসতে পারেন, একথা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়। এদিন বিকেলের দিকে টিম হোটেলে প্রাক্তন সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করে যান তিনি। আনোয়ার আলি, প্রভসুখান সিং গিলদের সঙ্গে খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলে। তেমনি রশিদের তিনি পূর্বপরিচিত। প্রাক্তন সতীর্থদের তিনি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর এই ম্যাচের জন্য উৎসাহ দিয়ে যান। তাঁর হাতে এএফসি-র জার্সি তুলে দেন দলের সহকারী কোচ বিনো জর্জ। হিজাজির সঙ্গে হাসিঠাট্টায় মেতে উঠতে দেখা যায় বিনো-সহ বাকিদের।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন গুরুদাসপুর-এর এক বাসিন্দা

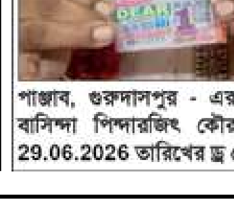

পাঞ্জাব, গুরুদাসপুর - এর একজন বাসিন্দা পিন্দারজিৎ কৌর - কে 29.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46G 11777 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "জীবনের পরিবর্তন যে কোনো বয়সেই ঘটে, যা কেউ আগে থেকে অনুমান করতে পারে না। ডিয়ার লটারির সাহায্যে আমার আর্থিক অবস্থার আশ্চর্যজনক উন্নতি হয়েছে। আমি সবাইকে সুপারিশ করতে চাই যে আমাদের স্বপ্ন পূরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য ডিয়ার লটারির টিকিট কেনা একটি উত্তম উপায় হবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।